স্বপন-পসারী

স্বপন-পসারী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পরাগ পাবলিশার্স
১৬৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকা
১৯৪২

দ্বিতীয় সংস্করণ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ সাল

আড়াই টাকা —

১৬৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা পরাগ প্রেস হইতে নির্ম্মলকুমার দাশ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও পরাগ পাবলিশার্স হইতে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তোমাকে

এখনো হয়নি সাঙ্গ শ্যামলের আলিপনা এপারের শুভ্র সিকতায়,
বেদনার সিন্ধু হ'তে জল সেচি' এখনো যে ফুল-ফল রচিতেছি তায়!
মোদের কুটিরতলে শতভগ্ন-রন্ধ্রপথে সঙ্কুচিত রবি-শশিকর
বিথারি' আলোর যাদু, মলিন মাটির রূপ আরো যে গো করে মনোহর
এখনো তোমার চোখে, প্রথম সে ফুলশেজ-বাসরের অপরূপ নিশা
চমকিয়া ওঠে কভু, এ হৃদয়ে আজো তাই রহিয়াছে অমৃতের তৃষা।
সজন এ বেলাভূমি সেদিনের মত নহে, তবু সেথা এখনো দু'জন
সকল কল্লোল মাঝে নীরব-নিকুঞ্জ গড়ি' করিতেছি নিভৃত-কূজন!
জন্ম-মৃত্যু-জরা বহি' চলিয়াছি যে আঁধারে তার যদি নাহি থাকে শেষ,
সেই ভয়ে সারারাতি প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে চেয়ে থাকি মুখে নির্নিমেষ!
আজ সে পূর্ণিমা নাই, নাই সেই ফাগুনের ফাগে-রাঙা অসীম ভুবন,
বিভোর যাহার রূপে ভরেছিনু একদিন পসরায় রঙীন স্বপন;
তবু সে নিশার শেষে তোমার নয়নে হেরি স্বপনের সেই ঘুমঘোর,—
এখনো জাগোনি যদি, ওগো আর জাগিয়ো না!—একেবারে হোক নিশিভোর
আমিও তাহারি মোহে সেদিনের সেই ফুল আরবার তুলে দিনু হাতে,
মনে ভাবো—সেই আমি, সেই তুমি, সেই গান শুনিতেছ সেই মধুরাতে!

নীলকেত, রমণা,
২৬এ, ফাল্গুন, ১৩৪৮

সূচী

বিষয়			পৃষ্ঠা
স্বপন-পসারী	...	...	১
রূপ-তান্ত্রিক	...	...	৮
দিল্‌দার	...	...	১০
চোখের-দেখা	...	...	১২
পুরূরবা	...	...	১৪
বসন্ত-আগমনী	...	...	২৭
চূত-মঞ্জরী	...	...	৩০
কিশোরী	...	...	৩১
নারী	...	...	৩২
শ্রাবণ-রজনী	...	...	৩৩
চুড়ির আওয়াজ	...	...	৩৬
ভাদরের বেলা	...	...	৩৯
পরম-ক্ষণ	...	...	৪০
কবি-ভাগ্য	...	...	৪২
সাগর ও শশী	...	...	৪৩
একখানি চিত্র দেখিয়া	..	...	৪৪
তারকা ও ফুল	...	...	৪৬
মৃত্যু	...	...	৪৭

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

গ্রন্থকারের নিবেদন

'স্বপন-পসারী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল—প্রথম প্রকাশের তারিখ ১৩২৮ সাল। সে সময়ে ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার প্রয়োজনীয় অংশ এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি। "প্রথম বয়সের রচনা ইহাতে একটিও নাই; গত দশ বৎসরে যাহা লিখিয়াছি তাহারই কতক বাদ দিয়া বাকি কবিতাগুলি একত্র করিয়া দিলাম। 'উচ্চৈঃশ্রবা' শীর্ষক কবিতাটি ভিকটর হিউগোর অনুসরণে লিখিত।"

এ প্রায় বিশবৎসর পূর্ব্বের কথা: এখন এ কবিতাগুলিকে অন্য কাহারও লেখা বলিয়া মনে হয়, অথচ অতি-পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতাও আছে, তার ফলে, ইহাদের সম্বন্ধে আমার মনে কোন ভাব-অভাব নাই—নিজের লেখা, অথচ কেমন যেন পর! তাই, আজ আবার এগুলিকে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া একটা কর্ত্তব্য সমাধা করিতেছি মাত্র; তার কারণ, প্রায় ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়াছে, এবং পুনর্মুদ্রণ যে আবশ্যক, তাহার প্রচুর প্রমাণও ইতিমধ্যে পাইয়াছি; তা' ছাড়া, কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন যে, আমার এই প্রথম কবিতাগ্রন্থই তাঁহাদের সমধিক প্রিয়।

গত বারের কবিতা হয়ত' দুই একটি বাদ দিলে ভাল হইত, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আমি এবার সেকালের লেখা আরও দুই চারিটি কবিতা গ্রহণ করিয়াছি; কারণ, এখন সকলই আমার পক্ষে সমান। ভাবিয়াছিলাম, বিদেশী শব্দগুলির একটি অর্থসূচী পুস্তকের শেষে যুক্ত করিয়া দিব, কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না—মুদ্রণকার্য্য অতিশয় দ্রুত শেষ করিতে হইয়াছে।

দেশের এই ঘোর এবং আসন্ন সঙ্কটকালেও যাঁহারা এরূপ ভাবে একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিবার সংকল্প অটুট রাখিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি কি বলিয়া প্রশংসা করিব ও ধন্যবাদ দিব, জানি না। আমাদের দেশে কবিতা অপেক্ষা কাগজের মূল্য চিরদিনই অধিক; এক্ষণে এই অতিশয় দুর্মূল্য কাগজে আমার বইখানি ছাপিয়া অন্ততঃ তাঁহারা বাংলা কবিতার মান রক্ষা করিয়াছেন।

ঢাকা,
২৮এ, ফাল্গুন, ১৩৪৮

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

স্বপন-পসারী

স্বপন-পসারী

করি দ্বারে দ্বারে স্বপনের ফিরি—
স্বপন-ব্যাপারী আমি,
নাহি জহরত—পান্না কি হীরা,
মুকুতার হার দামী।
ভুলের ফুলের মোহন মালিকা
গাঁথিয়াছে হের স্বপন-বালিকা!
যে বীণা বাজা'তে আলো-নীহারিকা
ছায়াপথে যায় থামি'—
তারি সুরে হেঁকে পথ চলি ডেকে,
স্বপন-পসারী আমি।

বাসবের ধনু-বরণ-সুষমা
নীলিমায় মিলি' যায়—
পটগুলি দেখ সেই রঙে আঁকা
মৃণালের তূলিকায়!
গোলাপ—আঁকা এ চুম্বন-রাগে!
বধূ হেসে চায়—বসন্ত জাগে,
ডালিম-দানার রস যেন লাগে
অধরের কিনারায়—

স্বপন-পসারী

পটগুলি দেখ কোন্ রঙে আঁকা
মৃণালের তুলিকায়!

একখানি ছবি এই যে হেথায়—
চেয়ে দেখ এর পানে!
এমনটি আর দেখেছ কোথায়
—বল দেখি কোন্‌খানে?
চেয়ে দেখ শুধু আঁখিতে ইহার,
ভঙ্গিমা দেখ অধর-রেখার!
ললাট বেড়িয়া সন্ধ্যা-আঁধার
কেশ-রচনার ভানে
ছায়া-সুষমার মোহিনী অপার—
চেয়ে দেখ এইখানে!

মর্ত্ত্য-মরুর যত দাহ আছে—
বাসনার মরীচিকা,
আত্মার আধি, নিদারুণ ব্যাধি—
ললাটের তলে লিখা!
নিবিড়-আঁধার কেশ-তপোবনে
লুকা'য়ে রেখেছে ঋষি-ধ্যান-ধনে,
ফুরিছে অধর-গোলাপ-কাননে
অলকার ভোগ-শিখা—
মানবের আশা-নিরাশার সীমা
ও দুটি নয়নে লিখা!

স্ব প ন - প সা রী

জ্যোৎস্না-চিকণ গুণ্ঠন এই
আঁধার-কবরী-ঢাকা—
পরা'য়ে দেখ গো প্রেয়সীর মুখে,
বুঝিবে কি সুধামাখা !
তারার চুম্‌কি—কালো পেশোয়াজ,
মখমল সাজ, সুকোমল ভাঁজ,
পাড়ে লতা-পাতা-কুসুমের কাজ—
নাহি যে দাগটি আঁকা !
এ চারু বসন-বিভবে সাজিলে
হাসিটি যাবে না ঢাকা।

এনেছি আরসী—মানস-সরসী,
বিস্মিত বুকে তার—
যে ছায়া তোমারি, আকাশ-সকাশে
পড়েছে অসীমাকার !
হেরিবে সেখানে আননে তোমার
শত-পারিজাত-বরণ-বিথার,
শতদল-দল বাসনা-ব্যথার,
আঁখির বিজুলী-হার !
এনেছি আরসী, সবটুকু তব
বিস্মিত বুকে যার।

অনাদি-কালের অসীম-দেশের
গোপন নাট্যলীলা

স্বপন-পসারী

দেখিবারে চাও ? ধর অঙ্গুরী—
খচিত মোহিনী-শিলা।
যে-স্বপন তুমি দেখিয়াছ রাতে—
মনে নাই যাহা জাগিয়া প্রভাতে,
তবু আঁকা আছে হৃদয়ের পাতে
জল-রেখা রঙ্গিলা—
সেই জলছবি ফুটাইবে কবি
—অপরূপ সেই লীলা !

দেখিবে যেখানে লতার বিতানে
জোনাকির দীপ জ্বালা—
ফুলে-ফুলে সেথা অতি চুপিসারে
বিলসিছে পরীবালা !
গভীর জ্যোৎস্না-নিশীথে জাগিয়া
হেরিবে তোমার বাতায়ন দিয়া,
চন্দ্রকিরণে কে আসে নামিয়া
দুলায়ে মৃণালমালা—
শঙ্খ-ধবল একটি কমল
গাঁথিয়াছে তা'য় বালা !

পাহাড়ের ধারে শিখর-সমীপে
তারাটি যেতেছে দেখা,
রূপার নূপুর বাজা'য়ে তটিনী—
নটিনী চলেছে একা।

স্বপন-পসারী

ঝঙ্কার তার মিলায় আকাশে,
ফিস্‌ফিস্‌-কথা কভু বা বাতাসে,
চারিদিকে যেন কত চোখ ভাসে,
আলোকে পলক ঢাকা—
সারাটি আকাশে আঁখি বিথারিয়া
কে আছে চাহিয়া একা!

হোথায় কুয়াসা-তুষার-পুরীতে
ঊষার মাধবী-বন,
তা' হেরি' একদা গিরিরাজ-বালা
যৌবন-অচেতন!
তনু এলাইয়া শৈল-সোপানে
ঘুমায় অঘোরে বাহুর শিথানে,
পূর্ণিমা-চাঁদ অতি সাবধানে
করে মুখে চুম্বন!
রূপেরি বাসরে চির-ঘুমঘোরে
তাই বালা অচেতন।

ধূ-ধূ-ধূ সুদূর প্রান্তর-পথে
শীত-শেষ রজনীতে
মরিয়া গিয়াছে জল-সোহাগিনী
কুমুদেরা সরসীতে।
বিশীর্ণ-কায়া, তুরগ-আসীন,
ছুটিয়াছে যুবা-বীর নিশিদিন,

স্বপন-পসারী

কণ্ঠে কাতর স্বর হ'ল ক্ষীণ,
নারে সে যে পাসরিতে—
অপ্সরী-প্রিয়া গেল মিলাইয়া
অধর না পরশিতে !

দেব-দানবের মন্থনে আজও
অসীম সাগর-নীল
অমৃতের ফেনা ছিটায় আকাশে,
বায়ু কাঁপে ঝিল্‌মিল্ !
তারি মাঝখানে—কুন্তল লোল,
খসি' পড়ে পা'য় কুহেলি-নিচোল—
নিখিল ভুবন করি' উতরোল,
অমিলের করি' মিল,
সেই ইন্দিরা উরিছেন আজও—
সাগর তেমনি নীল !

অঞ্জন এই আছে সবশেষে
মণি-সম্পুট-ভরা,
আনন্দ-ঘন-রস-সরসিত,
দিবসের জ্বালাহরা ।
দরশে হইবে পরশ উদয় !
ঘুচে যাবে খেদ, যত ভেদ-ভয়,
কায়া আর ছায়া—বৃথা সংশয়,
স্বর্গ হইবে ধরা—

স্ব প ন - প সা রী

লও, কিনে লও স্বপন-পসরা
দিবসের জ্বালাহরা !

ও খানি ?   কিছু না, বাঁশের বাঁশীটি—
যা'রে তা'রে নাহি সাজে,
লইবে সে-জন, যে-জন বুঝিবে
লাগিবে তাহার কাজে।
এমনি বাজা'লে বাজিবে বেসুর,
সে যেন কোথায়—দূর প্রেতপুর !—
নিশান্ত-বায়ু বহিছে বিধুর
হাহা'র আগার মাঝে—
মানবের পদ-পরশের ধ্বনি
কভু না সেথায় বাজে !

থাক্, থাক্—ও'রে বাজা'য়ে কি কাজ ?
থাক্ শুধু ওইখানি ;
আর যাহা আছে সব তুলি' লও,
কিছু না কহিব বাণী।
যেজন শুনা'বে—জীবন-মরণ
একই আলোকেতে চির-জাগরণ,
বাঁশীতে করিবে সে-শ্বাস ভরণ
'বেসুরা'কে বশে আনি'—
তা'রে বাঁশী দিয়ে স্বপন-পসরা
ধূলায় ফেলিব টানি'।

রূপ-তান্ত্রিক

কনক-কমল রূপে
প্রেম যদি ফুটে' উঠে—
তবেই আমার মানস-মরাল
অলস পক্ষপুটে
চকিতে জাগিয়া উঠে!

ফুলের হিয়ার মধু,
চাহিনা চাহিনা, বঁধু!
রেশ্‌মী-রঙীন্ পাপড়ি যদি না
চারিধারে পড়ে লুটে'!

আমি বুলবুল—
গোলাপেরি গান গাহি;
আমি সে শিশির—
প্রভাত-অরুণে চাহি!
আমি পতঙ্গ—রূপানলে যাই ছুটে'!

ক্রন্দন—মোর সঙ্গীত সে যে,
হাসিতে অশ্রুরাশি!

রূপ-তান্ত্রিক

আমার দেবতা—সুন্দর সে যে!
পূজা নয়, ভালোবাসি!
আঁধারে মন্ত্র ভুলি,
আলোক-তুফানে হৃদয়-জড়িমা টুটে—
সুন্দর লাগি' ভালোবাসা মোর,
অন্তর-আঁখি ফুটে!

দিল্‌দার

পেয়ালা যে ভর্‌পূর্—
আয় আয়, ধর্‌ ধর্,
বেয়ালায় সব স্থর
কেঁদে ঝরে ঝর-ঝর !
দিল্‌ করে হায়-হায়,
দিল্‌দার আয় না—
আহা, যেন আবছায়
ফিরে কেউ যায় না !
গুগ্‌গুলে মশ্‌গুল্
বিল্‌কুল্‌ ভর্‌-ভর্,
কার ছায়া জ্যোৎস্নায় !—
সুন্দর ! সুন্দর !

রাতভোর শোর্‌-গোল—
দিল্‌ খোল্, খেয়ালি !
কলিজায় দিক্‌ দোল,
—দিল্‌ নয় খোয়ালি !
দূর কর্‌ আফ্‌সোস্‌
জামিয়ার কুর্ত্তির,

দি ল্ দা র

গেয়ে যা' না আপ্-খোস্—

ওক্ত যে ফুর্ত্তির !

বড় মিঠা শর্‌বৎ !

—ফের ভর্ পেয়ালি,

কানে বাজে নওবৎ,

চোখে লাগে দেয়ালি !

দিল্-মিল্-মঞ্জিল,

ভাঙা-ঘর সরা'য়ের—

করে' তুলি রঙ্গিল্,

আয় ভাই মুসাফের !

এই ঘাসে পাতি আয়

পান্নার গালিচা,

হাসিতেই লুটে যায়

বস্‌রার বাগিচা !

থাক্ তোলা আল্‌বোলা—

পেয়ালায় মুখ ধর্ !

চেয়ে দেখ্ মন্-ভোলা,

দুনিয়া কি সুন্দর !

চোখের-দেখা

ঘাটের পথে, বটের ছায়াতলে
একটু দাঁড়ায় অন্য-মনের ছলে,
একটু আঁধার একটু আলোর মেলা—
যুঁইটি-ফোটার বেলা!
ভুরুর কোণা সুরু কোথায়—নজর নাহি চলে,
হয় না ঠাহর চুলের ছায়াতলে!

ঠোঁটের রাঙা—চোখের হাসি, কালো—
নিশীথ-সাগর-সাঁতার-দেওয়া
বাঁকা-চাঁদের আলো—
চাই না আমার—চাই না অধিক আর,
ওই টুকুতেও নেই যে অধিকার!
ভিক্ষা বলে' যেটুকু পাই ভালো—
ঠোঁটের ঈষৎ রাঙা হাসি, চোখের হাসি কালো!

গাঁয়ের পথে ফিরব যখন সাঁজে—
প্রাণের ভিতর সোনার সারং বাজে!
পিছন হ'তে কেমন জানি কেন
যবের ক্ষেতে বাতাস বারেক নিঃশ্বসিল যেন!
ফুলল্ হবে আকাশ তবু অস্ত-মেঘের ভাঁজে,
গাঁয়ের পথে ফিরব যখন সাঁজে।

চোখের-দেখা

একলা কাটে জ্যোৎস্না আমার শূন্য-আঙিনাতে,
ঝাঁ-ঝাঁ করে বিজন রাতি, ঝিঁ-ঝিঁ তখন মাতে।
যতেক স্বপন বকের পাখার মত
চোখের আগে ভিড় করে সব কত!—
টাট্‌কা-টানা একটি ছবি ফুট্‌বে সবার সাথে,
ফুট্‌ফুটে মোর জ্যোৎস্না-আঙিনাতে!

এম্‌নি করে' মনটি চুরি কোরো!
যেখান-সেখান ঘুরে' বেড়ায়—
কাঁচপোকাটি ধোরো!
মেরে রেখো কৌটায় তুলে'—
গোলাপ যখন পর্‌বে চুলে,
টিপ্ করে', সই, কপালটিতে পোরো!
এম্‌নি করে' মনটি চুরি কোরো।

পুরূরবা

দিনশেষে রাত্রি এল, শারদ-শর্ব্বরী
কেটে গেল বহুক্ষণ ভুবন-ভবনে !
গৌরী-গোধূলির ভালে রৌপ্য-দীপাধার
কখন উঠেছে জ্বলি' !—সন্ধ্যা জ্যোৎস্নামুখী
রচিল কনকবেণী কানন-কুন্তলে।
অতিমুক্ত, কর্ণিকার, পুন্নাগ, পাটল
বিথারিল দেবতার নিভৃত শয়ন
পুষ্পোচ্ছ্বাসে, ফুলবনবীথিকার তলে।
ক্রমে ঊর্দ্ধে, আরো ঊর্দ্ধে, স্ফটিক-বিমানে
আরোহি', আকাশবর্ত্মে প্রবেশিল শশী
উন্মাদনী যামিনীর নিশীথ-বাসরে।

তখনো ভ্রমিছে একা অরণ্য-গহনে,
নদীতীরে, পর্ব্বতের সঙ্কট-শিখরে
প্রিয়াহারা পুরূরবা—হৃত-উত্তরীয়,
ছিন্নবাস, নগ্নশির, উন্মাদের মত !
অতিদূর গিরীশের নীহার-বলয়ে
বিচ্ছুরিত চন্দ্রহাস ধাঁধিছে নয়ন—
দিগন্ত-প্রসারী কার অট্টহাসি যেন
বিজ্ঞাপিছে বিরহীর বৃথা অন্বেষণ !

পুরূরবা

অরণ্য-গভীরে, বনশাখা-অন্তরাল
নিত্য-অন্ধকারে, জনমিছে দৃষ্টি-ভ্রম—
তিমিরপটলে যেন তরল সরসী,
দুলিছে তাহারি তলে দীপাবলিসম
অযুত আলোক-বিম্ব—নহে খদ্যোতিকা,
অপরূপ মরীচিকা কানন-আঁধারে !
কুসুমিত তৃণস্তরে, গন্ধলতিকায়,
বিথান বসনপ্রান্ত গিয়াছে লুটিয়া
প্রিয়ার, প্রয়াণ-পথ সুরভিত করি' !
সচকিত কুরঙ্গীর কস্তুরী-সুবাস
তাহারি নিশাস যেন ! জ্যোৎস্না হেথা-হোথা
লেগে আছে তরুশাখে, ব্রততীবিতানে—
শুভ্র-চীনাংশুক-শোভা ! ঝিল্লীর ঝঙ্কার
কাহার মঞ্জীরগুঞ্জ ? কার দীর্ঘশ্বাস
নীড়সুপ্ত বিহঙ্গের পক্ষ-বিধূননে ?
গুঞ্জরিছে মুখে তার ভাব-গদগদ
অসম্বদ্ধ বাণী—হৃদিসিন্ধুমন্থশেষ
সুধার বুদ্বুদ যেন অধরের ফাঁকে !
চলিতে চরণ বাজে কভু শিলাতটে,
কঠিন কণ্টকে কভু, কভু বল্লী-ফাঁসে—
স্বপনে-উন্মীলনেত্র চলে পুরূরবা
সুরযোষা উর্ব্বশীর অলীক সন্ধানে।

স্বপন-পসারী

সহসা কাননতলে অসম্ভব বিভা—
স্থিরদীপ্ত সৌদামিনী, প্রখর-ভাস্বর,
দীর্ঘায়ত, অতর্কিতে খসি' স্বর্গ হ'তে
ভরিল পাদপস্থলী ! সহস্র শাখার
অসংখ্য সে রন্ধ্রময় জালায়ন দিয়া
ঢালিল কৌমুদী-ধারা মেঘমুক্ত শশী,
আরোহিয়া গগনের গম্বুজ-শিখরে ;
নিদ্রাতুরা ধরণীর দু'নেত্র-উপরি
স্বর্ণ-শতদল যেন উঠিল ফুটিয়া
উচ্চবৃন্তে,—তাহারি সে নাভি-পদ্মনালে !
হেরি' তা'য় নরবর থামিল থমকি' ;
অমনি সে বরবপু হ'ল রূপান্তর
অটল-নিটোল শুভ্র পাষাণ-পুত্তলে !
বক্ষ সুবিশাল ধরিল তুহিন-কান্তি !
স্ফুরিল ললাটশোভী স্রস্ত কেশদাম
কিরণ-কিরীট সম ; রশ্মিরস-পানে
নিস্তার নয়নযুগ্ম হারাইল দিশা ;
দাঁড়াইল পুরূরবা ঊর্দ্ধমুখে চাহি'—
জ্যোৎস্নাধারা শিরে যেন নব-গঙ্গাধর !
অপলক নেত্র তার অলোক-সুষমা
গণ্ডূষে সাগর-সম করিল নিঃশেষ ;
তীব্র বাসনা রণনে সারা মর্ম্মমূল
বীণার তন্ত্রীর মত হারা'ল কম্পন !

মনে হ'ল, দিকে দিকে প্রিয়ারি পীরিতি
উথলিছে লাবণ্যের মত! সে মিলনে
অহরহ—কোথা নাই বিরহ-কল্পনা!
নাহি মৃত্যু, নাহি জরা;—মহাকাল যেন
সহসা নিশ্চল! আলোক-আঁধারে দ্বন্দ্ব
ঘুচে' গেল মানবেরি পিপাসার সাথে!
অবগাহি' অফুরন্ত জ্যোতির প্রপাতে
দেহ হ'ল ছায়াহীন, মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম
ধরিল সর্ব্বাঙ্গ-শুভ্র মূর্ত্তি আপনার—
নাই তার কোনোখানে বিষের নীলিমা!

পরক্ষণে তেমনি চকিতে মুদে' গেল
জ্যোতিঃ-শতদল!—স্বপ্ন-ভঙ্গে পুরূরবা
অলস-অবশ-দেহ বসিল ভূতলে।
আবরিল আঁখি তার আঁধার-অঞ্চলে
বনস্থলী, লেপি' দিল স্নেহভরে পুনঃ
সর্ব্ব-অঙ্গে ম্লানচ্ছায়া চন্দ্রিকা-চন্দন।
আলোক-বন্যার সেই গভীর প্লাবনে
স্থির ছিল জলজ কুসুম—ঊর্দ্ধমুখে,
বৃন্ত দৃঢ় করি' ; বন্যা যবে গেল সরি',
নমিয়া পড়িল শির—লুটাইবে বুঝি
আপনারি পাদমূলে পঙ্কিল শয়নে!
অনচ্ছ আলোকে তাই নয়নের কোণে

বাহিরিল দুই বিন্দু তরল মুকুতা,
অবরুদ্ধ বাসনার অরুদ্ধ আবেগে।
কি-এক সঙ্গীত—যেন বিয়োগ-রাগিণী,
আত্মারি সে আর্ত্তরব—উঠিল ধ্বনিয়া
সকল শিরায় তার, সারা চিত্ত ভরি' ;
মর্ম্মকোষে দেহ-পুষ্প-মধুর তাড়না
ফুটাইল একসাথে পঞ্চেন্দ্রিয়-দল,
রূপের কিরণধারা পান করিবায়ে!
অমনি সে, বাণবিদ্ধ কেশরীর মত,
আন্দোলিয়া কেশরকলাপ ছুটে গেল
বনান্তরে, ঊর্দ্ধশ্বাসে, উত্তান আননে।
ক্ষণপরে অতি-উচ্চ রোদন-আরাব
সমস্ত কান্তার বাহি' পঁহুছিল শেষে
পর্ব্বতকন্দরে, অতি-দূর দূরান্তরে
হ'ল প্রতিধ্বনি ; শিহরিল তারাস্তোম
অনন্ত সে ব্যোমপথে—প্রৌঢ়া নিশীথিনী
ফিরিয়া বাঁধিল তার বিশীর্ণ কবরী।

পাণ্ডুর বদনে বিধু হেরিল তাহারে ;
সে যে তাঁরি বংশধর—প্রতিষ্ঠান-পতি
ঐল পুরূরবা! সেই পূর্ব্ব-ইতিহাস—
যৌবনের মধুময় মোহের কাহিনী

পুরূরবা

স্মরিল বিষাদে সোম ; সে কলঙ্ক-লেখা
এখনো বাজিছে বুকে—তবু কি মধুর !
তখন অধরে সদ্য-অমৃতের ক্ষুধা,
পৌর্ণমাসী তখনো তরুণী ; পারিল না—
ব্রহ্মচারী—ফিরাবারে নিষিদ্ধ চুম্বন।
গুরুপত্নী তারা ধরিল সন্তান তাঁর
আপন জঠরে—সেই পুত্র বুধ হ'তে
জনমিল পুরূরবা, ইলার তনয়।
কভু নর, কভু নারী—ইলার কাহিনী
সুবিচিত্রতর ! তাই সে অপূর্ব্বজন্মা—
যেমন অহীন-কান্তি—লভিল তেমনি
ধরাতলে প্রথম সে পূর্ণ-মানবতা।
একদা নেহারি' তায় চৈত্ররথবনে,
প্রগল্‌ভে প্রসাদ তার যাচিল উর্ব্বশী—
উন্মদনা অপ্সরা সে অমরা-আলোক !
স্বর্গের লাবণ্য হরি' আনিল ধরায়
চন্দ্রবংশ-অবতংস বীর পুরূরবা।
নন্দনে যে ফুল ঝরি' ফুটিল না আর,
ফুটিল সে পুঞ্জে-পুঞ্জে ধরণীর বনে,
উর্ব্বশীর রাগারুণ নয়ন-আলোকে—
ফুটিল অমরী-বাঞ্ছা মানবের প্রেমে !
সেই প্রেম, সেই বধূ—ফিরে' গেছে আজ

স্বপন-পসারী

আপন আলয়ে—তারি শোকে পুরূরবা
উন্মাদ ভ্রমিছে, হের, কান্তারে-গহনে।

যবে রাত্রি আয়ুঃশেষ—অটবী-সীমায়
ফুটিছে ধূসরচ্ছায়া অলক-তিমিরে,
ক্লান্তিহর শীতস্পর্শ নিশান্ত-সমীর
সহসা বুলায় ধীরে অতি সুকোমল
করাঙ্গুলি, জ্বরতপ্ত ললাটে চিবুকে,
স্বেদলিপ্ত শিরোরুহ-মূলে! আচম্বিতে
জ্যোৎস্না নিবে' গেল, প্রভাত-গোধূলি
ঢালিল কলসী-জল তরল তিমিরে;
শুধু ঊর্দ্ধে, চিত্রসম চন্দ্রের বদনে
তখনো জাগিছে জ্যোৎস্না নিশীথ-লাঞ্ছন!
এতক্ষণে পার হয়ে শীর্ণা শুক্তিমতী
উত্তরিল পুরূরবা অম্ভোজের তীরে।
একটি পুন্নাগ-তরু সরল-সুঠাম—
তারি দেহে দেহ রাখি', বাহু বাঁধি' বুকে,
ডুবা'য়ে চরণযুগ মুঞ্জতৃণ-বনে,
দাঁড়া'ল সম্বিৎ-হারা শ্রীহীন উদাস—
ত্রয়োদশদ্বীপাধিপ প্রতিষ্ঠান-পতি।
সম্মুখে সরসী-জলে সরোজ-শয়নে
ঘুমায়ে পড়েছে অলি মধুপান-শেষে,
দুলিছে নলিন-দোলা জলের দোলনে।

পুরূরবা

ধূপধূম্রসমোচ্ছ্বাস বাষ্প-যবনিকা
গোপন নেপথ্য রচি' আবরিছে দিক্
প্রাচী-মুখে,—যেন কারা অন্তরীক্ষ-পথে
স্বপ্ন-জাগরের মাঝে করে আনাগোনা ;
যেন কারা—স্নানার্থিনী—তেয়াগি' বসন,
নামিয়াছে পদ্মবনে অম্ভোজ-সরসে,
সোপান-শিখরে রাখি' একটি সে দীপ—
শুকতারকার, ছড়াইয়া চারিদিকে
রতনভূষণরাজি আকাশ-কুট্টিমে !
কাঞ্চন-কঞ্চুক 'পরে মুকুতার সিঁথী
রাখিয়াছে আবরিয়া জরীর প্রাবারে ;
কোথাও বা একরাশি সদ্য-চয়নিত
নব-সিন্ধুবার। গাঁথিবে বিনোদ কাঞ্চী
মাধবী-মুকুলে বুঝি ? কেশর-কলাপে
গড়িবে গুণ্ঠন ? হেরি' তায়, পুরূরবা
কি যেন আশ্বাস-সুখে, স্বপন-রভসে,
মুদিল মদিরদৃষ্টি ; মেলিল যখন—
সুবঙ্কিম দীর্ঘায়ত আঁখির তোরণে
ফুরিছে অমৃত-ভাতি দিব্য-চেতনার !
তখন সুদূর দিক্-চক্রবাল-তটে
ফুটি' উঠে ধীরে ধীরে জ্যোতির বলয়,
ধূম্র-গিরিশ্রেণী গাঢ় নীলাঞ্জনে লেখা—

স্ব প ন - প সা রী

ক্ষৌমবস্ত্রপটে যেন চিত্র-ঘনাবলী !
পলে পলে নব শোভা উঘারি' উঘারি'
কে করিছে নেত্র-সেবা ?   মুগ্ধ পুরূরবা
বিস্মৃতি-বিস্মিত,—ভুলিয়াছে এত ত্বরা
কামরূপা অপ্সরার অপার মোহিনী,
অসীম ছলনা !

সহসা সরসী-বুকে
তুলিল সলিল, ভিন্ন কুহেলির ফাঁকে
ফুটিল আভাসে কার স্তনাংশুক যেন,
মনোহর বাহু-ভঙ্গি !—কি মধুর হাসি
মুহূর্ত্তেকে মিলাইল পাটল অধরে !
তখনি চিনিল তারে ; বর্ষ সহস্রেও
যার সাথে নিত্য ছিল নবপরিচয় !
তখনি প্রসারি' বাহু, উন্নমিত মুখে,
উচ্চারিল পুরূরবা—সত্য-সমুজ্জ্বল
প্রেমের প্রাণদ-মন্ত্র তাহারি উদ্দেশে।—

'কোথায় চলেছ, অয়ি জীবিত-রূপিণী
জায়া মোর !—শূন্য করি' এ দেহ-দেউল ?
হের ওই পূর্ব্বাশার উদয়-দুয়ারে
দাঁড়া'বে এখনি আসি' চির-উদাসিনী
স্বপ্নসুখ-হন্ত্রী ঊষা।   কোন্ অপরাধে
কি ছলে ত্যজিলে মোরে, কহ তা', উর্ব্বশি !

নিত্য-জ্যোৎস্না নিত্য-পুষ্প নন্দনের লাগি'
বিরহী হৃদয় তব ? তাই উদাসীন
মর্ত্ত্য-সুখে—সদ্যঃপাতি ধরার কুসুমে ?
কভু নহে ! রচিয়াছি, হৃদয় প্রসারি'—
তোমার মন্দির ঘেরি' নন্দন-অধিক
রূপময় উপবন, আনন্দ-হিন্দোলা !
স্বপ্নাঞ্জন পরা'য়েছি নেত্র-ইন্দীবরে—
মোর মুখে চেয়ে তব অকুণ্ঠিত আঁখি
শিথিল নিমেষ-পাত ! পক্ষ্ম-অগ্রভাগে
দুলিল অশ্রুর বিন্দু, শিরীষ-কেশরে
শিশির যেমতি ! সুনিবিড় আলিঙ্গনে
উপজিল হৃদিতলে মধুর বেদনা,
নীল-ভৃঙ্গ বিলসিল উরস-কমলে—
সফল হইল তব যৌবন-প্রসূন !

ষষ্টিশত-শতাব্দের অযুত রজনী
এই হৃদিপাত্র ভরি' যে-সুধা ঢালিয়া
পিয়াইনু এতকাল—তারি মোহাবেশে
নিদাঘ যামিনী কত রহিতে জাগিয়া
বিলম্বিত চন্দ্রোদয়ে, অলিন্দের 'পরে—
হেরিবারে জ্যোৎস্না মোর সুখসুপ্ত মুখে,
অধর অধীর হ'ত চুম্বন-লালসে !
ছিলে নাকি সুখী ? তোমার অম্লান রূপ-

স্ব প ন - প সা রী

দেবতাকাঙ্ক্ষিত, ধন্য, অনির্ব্বচনীয় !—
রাজ্যসুখ তুচ্ছ করি' চেয়েছিনু আমি
ধরণীর পতি, তুমি তাই পণ দিয়ে
জিনিয়া লইলে মোর কৌমার অতুল—
অ-স্বর্গীয়, দেবতা-দুর্লভ ! স্বর্গ হ'তে
রূপ আসে নামি', ধরার অনর্ঘ দান
মানবের প্রেম,—এ দোঁহার বড় কে যে,
বুঝিবারে নারি ! তবু কহ সত্য করি',
আর কেহ ওই ফুল্ল রক্তাধর পানে
নিমেষে-সর্ব্বস্বহারা চেয়েছে এমন ?
ও-কটাক্ষে সুধাপাত্র হাত হ'তে খসি'
পড়েছে কভু কি কারো ত্রিদশ-মণ্ডলে ?—
তিষ্ঠ ! তিষ্ঠ ! এত ত্বরা ফিরা'য়ো না মুখ !
অয়ি মানস-নিষ্ঠুরে ! কর অন্তরাল
আমার নয়ন হ'তে উষার অঞ্চল !
ওই না হেরিনু সেই মরণ-মোহিনী—
অনির্ব্বাণ কামনার অশেষ ইন্ধন—
উর্ব্বশীর বিবসনা-শোভা ! কি বলিলে ?
দৈবাধীনা তুমি ? ফিরিতেছ দেবাদেশে
দুখস্বর্গে, দেবতার সুখচর্য্যা লাগি' ?
তোমারো নয়নে অশ্রু ! থাক্ থাক্ তবে,
আমার সকল ব্যথা নিয়েছ হরিয়া
অশ্রুমুখি ! কিন্তু ওই মর্ত্ত্য-মনোহর

পুরূরবা

অনুপম নেত্র-ভূষা কোথায় লুকা'বে
অমর-সভায় ? যেয়ো না, যেয়ো না প্রিয়ে !
মাগি' লও স্বর্গ হতে চির-নির্ব্বাসন,
চেয়ো না অমৃত, এসো মরি দু'জনায় !
অজর-অমর হ'য়ে নিত্যের নন্দনে
থেকো না অরূপ রূপে—অনিত্য-সদনে
অন্তহীন মৃত্যুস্রোতে এস গো নামিয়া !
নব-নব জন্ম-বিবর্ত্তনে আঁখিযুগ
চিনি' ল'বে আঁখিযুগে, চির-পিপাসায় !
বার বার হারা'য়ে হারা'য়ে ফি'রে পা'ব
দ্বিগুণ সুন্দর ! আবার বিচ্ছেদ-কালে
ফুটিবে চুম্বন যেই মর্ম্মান্ত হরষে
ওষ্ঠপুটে, তারি গন্ধ-মকরন্দ-লোভে
লুকা'য়ে নামিবে মর্ত্ত্যে সকল দেবতা।
নিত্যেরে কে বাসে ভালো ?—চিরস্থির ধ্রুব
অনন্ত-রজনী কিম্বা অনন্ত-দিবস ?
নহি তা'য় অনুরাগী ; আমি চাই আলো
ছায়ারি পশ্চাতে ; চাই ছন্দ, চাই গতি,
রূপ চাই ক্ষুব্ধ-সিন্ধু-তরঙ্গ-শিয়রে—
ধরিতে না ধরা যায়, পলকে লুটায় !'

নীরবিল পুরূরবা,—কোথায় উর্ব্বশী !
রেখে গেছে হাসিখানি প্রভাতের মুখে

করুণ-কোমল,—বিদায়ের মত নয় !
আবার কোথায় যেন হইবে মিলন।
সেই কথা লিখি' দিয়া সোনার অক্ষরে,
মিলাইল মধুবর্ণ বিবাহ-দুকূল
মেঘস্তরে ; শূন্যমনা মুগ্ধ পুরূরবা
হেরিল গরল-নীল মৌনী গিরিমালা
বালারুণ-রক্তরাগে অমৃতায়মান !

বসন্ত-আগমনী

যাই-যাই করে' শীত চলে' গেল সেদিন কুহেলি-প্রাতে,
আজি সন্ধ্যায় বসন্ত এল, পঞ্চমী-চাঁদ সাথে!
কত দিন পরে আজিকে ফিরিল ধরণীর বরণীয়—
দক্ষিণ-বায়ে উড়িয়াছে তার পরাগ-উত্তরীয়!
রাজার নকীব বাসন্ত-পিক ফুকারিল দিক্-পথে—
হয়েছে সময় ঋতু-অধিপের আসিবার ফুল-রথে!
পতঙ্গ-পাখী-মধুপপুঞ্জে মুখরিত দশ দিশি,
কি নেশা বিলায় মাতাল বাতাস গানে ও গন্ধে মিশি'!

সারা দিনমান গাইয়াছে গান—বসন্ত-আগমনী,
অরুণ উঠেছে তরুণ-বদন নবীন আশার খনি।
পল্লব-মুখে চুম্বন সম আলোকের পিচ্‌কারী,
সুরভি নেশায় মশ্‌গুল্-করা মধুভরা ফুলঝারি—
আম্র-মুকুলে ভরেছে দুকূল সকল বনস্থলী,
গ্রাম-পথে-পথে সজিনার ফুলে দিয়েছে লাজাঞ্জলি!
আলিপনা এঁকে বসন্তশ্রী-পঞ্চমী-আবাহন—
ঘরে-ঘরে আজ হ'য়ে গেছে পূজা, সুমধুর আয়োজন!
কাননে কাননে শুনিয়া ফিরেছি সকল পাখীর শিস্,
ধান্যবিহীন ক্ষেত্র-সীমায় আহরি' যবের শীষ;

স্বপন-পসারী

স্তব্ধ গভীর নিথর সলিলে আকাশ দেখিছে মুখ,
গুঞ্জন-ভরা বাতাসের শ্বাসে কভু বা কাঁপিছে বুক,
ডাহুক-ডাহুকী পক্ষ ভিজায়,—এমন সরসীতীরে
আর্দ্র-শীতল মৃত্তিকা 'পরে শরবনে এনু ফিরে'।
আতপ্ত দিবা-দ্বিপ্রহরের আলোক-মদিরা পিয়ে
রসালসে দেহ এলায়েছি মোর ছায়া-তরুতলে গিয়ে—
শিয়রে আমার চেয়ে ছিল দুটি আঁখি-সম নীল-ফুল,
তাহারি স্বপন দেখেছি জাগিয়া, কেবলি করেছি ভুল!

পথ দিয়ে যবে ঘরে ফিরিয়াছি দিবসের পরিশেষে,
বালকের মত বাকস-বৃন্ত চুষিয়া, একেলা হেসে—
ধূলার উপরে হেরিলাম ছবি, অফুট-রেখায় আঁকা
ছায়াখানি মোর চলিয়াছে পাশে! মদনের ধনু বাঁকা—
উদিয়াছে চাঁদ, দেখিনু তখন আকাশের পানে চাহি',
অলখিতে ওঠে মাঠ-বাট ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় অবগাহি'!
বনবালাদের কবরী-কুসুম ঘোম্‌টা-আঁধারে ঢাকা,
মৃদু-সৌরভ কোনোমতে তবু যায় না লুকায়ে রাখা!
নেবু-মঞ্জরী-মন্থরবাস অন্তরে গিয়ে পশে,
কেদারবাহিনী—দখিনা-বাতাসে কত কথা কহিল সে!

কতদিন পরে ঘরে ঘরে আজ বাতায়ন খুলিয়াছে!
সোহাগিনী ওই করবীর ঝাড় পাশে তার দুলিয়াছে!

ব স স্ত - আ গ ম নী

ঝির্ ঝির্ ঝির্ বহিছে সমীর, বাঁশীর রাগিণী ভাসে,
আজিকে চাঁদিনী-চাঁদোয়ার তলে প্রাণ খুলে' কারা হাসে!
এমন সময়ে যদি কেহ ডাকে কানে-কানে, 'প্রিয়তম'!—
গীত গেয়ে পারি উত্তর দিতে প্রতিধ্বনির সম।
মরমের কথা কহেনি যে-জন, আজিকে কহিবে যে সে,
কঠিন-হৃদয় আজিকে হইবে কৃতার্থ ভালোবেসে!
মনে হ'ল, আজ জীবনের যত নিরাশার পরাভব—
রঙীন এ রাতি—বাসনার বাতি যত আছে জ্বালো সব!
তৃণভূমি 'পরে বসিয়া ক্ষণেক হেরিলাম নিশানাথে,
বুঝিনু আবার বসন্ত এল পঞ্চমী-চাঁদ সাথে!

চূত-মঞ্জরী

কালি রজনীতে এসেছিল কারা ধরণীর উপবনে—
নন্দন হ'তে বসন্ত যবে নামিল সঙ্গোপনে ?
নূপুর তা'দের শোনে নাই কেহ নীরব গভীর রাতে ?
—মৃদু-সঙ্গীত মিলাইয়া যায় বাসন্ত-বন-বাতে !
সহকার-শাখে আঁকা ছিল বুঝি মঙ্গল-আলিপন—
মুকুলোন্মুখ পল্লবদলে মৌন-নিমন্ত্রণ ?
তাই বুঝি তারা জ্যোৎস্না-চিকণ কুয়াশায় ঢাকি' দিশা,
চূত-মণ্ডপে যাপিল গোপন মধুর মাধবী-নিশা !
চুম্বন-মধু কনক-হাস্য বিতরিল তারা কত—
আদর-সোহাগ মান-অভিমান সব আমাদেরি মত !
প্রণয়-রভসে মুকুতাকলাপ মালা হ'তে পড়ে খসি'—
ভ্রূক্ষেপ নাই, পিন্ধন-বাস ভুলে' যায় দিতে কসি' !
অপরের বুক বাহুডোরে বাঁধা, শিয়রে কবরী খোলা—
প্রেমিক-প্রেমিকা মিলন-শয়নে চিরদিন আলাভোলা !
রজনীর শেষে জ্যোৎস্নার দেশে পরীরা মিলা'য়ে গেল,
প্রতি পল্লবে রতি-পরিমল পরীরা বিলা'য়ে গেল !

কিশোরী

'নাকের নোলক কোথা রেখে এলি ? হ্যাঁলা ও পোড়ারমুখী !'
দিদি শুধালেন, রাধারাণী বলে—'আমি কি এখনো খুকী ?'
কাঁচপোকা-টিপ্ কপালে এখনো, ছাড়েনি পুতুল-খেলা ;
রাগ-অভিমান, কাঁদাকাটা-হাসি লেগে আছে সারাবেলা !
সেধে' ভাব-করা যেমন, তেমনি চিম্‌টি কাটিতে পটু,
বৌদিদিদের পরিহাসে হারি' রাগিয়া কহিবে কটু !

সকলের আগে শিব-পূজা তার ; ভিজাচুল একরাশ
পিছনে গোছানো, পাছে সরে' যায়—চুলেরি ফিতার ফাঁস।
চুড়ী কয়গাছি ক্ষণে-ক্ষণে বাজে, ঝম্-ঝম্ বাজে মল,
আধ-মুকুলিত উরস পরশি' হার করে ঝল্‌মল্।
জোড়াভুরু আর অলকার মাঝে পঞ্চমী-চাঁদ পাতা,
ডাগর চোখের সরল চাহনি অশ্রু-হাসিতে গাঁথা !
ফুল জিনি' নাসা পেলব নিখুঁত—নিশ্বাসে কেঁপে উঠে,
অতি পবিত্র চিবুক-ভঙ্গি, কি ভাষা ওষ্ঠপুটে !
ললিত-কোমল কপোল তাহার শত চুম্বন-আঁকা—
বাপের, মায়ের, সোদরা-স্নেহের আদর-সোহাগ-মাখা !

অঞ্জলি-ভরা জবাটি ছিঁড়িয়া ভরিল যখন ডালা,
জবা সে ত' নয়—আমারি হৃদয় হরিল কিশোরী-বালা !

নারী

রাজার ছেলে তোমায় নিয়ে সোনার রথে তুলে'
প্রাসাদে তার প্রবেশ করে সিংহ-দুয়ার খুলে' ;
রতন-ভূষণ মণির মালায় সাজিয়ে ছাখে মুখ—
বুকের ভিতর জাগছে তবু দুঃখহীনের দুখ !

পথের পাশে পর্ণ-কুটীর বেড়ায় আড়াল-করা,
শাঁখা-শাড়ীর অতুল শোভায় ঘরটি আছে ভরা !
তৃণের ডালায় ফুলের মতন সেই যে আয়োজন—
রাজার ছেলে ভাবছে তবু—সেই বা কেমন ধন !

কোথায় নারী ! কোথায় তারি হৃদয়-রতন খানি !
বিশ্ববিজয় সিংহাসনের কোথায় ঠাকুরাণী !
সেই যে সিঁথায় নখের মুখে একটু সিঁদুর টানা—
দেখ্‌ছে তেমন উজল কিনা রাণীর মুকুটখানা।

* * *

ভিজা-মাটী কাদার 'পরে শিউলি যেমন ঝরে—
তেমনি যখন রূপের রাশি লুটায় দুখীর ঘরে,
রাণীর মুকুটখানির কথা প্রেমীর মনে জাগে—
নারীর পূজার তরেই সে যে রাজার বিভব মাগে।

শ্রাবণ-রজনী

সেদিন বরষা-রাতি,
ঘন ঘোর মেঘে জ্যোৎস্না ডুবেছে, বাতাসে নিবেছে বাতি।
সাঁই-সাঁই করে' গাছের পাতায় থেকে থেকে নামে জল,
কখনো মেঘের আড়ালে ফুটিছে চন্দ্রিকা সুবিমল।
বাতায়ন-পথে মাঠ-ঘাট-বাট যতদূর যায় দেখা—
সকলেরি পরে ছায়া-আলোকের সজল চিত্র-লেখা।
আকাশে কোথা'ও মসীর মতন জমাট মেঘের স্তূপ,
কোথা'ও ধূসর মুক্তাবরণ আলিপনা অপরূপ!
আলোক যেখানে অধিক ফুটেছে সেখানে দুধের বান,
কালো মেঘ-আড়ে চন্দ্রবিম্ব তিলকের উপমান!

একবার ফিরে' চাহিয়া দেখিনু প্রিয়া ঘেঁসে আছে শুয়ে,
কঠিন কেয়ূর বাজিছে পারশে, মুখখানি আছে নুয়ে;
তুলিয়া ধরিয়া বারেক চাহিনু—কি করিল বলি শুন,
নয়নে নয়ন বারেক রাখিয়া দু'হাতে ঢাকিল পুনঃ।
নাকের নোলক দোলাইয়া দিয়া চিবুক পরশি' যবে
কহিলাম, 'কিবা মানায়েছে তোমা!—নোলক পরিলে কবে?'
উপহাস ভাবি' নোলক তখনি নাকের ভিতরে গুঁজি'
লাজে মরে' গিয়ে মুখ লুকাইয়ে প্রিয়া রহে চোখ বুজি'।

স্ব প ন - প সা রী

যখনি কিন্তু মুখ-পানে চাই তখনি পড়ে গো ধরা—
চুরি-করে'-চাওয়া চপল নয়ন ভয়ে মুদে' যায় ত্বরা।

এমনি করিয়া অর্দ্ধ-রজনী আলসে-বিলাসে কাটে,
জ্যোৎস্না-রূপসী মেঘ-গুণ্ঠন খুলিল আকাশ-বাটে।
চরাচর-জোড়া ছায়া-আলো-বোনা মিহিন্ জরীর জাল
অসীম শোভার স্বপনে বাঁধিল ধরণীরে সুবিশাল!
মেঘ-আড়ে যবে জ্যোৎস্না ফুটিয়া সিক্ত ধরণী-মুখ
চুম্বন করে, মনে পড়ে মোর কবেকার সুখ-দুখ!
শ্রাবণ-নিশীথে নবীনা রাধার প্রাণখানি ধুক্‌ধুক্—
জানিয়াছি কেন ভরি' আছে হেন বাঙালী কবির বুক।
আমারি দেশের আষাঢ়-গগনে নবীন-নীরদ-ছায়া
স্থলে-জলে রচে বরষে-বরষে বৃন্দাবনের মায়া।
গোঠে যায় ধেনু, মাঠে বাজে বেণু আমারি শ্যামল দেশে-
"চাঁদিনী উঠিলে ফুলটি ফুটিলে কদমতলায় কে সে!"
মান-অভিমান, বিরহ-মিলন, অভিসার অভিরাম—
যাহারে ঘেরিয়া উছলিছে গীতি যুগ-যুগ অবিরাম,
মুকুল-বয়সী, গোকুলে বসতি, হৃদয়ে পীরিতি-মধু—
রাইকিশোরীর রূপ-গুণ হরে আমারি কিশোরী-বধূ!
মেঘের আঁধারে সাঁজের আঁধার কিছু নাহি চেনা যায়,
প্রদীপ সাজায়ে শাঁখটি বাজায়ে প্রণমে দেবতা-পা'য়;
বিকালে-কুড়ানো বকুলের রাশ, ছিল যা' থালায় ঢালা—
তাই নিয়ে সারা সন্ধ্যাটি কাটে গাঁথিয়া দীর্ঘ মালা।

শ্রাবণ-রজনী

রাধিকারি সখী সে কমল-মুখী কিশোরী বঙ্গবালা,
তাহারি স্নেহের সন্ধ্যা-প্রদীপ ঘরে ঘরে হয় জ্বালা!
নবনীত জিনি' রূপের নিছনি, পুষ্পকেশর কেশ,
কবরী ঘেরিয়া যূথিকার মালা, নীলাম্বরীর বেশ;
মিলনের বুকে বিরহের ভয়, হাসিতে অশ্রু মেশে—
এমন হাসিতে এমন কাঁদিতে কেবা পারে কোন্ দেশে!

বাহিরে ঝরিছে জল অবিরল, বায়ু করে মাতামাতি;
এত কাছে শুয়ে বুকে মাথা থুয়ে তবু ভয় সারারাতি!
কণ্ঠ আমার বেড়িয়া ধরেছে কখন ঘুমের ঘোরে,
অতি সুকোমল 'নোয়া'-পরা ছোট একটি বাহুর ডোরে।
ঘুমন্ত মুখে ঘোম্‌টা খসেছে, উস্কুখুস্কু চুলগুলি
সন্তর্পণে নয়ন হইতে ললাটে দিলাম তুলি';
কপোলে জ্বলিছে মাণিকের মত কানের রতন-দুল,
শিথানে পড়েছে কখন খসিয়া খোঁপার দু'চারি ফুল।
ঈষৎ-ভিন্ন অধর-পাতায় হাসিটি করিছে খেলা,
মুদিত চোখের পাপ্‌ড়ি-কিনারে স্বপন-শোভার মেলা!
বারেক চাহিনু আকাশের পানে, বারেক ধরণী-পানে,
সঘন বরষা ঘনায় আবার, ঘন চিক্কুর হানে।
একটু জ্যোৎস্না খসিয়াছে শুধু কোন্ সে মেঘের ফাঁকে
আমারি ঘরের বালিশ-আলিশে, হৃদয়ে ধরিনু তাকে;
শ্রাবণের গান, কবিতার ভান—সকলি হারা'য়ে গেনু,
বিভোর-পরাণে নিমীল-নয়ানে চুমিয়া সকলি পেনু!

চুড়ির আওয়াজ

চুড়ির আওয়াজ—আর কিছু নয়, একটু রুনিঝুনি—
কতবার যে কতই সুরে বাজে তাহাই শুনি !
সোনার হাতে সোনার চুড়ি—কে কার অলঙ্কার ?
নয় সে শোভা, বধূই জানে চুড়ি কি ধন তার !
ঘুরিয়ে দিয়ে ছোট্ট দুটি কোমল কর-মূল,
আড়াল থেকে চম্‌কে দিয়ে করায় কতই ভুল !
শব্দ-তাড়িত প্রাণের তারে জানায় কত কথা—
কেউ জানে না লাজুক বধূর চুড়ির মুখরতা !

নিশীথ-রাতের গোপন-গভীর মিলন-মধু'র আশে
তরুণ যুবার নিদ্রাকাতর নয়ন মুদে' আসে ;
চম্‌কে ওঠে, কোথায় যেন বাজ্‌ল কাঁকণ কার !
কই—কোথা নয় ! ওই যে বাজে, শুনছি পরিষ্কার !
সকল নীরবতার মাঝে কি-ওই বাজে কানে ?
দুয়ার-পাশে ওই যে বাজে, বাজ্‌ছে সে কোন্‌ খানে ?
কান সে বাজায় আপন মনে, শাসন নাহি মানে,
সত্যি-বাজায় মিথ্যা-বাজায় প্রভেদ নাহি জানে।
এমন সময় ঝুন্‌ঝুনিয়ে বাজ্‌ল বারান্দায়
চুড়ির আসল সাততারাটি, তন্দ্রা ছুটে যায়।

চুড়ির আওয়াজ

কি সুর বাজে সকল শিরায় শির্‌শিরিয়ে রে।
একটু শুধু রুন্‌ঝুন্‌ আর রিন্‌ঝিনিয়ে রে!
গুমট্‌-ভাঙা দম্‌কা-হাওয়ার পরশ লাগে গা'য়,
সকল ফুলের সকল সুবাস জাগ্‌ল লহমায়।
আঁধার ঘরে আচম্বিতে জ্যোৎস্না ফিনিক্‌ ফোটে!
শীতের শেষে প্রথম যেন কোকিল ডেকে ওঠে!

মানভরে আজ আছেন তিনি—কথা নাইক' মুখে,
তিনটি দিনের পরে বোধ হয় প্রাণ গলেছে দুখে।
দোষটি আমার ছিল যাহা, দেখেন তাহা নিজের—
বুকের ব্যথা বাড়ছে, তবু যায় কি মানের সে জের!
ঘন ঘন বাজিয়ে চুড়ি সাম্‌নে দিয়ে যাওয়া,
আমার ঘরেই খুঁজ্‌তে আসেন, যায় না কি যে পাওয়া।
চুড়ি বলে, 'একবারটি কওনা কথা ডেকে,
জুড়াই ব্যথা বুকের 'পরে মাথা বারেক রেখে'!
কইব কেন? হ'বই আমি হ'বই বেরসিক,
শুন্‌ব চুড়ির মধুর-আওয়াজ, থাক্‌ব এখন ঠিক!
বাজুক এখন ঝন্‌ঝনিয়ে, বাজুক রেগে কেঁদে,
বাজুক আবার নরম সুরে—'মার্‌ছ কেন বেঁধে?'
মিথ্যে করে' ঘুমিয়ে যখন পড়ব ধীরে ধীরে,
এটা-সেটা রাখার ছলে বাজুক ঘুরে ফিরে।
হাতের চুড়ি এমন যখন বল্‌ছে মুখের বোল—
কাজ কি কথায়? শুনছি বেশ ওই মধুর গণ্ডগোল!

স্বপন-পসারী

মনে পড়ে, শেষবার সেই এগ্‌জামিনের পড়া—
দুই ঘরেতে দু'জন আছি, শাসন বড়ই কড়া!
বল্‌লে ডেকে, 'কাল সকালে ঘুমটি ভাঙার পর
মুখটি তোমার দেখার যেন পাই গো অবসর।
থাক্‌ব আমি দুয়ার ধরে' তোমার দুয়ার চেয়ে,
দেখ্‌ব শুধু একটি পলক, লাজের মাথা খেয়ে।'
রাত্রি জেগে' ভোরের সে-ঘুম ভেঙেও ভাঙে না,
কানে আসে কিসের আওয়াজ? থেমেও থামে না!
বুকের ভিতর কেমন বাজে চুড়ির রিনিঝিনি,
ভোরের ভজন এ কোন্ সুরে গাইছে ভিখারিণী!
আকুল হ'য়ে কাঁদন যেন ফিরছে নিরাশায়—
"ওগো জাগো, ডাকছি আমি, সময় বয়ে যায়!"
দুয়ার খুলে' তাকিয়ে দেখি, বিউনি খোলার ছলে
ভোম্‌রা-কালো চুলের মূলে আঙুল দ্রুত চলে।
একে একে সাপ-কাঁটা আর চিরুণ, প্রজাপতি,
সব নেমেছে—খোঁপার সে কি অপূর্ব্ব দুর্গতি!
খুল্‌ছে না ক' ফিতার গিরা, ফাঁসটি ধরে' টানে,
অম্‌নি চুড়ি বালার 'পরে কি ঝঙ্কারই হানে!
অবাক হ'য়ে দেখ্‌নু চেয়ে চোরের চতুরালি,
দুষ্ট চুড়ির দুষ্টামী সে, নূতন দূতিয়ালী!
চুড়ির আওয়াজ—আর কিছু নয়, একটু রুনিঝুনি!—
কতই সুরে কতবার সে বাজে তাহাই শুনি।

ভাদরের বেলা

ভাদরের বেলা আদরে কাটিয়া যায়—
এটা, ওটা, সেটা—প্রাণ তবু কি যে চায়!
ভিজা বায়ু বয়, দিন মেঘময়,
এমন আঁধারে একরাশ চুল কেমনে শুকা'বে হায়,
কেন ভুল কর? কি হবে বাঁধিয়া—কেবলি যা' খুলে যায়!

এলো-খোঁপা আজ দু'হাতে বাঁধিয়া নাও,
যূথিকার হার উহাতে দুলা'য়ে দাও।
কাণে দোলে আজ ওই যে দোদুল দুল্—
আঁখি দু'টি মোর হেরিয়া হরষাকুল!
গণ্ড-গ্রীবায় নবনীত ভায়!
কেতকী-কেশর-গৌর তোমার ভুজ-শাখা সবলয়
মনটি আমার কেমন করিয়া আজিকে কাড়িয়া লয়!

নীলশাড়ী খুলি' পোরো না খয়েরী খানি।
খয়েরের টিপে ভুরু ভেঙ্গে দাও, রাণি!
মুখর নূপুর করি' দাও দূর!
আজ শুধু ভালো—কালো চুড়ী আর কাঁকনের রুণিঝুনি,
বকুলের মালা গাঁথ বসি' বালা, দেখি, আর তাই শুনি।

পরম-ক্ষণ

তোমার সাথে একটি রাতে
বদল হ'ল মিলন-মালা—
একটি প্রহর সুখের লহর,
একটি নিমেষ সুধায়-ঢালা!
তোমার খোঁপার পাপ্‌ড়ি চাঁপার
ঝর্‌ল আমার শিথান 'পরে,
টুট্‌ল শরম, রূপটি পরম
ফুট্‌ল তখন ক্ষণেক তরে!
বাহুর শাখা—পরীর পাখা!—
বুকের পরশ সব ভোলায়!
আলস-রসে আবেশ-বশে
চাউনি দোলে চোখ-দোলায়!
কালো-ফুলের গন্ধ—চুলের—
উথ্‌লে ওঠে নিশাস-বশে,
ঠোঁটের ঠোঙায় চুমায়-চুমায়
চুমুক দিলাম হাসির রসে!

তোমার সাথে মিলন-রাতে
সেই পরিচয় নিবিড়তম!—

পরম-ক্ষণ

ক্ষণেক লাগি' দুজন জাগি
গৌরী-হর-মূর্ত্তি সম !
দেহের মাঝে আত্মা রাজে—
ভুল সে কথা, হয় প্রমাণ ;
আত্মা-দেহ ভিন্ন কেহ
নয় যে কভু—এক সমান !
তাই ত' তোমায় দেহের সীমায়
ধরতে পারি আলিঙ্গনে—
দুই'এর ক্ষুধা একের সুধা
কেবল ত' সেই পরম-ক্ষণে !
সকল প্রাণে পুলক-বানে
স্বর্গ আসে ধরায় নামি'—
একটি বোঁটায় ফুল সে ফোটায়
তোমার তুমি, আমার আমি !

কবি-ভাগ্য

আমার স্বপন যাহা—ওরা তা সফল করে,
আমার কাহিনী যাহা, ইতিহাসে তাই গড়ে।
আমার বাঁশীর সুরে অতি দূর দূরান্তরে
পুরী মহাপুরী কত উঠে পড়ে থরে থরে!
বিকাশে জীবন কত মরণের মহিমায়—
আমারই জীবন নাই, আমারই মরণ নাই!
গান মোর শোনে সবে, মুখ পানে নাহি চায়;
জানিতে চাহে না কেহ—কেন গায়, কেবা গায়।
আমি প্রদীপের আলো, নাহি মোর কায়া-ছায়া—
সে আলোকে ফেলে ছায়া জগতের যত কায়া!
নয়নের আলো আমি, আমারই নয়ন নাহি,
আমা দিয়ে দেখে সবে, আমি কোন্ দিকে চাহি?
গান আর নাম মোর এক হ'য়ে যায় শেষে—
আমি যত ডুবে যাই গান তত উঠে ভেসে।

সাগর ও শশী

নীরব গভীর নিশীথ-রজনী—নির্জ্জন বেলাভূমে
ধূ ধূ চারিধার, বারিধি অপার বালুর কিনারা চুমে।
জ্যোৎস্না-তুফানে তারকা লুকায় অচপল জাগে শশী,—
অসীম আকাশে তারি মুখে চেয়ে সাগর উঠিছে শ্বসি'।

বুঝিতে নারিনু, বিরাট বাসর সাগর-শশীর একি !
এ কি রহস্য অতল অপার—এ কোন্ স্বপন দেখি !
চন্দ্র-বদনে মৌন-মাধুরী, সিন্ধুর অধীরতা—
এত কলরবে তবুও প্রকাশ হয় না সে কোন্ কথা !

মনে পড়ে শুধু একখানি মুখ—বহু বহুদিন আগে
চেয়েছিল বটে এমনি করিয়া যামিনীর শেষ ভাগে ;
মুহূর্ত্ত লাগি' প'ড়েছিল ধরা সাগর-শশীর ব্যথা,
চকিতে ফিরায়ে লয়েছিনু আঁখি, কহি নাই কোন কথা।

একখানি চিত্র দেখিয়া

নয়নের মণি-মুকুরে ফলিত নিখিলের রূপ-রেখা—
বিশ্ব-কবির-কাব্যখানি যে ছায়া-আলোকেই লেখা ;
রস—সে যে রূপে পড়িয়াছে ধরা, কোথা' নহে নিরাকার,
অরূপ-রূপের উপাসনা—সে যে অন্ধের অনাচার !

যে-রূপ নিত্য নেহারিছে কবি—বাণীর পূজারী যারা,
স্বরূপ তাহার করিতে প্রকাশ হয়ে যায় দিশাহারা ;
প্রেক্ষণ তার উৎপ্রেক্ষায় ! রূপ-কে রূপকে বাঁধি'
উপমায় গাঁথে নিরুপমা ফুল, বাণীপূজা-পরসাদী !

শ্রবণে করিতে নয়ন-সহায়, ধ্বনিরে বর্ণ-যোনি
কত না করিল শব্দ-চাতুরী কবিকুলশিরোমণি !
প্রকাশের ব্যথা চির-নবীনতা বিতরিল মহাগীতে—
ভাষায় যত সে অভাব ততই গভীরতা ইঙ্গিতে !

কিছু কথা নাই, হে কবি, তোমার তুলিকারই আজি জয় !
এ যে সুখসম হৃদয়ঙ্গম—কাব্য ইহারে কয় ।
এ কোন্ আসব ?—আঁখির চষকে এক চুমুকেই ভোর !
তার পরে যত করিতেছি পান, মিটে না পিপাসা ঘোর ।

এক খা নি চি ত্র দে খি য়া

নিমেষে যেমন পূর্ব্ব-গগনে পূর্ণিমা-সমুদয়,
শ্রেষ্ঠ চেতনা তড়িৎ-চকিত প্রাণ যথা পরশয়,
জনম-অন্ধ নয়ন মেলিলে হেরে সে যেমন করি'—
তেমনই বিভোর করিল তোমার অপরূপ কারিগরি !

অজানা পথের পথিক যেমতি—অন্তর-দেশবাসী—
চলিতে চলিতে সহসা দাঁড়ায় সাগর-বেলায় আসি',
মুহূর্ত্ত আগে জানে না সমুখে রয়েছে কি বিস্ময়—
পটের মাঝারে লভিনু তেমনই অপূর্ব্ব পরিচয় !

তারকা ও ফুল

সে ডাকি' কহিল, পথের ধূলায় লুটি,
শেফালির মত সকরুণ আঁখি ছুটি—
'লহ, ওগো মোরে লহ,
নিষ্ঠুর তুমি নহ !'
সুন্দর ফুল ! কেন উঠেছিলে ফুটি' ?
কেমনে কুড়া'ব—জোড়া যে এ হাত ছুটি !

সে ডাকি' কহিল সাঁঝের গগনে ফুটি',
তারকার মত সুগভীর আঁখি ছুটি—
'বন্ধু, তোমারে চাই,
এই আকাশের ঠাঁই !'
সুদূর স্বপন ! কে দিবে আমারে ছুটি ?
মাটির ঢেলায় চাপা যে চরণ ছুটি !

সে যবে কহিল নখেতে কাঁকন খুঁটি',
রমণী আমার—আনত নয়ন ছুটি—
'ব্যথার নিশীথে প্রিয়,
আমারে জাগা'য়ে দিও !'—
তারা আর ফুল এক-সাথে ওঠে ফুটি' !
বিরহে স্বপন, মিলনে সে ভরে মুঠি !

মৃত্যু

মৃত্যুরে কভু চোখোচোখি দেখিয়াছ—
শিহরি' সভয়ে সহসা কাঁধের কাছে ?
দুইটি আঙুলে পরশি' তোমার দেহ
দুটি কথা বলি'—শোনেনি সে আর কেহ—
কি যেন সে ভাষা, অর্থ কিছু না আছে,
ধ্বনি নয় যেন প্রতিধ্বনির মত,
নিমেষের মাঝে করিয়া মূর্চ্ছাহত—
আঁখি না মেলিতে আঁধারে সে মিশিয়াছে ?
অথবা যেন সে পথের প্রান্তে আসি,'
এতখন চলি' অচেনা সাথীর প্রায়,
সহসা আপন পরিচয় পরকাশি'
চেয়েছে কভু কি উপহাসি' ইসারায় ?
চতুর চাহনি কুটিল হাসিতে ভরা—
যেন সে তোমারি কুশল-প্রশ্ন-করা,
ভীষণ-নীরবে বারেক বাঁকায়ে গ্রীবা
সমুখে ঝুঁকিয়া চোখ দিয়ে চোখ ধরা,
জিজ্ঞাসে যেন—মধুর ভঙ্গি কিবা !—
'চিনিলে না মোরে, কেমনে ভুলিয়া আছ !'
—মৃত্যুরে হেন মুখোমুখি দেখিয়াছ ?

স্ব প ন - প সা রী

কবির কাব্যে 'বঁধু' বলে' তারে ডাকা,
ধর্ম্মের নামে পরিচয় করে' থাকা—
সে কথা বলি না, দেখেছ কভু কি তারে,
বাহির-দুয়ারে সম্মুখে একেবারে ?
রক্তনয়ন, বিকটবদন, হাসিতে রক্ত ঝরে,
নিশ্বাসে বাক্ হরে !
কণ্ঠে রজ্জু, জিহ্বা বিগলিত, ভীষণ দশনমালা,
শ্মশানের ধূম্, চিতা-বহ্নির জ্বালা—
এ সব দেখেছ, আহ্বান শুনেছ ?
ডেকেছে কি নাম ধরে'
সুখ-রজনীর ভোরে ?
আঁধারে তাহার দীপ্ত-নয়ন
বাঁকা'য়ে দেখেছে তোরে ?

জীবনের আশা কিছু পূরে নাই,
মেটে নি প্রাণের কোন কামনাই,
স্বজন-সখারা দূরে,
নির্ব্বান্ধব পুরে
হঠাৎ ধরিয়া কেশেতে তোমার
টানিয়াছে বার বার ?
জীবন-চক্র হয় নাই ঘোরা,
খোলা হয় নাই একটিও ডোরা

মৃত্যু

মায়ার মদিরা-মোহে,
অতি চঞ্চল ছুটিতেছে স্রোত হৃদয়-ধমনী-লোহে ;
আদি ও অন্ত কিছু নাহি বুঝি,
চলিয়াছি পথে অতি সোজাসুজি,—
শ্যেনসম হেন কালে,
পাখা-ঝটপট রক্ত-নখরে
তুলে' নিয়ে যাবে আপন বিবরে,
আঁধার গহ্বরে তার !
আমি জেগে রব, সকল চেতনা
রহিবে, সহিব সকল বেদনা—
এত ভালবাসা, এত চেনা-শোনা,
সকলি স্বপন-সার !

ঘাতকের অসি ঝলসিছে দিনরাতি,
আঁধার কারায় কঠিন শয়ন পাতি'
মরণের সাথে সন্ধি করিতে চায়,
গণিতেছে দিন ভীষণ প্রতীক্ষায়—
বন্দী-জনের জীবন-শেষের মত
মরণ-লগ্ন নিকট হইছে যত,
জীবন-চেতনা ততই বাড়িছে হায় !

অথবা যক্ষ্মা-রোগীর মতন
পেয়েছে যে জন মরণ-নিমন্ত্রণ—

৭

স্ব প ন - প সা রী

বিষকটু সেই মরণ-পাত্র
লয়ে বসে' আছে দিবস-রাত্র,
সারা প্রাণ শিহরায়,
চুমুকিতে চমকায় ;
দর-দর-ধারা নয়নের জল
মিশিছে তাহাতে শুধু অবিরল
নিদারুণ বেদনায় !
জীবনের আলো কত মধুময়
নিবিবে এখনি নাহি সংশয়,—
পাণ্ডুর মুখ, শুষ্ক অধর,
দিন-দিন ক্ষীণ কণ্ঠের স্বর,
মৃদু-উত্তাপে তনু জর-জর,
নিশ্বাসে ব্যথা লাগে ;
আকুল নয়নে সবারে সে চায়,
এত লোক সব হাসিয়া বেড়ায়—
কাতর কণ্ঠে সব দেবতায়
জীবন-ভিক্ষা মাগে !
নাহি কোনো পথ, নাহিক উপায়,
মরণ টানিছে ধরিয়া দু'পায়,
জীবন তাহারে করেছে বিদায়
বহু বহু দিন আগে !
ক্রমে দেহ হয় অস্থি'র মালা,
স্ফীত নাসিকায় অগ্নির জ্বালা,

মৃত্যু

ওষ্ঠ কালিমাময় !
ললাটে শিশির—ঘর্ম্ম-বিন্দু,
চক্ষুর জ্যোতি প্রভাত-ইন্দু,
যেন পৃথিবীর নয় !
যেন সে ঢুকেছে সমাধি-গহ্বরে,
অতিদূর কোন পাতাল-বিবরে—
স্তব্ধ বিজনালয় !
সেথা হ'তে তুই গবাক্ষ খুলে'
চাহিয়া দেখিছে গেছে কিনা ভুলে'
মানবের মেলা, মানবের খেলা,
—কি যেন সে বিস্ময় !

দেখেছ কি হেন মৃত্যুর বিভীষিকা
ক্ষণেক টুটিয়া জীবনের মরীচিকা—
নিবিয়াছে দীপশিখা
হঠাৎ প্রমোদরাতে ?
বল দেখি সে কি ভীষণ আঁধার !
রুদ্ধ-নিশাসে সে কি হাহাকার !
আছে কি তাহার কোনো প্রতিকার-
আছে মানবের হাতে ?

ধর্ম্মের ধ্বজা রেখে দাও দূরে—
মন্ত্রে-তন্ত্রে প্রাণ নাহি পূরে !

স্ব প ন - প সা রী

আমি চাই এই জীবনেরে জুড়ে'
বুকে করি লব' সব,
জীবনের হাসি জীবনের কলরব।
জীবনের শোক, জীবনের দুখ,
জীবনের আশা, জীবনের সুখ—
পরাণ আমার চির-উৎসুক
লইতে পাত্র ভরি'!
উচ্ছল-ফেন মদিরার মত
কানায় কানায় বুদ্বুদ শত
অধরে তুলিব ধরি'—
ধরণীর রস জীবনের রস যত।
শিরা-উপশিরা স্নায়ুতে স্নায়ুতে,
কীচকরন্ধ্র যেমন বায়ুতে—
ভরিয়া লইব জগতের শ্বাস
সুখ-দুঃখের বিলাস-বাঁশরী-তানে,
সুর দিব আমি হাস্য-অশ্রু-গানে,
ফুটা'ব ঝরা'ব ফুল-পল্লব বারমাস।
নিশীথ-আকাশে তারকার রাজি
ভরি' দিবে মোর স্বপনের সাজি,
নীরব আঁধার-রাতে!
ঈশানের কোণে মেঘ হবে জমা,
ধরণী হইবে অতি মনোরমা!

মৃত্যু

দিগঙ্গনারা পিঙ্গল হাসে,
শাখা তুলি' তরু নাচে উল্লাসে
বজ্র-বঞ্ঝাবাতে—
তাণ্ডবে মাতি' জাগিব বিপদ-রাতে।

তার পর যবে কবে—
দুখে দুখ নাহি রবে,
সুখ, সেও আর নাহিক ছলিবে,
জীবন-ক্লান্ত চরণ টলিবে,
বাহুযুগ ক্ষীণ হবে—
ঝিরি-ঝিরি নিশা-বায়
ফুল যথা মূরছায়,
তেমনি মুদিব আঁখি
ধরণীতে মাথা রাখি'—
আমার 'আমি'টা একেবারে শেষ হোক্,
করিব না কোনো শোক,
মৃত্যুর পরে চাহিব না কোনো সুন্দর পরলোক!

ক্ষ্যাপা

শিশুর মত সরল হেসে উঠ্‌ল ক্ষ্যাপা খিল্‌খিলিয়ে—
জ্যোৎস্না-মেয়ের ওষ্ঠ চুমি', ঝড়ের সাথে দিল্‌ মিলিয়ে!
প্রাণের গানের মন্ত্র গেয়ে ক'র্‌লে সোণা ইট-পাথর,
ফুলের মুঠি উঠ্‌ল ফুঁসি' সাপের ফণায় কিল্‌বিলিয়ে!
"সোনার লোভে আসিস্‌ ছুটে'?—বিষের ভয়ে পিছ্‌-পা' তোর!"
—ব'লেই আবার দুধের হাসি হাস্‌ল ক্ষ্যাপা খিল্‌খিলিয়ে।

উঠ্‌ল নিশায় কাঁদন তাহার আকাশ-সেতার ঝুনঝুনিয়ে,
ছিন্ন-মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে তারার আগুন-ফুল বুনিয়ে!
চোখের কোণে ফিন্‌কি ফোটে, রক্ত কিনা যায় না চেনা—
ভালোবাসার লোকটী যে তার কোলের উপর যায় ঘুমিয়ে!
"দিল্‌-পিয়ারা, ঘুমাও, ঘুমাও! রাত্রি অনেক, আর নাচে না!"
—বলে'ই বুকে বসিয়ে ছুরী, ডুক্‌রে কাঁদে কোন্‌ খুনী এ!

কিসের কাঁদন, কিসের হাসি? কে ব'লে দেয়—কোন্‌ সেয়ানী?
বাঁধন-হারার ছন্দ-মাতন—ব'লবে কেবা—খুব সে জানি?
এক তালে সে আগুন জ্বালায়, আরেক তালে ফুল ফুটিয়ে
অবাক করে', বেহুঁশ করে' সবার হিয়া নেয় সে টানি'।
বুঝ্‌মানেরা বুঝ্‌তে নারে, দিল্‌দারই দেয় শির লুটিয়ে;
কে যে ক্ষ্যাপায়!—কোন্‌ ক্ষ্যাপা সে লুকিয়ে বাজায় বংশীখানি!

অমৃতের পুত্র

নীরব জ্যোৎস্না-রাত্রি, গ্রাম-পথ দিয়া
গেয়ে চলে পান্থ একা আপনার মনে ;
বনের প্রাচীর যেন আছে দাঁড়াইয়া
দুইধারে—খোলা ছাদ !--পড়িছে নয়নে
উর্দ্ধাকাশ, আলোকিত চন্দ্রতারাগণে।
নাহি কেহ, কোথা নাই ! নিম্নে প্রসারিয়া
গেছে পথ কতদূরে !—আজ তার হিয়া
জানিবারে নাহি চায়, আর কতক্ষণে
পঁহুছিবে ঘরে ; চলিয়াছে নিরুদ্দেশে
উর্দ্ধমুখে গেয়ে গান, প্রাণ মুক্ত করি,'
কর্ম্মক্লান্ত দিবসের রৌদ্রতাপ-শেষে—
প্রাণ তার গান হ'য়ে পশে কোন্ দেশে !
'অমৃতের পুত্র তোরা !'—ঋষিমন্ত্র স্মরি'
আনন্দে-বিষাদে মোর আঁখি এল ভরি' !

অ-মানুষ

ওগো আমার হাত ধোরো না,—যে হও তুমি—সরো, সরো !
আমার মুখে কেউ চেয়ো না—মানুষ যে নই ! এ কি করো ?
চক্ষে দেখ—কিসের নেশা ?
সে-রস ত' নয় আঙুর-পেষা !
পূজার প্রসাদ আমার লাগি' আবার কেন থালায় ধরো ?
ওগো আমার হাত ধোরো না, বন্ধু! প্রেমিক !—সরো—সরো!

আমার লাগি' কাঁদ্ছে বসে' বিজন-অকূল-অন্ধকারে,
সব-হারানো পথের শেষে—সর্ব্বনাশের হাহাকারে—
ঘোমটা-পরা মিথ্যাময়ী,
সেই যে আমার সর্ব্বজয়ী !
জনমকালে কখন সে যে জড়িয়েছিল কণ্ঠ-হারে—
একটি চুমায় বন্ধ করে' রাখ্‌ল প্রাণের নিশাসটারে !

মিথ্যা কেন গন্ধ-প্রদীপ জ্বালো মিলন-শয়ন-ঘরে ?
গুঞ্জরিলে বৃথাই তোমার সোহাগ-গাথা কানের' পরে !
ভেবেছিলাম হয় ত' এবার
বুঝ্‌ব দরদ প্রেমের সেবার—
কাচের মতন নয়ন-তারায় এবার বুঝি পলক পড়ে !
মিথ্যা আশা ! চাঁদের কিরণ ঠিক্‌রে সেথায় আগুন ঝরে !

অ-মানুষ

আমি তোদের কেহই যে নই! দেহের আমার নেই যে ছায়া!
আমি যাহার আপন—তা'রো নেই যে আমার মতন কায়া!
নদীর ধারে ভাঙন যেথায়,
ঘরখানি মোর বাঁধব সেথায়—
শ্মশান-স্বপন-বিভীষিকায় করবে আদর সে মোর জায়া!
জনম-জনম এম্‌নি কাটে, ঘুচল না ত' ছায়ার মায়া!

অঘোর-পন্থী

কাচের পেয়ালা ভেঙে ফেল্ তোরা, লওরে অধরে তুলি'
—শ্মশানের মাটী লাগিয়াছে যা'য়—মড়ার মাথার খুলি।
ভাবে বুঁদ হয়ে, বুদ্‌বুদে ভরা,
বাসনার রঙে রাঙা-রঙ্-করা,
নীর নাহি যা'য়—বহ্নির প্রায় সুরায় পড় গো ঢুলি';
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, লও মড়ার মাথার খুলি—
চুমুকে চুমুক দাও বার বার,
পড় গো সবাই ঢুলি'।

আমরা ডরি না মৃত্যুরে কেউ—শব-শিব একাকার!
জীবন-সুরায় নিঃশেষ করি' দেখি যে 'তলানি'-সার!
তখন মাথাটি রিম্ ঝিম্ করে,
ব্রহ্মরন্ধ্র বুঝি ফেটে পড়ে!
জ্ঞান হয়, এই জগৎ যেন রে মড়ারই মাথার খুলি—
কঠিন, সুগোল—সবটাই খোল্—সুরায় ভরিয়া তুলি'
চুমুকে চুমুক দাও বার বার,
পড় গো সবাই ঢুলি'!

জ্বলে' যাক্ বুক—বুকের পাঁজর! ঢালো খাও, ঢালো খাও!
কঙ্কাল-ভাঙা করোটির বাটি সবারে ঘুরায়ে দাও!

অ ঘো র - প ন্থী

শুনিছ কি গান গায়িতেছে তারা—
মরণের পারে গিয়াছে যাহারা ?
—সে-গান শুনিয়া শিহরি' আকাশে তারকা উঠিছে দুলি' !
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে তবু, আমরা তাহাতে ভুলি !
টিট্‌কারী দাও, দাও টিট্‌কারী—
পড় গো সবাই ঢুলি' !

জীবন মধুর ! মরণ নিঠুর—তাহারে দলিব পা'য়,
যতদিন আছে মোহের মদিরা ধরণীর পেয়ালায় !
দেবতার মত কর সুধাপান—
দূর হ'য়ে যাক্ হিতাহিত-জ্ঞান !
আমরা বাজাব প্রলয়-বিষাণ শম্ভুর মত তুলি'—
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, ধর মড়ার মাথার খুলি ;
চুমুকে চুমুক দাও বার বার,
পড় গো সবাই ঢুলি' !

দেহের সকল রক্তকণিকা উতরোল উতরোল !
ওকি ও মধুর হাস্য বিকাশি' জগৎ দিতেছে দোল !
অপরূপ নেশা—অপরূপ নিশা !
রূপের কোথাও নাহি পাই দিশা—
সোনা হয়ে যায়, সোনা হয়ে যায় শ্মশানভস্ম—ধূলি !
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, ধর মড়ার মাথার খুলি !
চুমুকে চুমুক দাও বার বার—
পড় গো সবাই ঢুলি' !

পাপ

পাপ কোথা' নাই—গাহিয়াছে ঋষি, অমৃতের সন্তান—
গেয়েছিল, আলো বায়ু নদীজল তরুলতা—মধুমান্ !
প্রেম দিয়ে হেথা শোধন-করা যে কামনার সোমরস,
সে রস বিরস হতে পারে কভু ? হবে তা'য় অপযশ !

সাগর যখন মন্থন করি' উঠিল অমৃত, শশী—
দেব-দানবের ঈর্ষার জ্বালা তখনি উঠিল শ্বসি' ;
ছিল না যখন কোজাগর-শশী, ছিল না যখন সুধা,
রূপের পিপাসা ছিল না তখন, ছিল না তখন ক্ষুধা !

শশীপাশে রাহু, অমৃতে গরল—আদিম সে অভিশাপ—
তাই হ'তে শেষে লভিল জনম সুখ-পরিণাম পাপ ;
কলঙ্ক তবু করে কি আবিল শশধর-কররাশি ?
ওটুকু নয়ন-সলিল বিহনে মধুর হ'ত কি হাসি ?

দানবের আশা বিফল করিতে দেবতা গড়িল ধরা,
লুকায়ে রাখিল অমৃত-ভাণ্ড, জীবনে আনিল জরা।
অজর হইতে চাহিল দানব, স্বরগে পাতিল থানা,
মানবের রূপে দেবতা ভরিল প্রেমের পেয়ালাখানা।

পাপ

তবু সে ভুলিতে পারিল না আজও দানবের রোষ-ভয়,
ঈর্ষার জ্বালা এখনো দহিছে, ঘুচিল না সংশয় !
তবু চেয়ে থাকে স্বরগের পানে অমর-জীবন লাগি',
আপনারি মায়া—মরণের ছায়া—হেরিয়া সর্ব্বত্যাগী !

দানবের দল হাসে খল খল, হেরি' তার পরাজয়—
যে-প্রেম তাহারা ভুঞ্জিতে নারে, তারে তারা পাপ কয়।
যে-মরণ-তারা মরিতে জানে না, তাহারে গরল বলে !
জানে না, গরল নীল হ'য়ে আছে মৃত্যুজিতের গলে।

কামনার মণি, বাসনার সোনা, আশার রতন-খনি—
জানে না—জীবন কল্পলতিকা, ধরণী কি ধনে ধনী !
বেদনার মূলে বিকাইছে তাই নাম হ'ল তার পাপ !
এইটুকু দিতে তবুও কৃপণ, হায় এ কি অভিশাপ !

পাপ কারে বলে ?—হৃদয়ে ফোটে যা' যৌবন-মধুমাসে ?
যার সৌরভে অবশ পরাণ কভু কাঁদে কভু হাসে ?
সাগরের মত আকুলি-ব্যাকুলি পূর্ণিমা-চাঁদ লাগি ?
যে-তৃষা জুড়াতে চাহে এ-হৃদয় পায়ে ধরি' কৃপা মাগি' ?

পাপের লাগিয়া ফুটিয়াছে হেন অতুল অবনী-ফুল ?—
রসে রূপে আর সৌরভে যার চরাচর সমাকুল !
পরতে পরতে দলে দলে যার অমৃত-পরাগ-ভরা—
মধুহীন যারে করিবারে নারে শোক তাপ ব্যাধি জরা !

স্বপন-পসারী

চিররোগী—সেও চাহে তার পানে, তৃষিত নয়ন দুটি !
বুড়ারও অরদ-অধরে মধুর হাসিটি উঠিছে ফুটি' !
হায়-হায় করে চিরদুখী যেই—সেও কি ছেড়েছে আশা ?
বিমুখ হইয়া বসে' থাকে যেই —নাই তার ভালোবাসা।

পাপ কারে বলে ? সুখ-খুঁজে'-ফেরা আঁধার কুটিল পথে ?
কে বলেছে তার ঘুচিবে না ঘোর, জাগিবে না কোনো মতে ?
আছে তারো শোভা, আঁধারের বিভা—সেও যে অমৃতরস !
দেবতাত্মার অগতি কোথায় ? সকলি যে তার বশ !

ত্যাগ নহে, ভোগ,—ভোগ তারি লাগি', যেই জন বলীয়ান্,
নিঃশেষে ভরি' লইবারে পারে, এত বড় যার প্রাণ !
যে জন নিঃস্ব, পঞ্জর-তলে নাই যার প্রাণ-ধন,
জীবনের এই উৎসবে তার হয় নি নিমন্ত্রণ।

কত যুগ কত জনম ধরিয়া কত হাহাকার করি',
ধরণী-মাতার স্তন সে আঁকড়ি' তুলিবে অধরে ধরি' ;
স্পন্দিত হবে স্তব্ধ হৃদয়, ক্রন্দন করি' শেষে
জুড়াবে জীবন, অজানা হরষে অবশে উঠিবে হেসে !

ভুল করিবারে পাবে অধিকার, পাপ সে জানিত যারে—
একটি মধুর চুম্বনে দিবে সারা প্রাণ একেবারে !
শতবার করি' পুড়িয়া মরিবে বাসনা-বহ্নি-মুখে—
মরি' মরি' শেষে অমর হইবে প্রেমের স্বর্গ-সুখে।

পাপ

পাপ কোথা নাই—গাহিয়াছে ঋষি, অমৃতের সন্তান ;
গাহিয়াছে, আলো বায়ু নদীজল তরুলতা মধুমান্ !
প্রেম দিয়ে হেথা শোধন-করা যে যজ্ঞের সোমরস !
সে রস বিরস হ'তে পারে কভু—হ'তে পারে অপযশ !

নাদিরশাহের জাগরণ

স্থান—পারস্যের
উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত
কাল—নিশাবসান।

নাদির! নাদির!—
কার আহ্বান আকাশে বাতাসে আজ!—
মেঘে-চাপা বাজ! আওয়াজ তবু সে মিঠা যেন এস্রাজ!
চাঁদ ডোবে যেথা পাহাড়ের চূড়ে—বিরাট প্রেতের কায়া!
আক্রোশে যেন ডাক দিয়ে ফেরে ইরাণ-বীরের ছায়া।
কতকাল ধরি' বালুকার তালু 'আমু-শির'-দরিয়ার
পায় নি পরশ তুরাণী টুঁটির রক্তের ফোয়ারার!
খিভা হ'তে সিস্তান্—
সারা মুল্লুক জুড়ে' বসে' আছে ইল্লত্ আফ্গান!

নাদির! নাদির!—
ওই ডাকে শোন', মাথায় আগুন জ্বলে!
থির হ'য়ে যায় চোখের পলক অন্ধকারের তলে!
মনুচেহরের সেনাপতি ওই অঞ্জলি ভরি' আনে
'হেল্‌মদ্'-বারি, পান করি' তায় কি আশা জাগিছে প্রাণে!

নাদির শাহের জাগরণ

রোস্তমেরি সে বিশাল মুর্ত্তি দেখা'ল কৃপাণ-ধরা—
বক্ষে-বাহুতে একি উল্লাস, বিজয়-অশনি-ভরা !
দিকে দিকে জয়রব—
হাহাকার ক'রে ফেরুপাল যত—নরবলি-উৎসব !

নাদির ! নাদির !—শুনিয়াছি আমি উঠিয়াছি তাই জাগি'—
ইস্পাহানের গুলাব-বাগান—কে ছোটে তাহার লাগি' ?
সিরাজী-শরাব, দ্রাক্ষার চুনী করে নাই চোখ রাঙা—
শাহ জামসীদ-প্রাসাদের ভিত—হেরি নাই সে কি ভাঙা !
উত্তর হ'তে হুহু-হুহু—হাওয়া ছুটে আসে দিশাহারা,
লাফাইয়া ছোটে ঝর্ণার জল শ্বেত-চমরীর পারা !
তুহিন, তুষাররাশি !—
বাজ-বিদ্যুৎ !—তারি মাঝে প্রাণ উঠিয়াছে উল্লাসি'।

নাদির ! নাদির !—আর কাজ নাই, বুঝিয়াছি কারে বলে—
মাটীতে এ মাথা রাখিবার আগে—দলে' নেওয়া পা'র তলে।
পশু-মেষ যেই পালন করেছে—মানুষ-মেষের দল
তারি দুর্ব্বার তরবারে যাবে একেবারে রসাতল !
ধরণী হইতে মুছিয়া ফেলিব দুর্ব্বলতার গ্লানি—
লুটাইব পা'য় হীরার মুকুট, রাজা আর রাজধানী !
—কাবুল কান্দাহার
দিল্লী হিরাট মেশেদ্ গজ্নী নিশাপুর পেশাবার !

স্বপন-পসারী

ইস্পাহানের ইস্পাত হ'তে রক্তের ধোঁয়া-ধার
নিভিবে না কভু—প্রাণের মমতা ঘুচাইব সবাকার !
কোহি-রহমতে 'চেহেল্-মিনার' গড়েছিল জান্‌জান্—
আমিও গড়িব কাঁচা মাথা দিয়ে, দেহ করি' খান্ খান্ !
লক্ষপ্রাণীর গল-শৃঙ্খল বাজিবে সমুখে পিছে,
তখ্‌তের পরে চড়িয়া শুনিব, বান্দারা গায় নীচে—
'ধন্য নাদির শাহ !
মারিবে, তবুও একবার দেখি—অভাগারে ফিরে' চাহ !'

'নাদির ! নাদির ! নারীর জঠরে জন্ম কি তোর নয় !'—
পাপ-শয়তান কুহরিছে কানে কাপুরুষ-সংশয় !
খোদার বান্দা এন্‌সান্ যেই, নাই তার নিস্তার—
চিবাইয়া খাবে আপন কলিজা ! যদি সে ফেরেস্তার
'আখেরি-জমানা'-দিনের নিশান তুলিবারে চায় ধরি'—
মরণের পরে 'দোজোকে' নামিবে, দু'বার করিয়া মরি' !
—হাহা, মোর হাসি পায় !
মমতার চেয়ে আর কিছু পাপ আছে নাকি দুনিয়ায় !

বুলবুল্ আর বস্‌রার গুল্ নয় শুধু আল্লার—
বজ্র-বাজনা মরু-মরীচিকা আরো যে চমৎকার !
শুধু মিট্‌মিটে তারার লাগিয়া আকাশের শামিয়ানা !
ধূমকেতু আর উল্কার দলে পাতে নি সেথায় থানা ?

নাদির শাহের জাগরণ

শিশুর অধরে মার পয়োধরে মিলায় খেলার ছলে,
তেমনি খেলার খেয়ালে ছড়ায় মারী-বিষ থলে-জলে !
বাহবা কি বাহবা রে !
আল্লার মত দিলাওয়ার যেই—এ খেলা খেলিতে পারে !

বাম হাতখানি তুলিয়াছে উষা 'পামীর'-পাহাড়-চুড়ে,
আগুনের বাণ অরুণের ওই উড়িল কুয়াসা ফুঁড়ে' !
আলোকের বিষ-বল্লম ছুঁড়ি' রাত্রির কালো বুকে
পূবের শিকারী নীল-বালুচরে দাঁড়াইল রাঙা-মুখে !
উহারি মতন ঊর্দ্ধে উঠিবে এই প্রাণ-বাজপাখী,
'হিন্দু-তাতার-তুরাণী-শোণিত !'—চীৎকার করে' ডাকি' ।
—ইরাণ ! গানের রাণি !
রক্তপাগল নাদির তুহার পীড়ন করিবে পাণি !

গানের মহিমা কিছু নাই নাই, চোখ জলে ভেসে যায় !
মূর্খ সে কবি গানেরই নেশায় বিকাইত বোখারায় !
গজনীর রাজা দিয়েছিল দাম ? মনে নাই তার ব্যথা ?
তারি শোকে কবি তেয়াগিল প্রাণ, হাসি পায় শুনি' কথা !
সাকী ও পেয়ালা, শ্লোক দুই-চারি—জীবনের দান এই !
নাইশাপুরের ধূলিতলে তাই অস্থিখানাও নেই !
দাস যারা গান গায়—
ভীরু-হৃদয়ের ভিখারী পিপাসা গানেই মিটা'তে চায় !

স্বপন-পসারী

দূর করে দাও গোলাবের মালা ! পেয়ালা ভাঙিয়া দাও !
'নাদির ! নাদির !'—শুধু ওই-সুরে পার ত' আবার গাও।
কত বড় আমি—একবার চোখে হেরিবারে শুধু চাই,
অধীর হয়েছে বক্ষ-কারায় শুধু সেই কামনাই !
বর্শা-ফলকে ঝলসি' উঠেছে মধুর রক্তরেখা,
ছায়াখানি মোর পড়িয়াছে পিছে—যতদূর যায় দেখা !
—কাবুল কান্দাহার
গজনী হিরাট দিল্লীতে ওই ওঠে বুঝি হাহাকার !

নাদিরশাহের শেষ

স্থান—প্রান্তর-মধ্যস্থ শিবির।
কাল—হত্যা-রাত্রি, নিশীথ।

তুমি চলে' যাও এখনি এ রাতে উজ্‌বেগ্‌-সর্দ্দার!
আমি একা রব'—কোনো ভয় নেই, দেরী আছে মরিবার!
কে মারে আমারে!—এখনো ছেঁড়েনি আকাশের গ্রহতারা!
জমিন্‌ ফাটিয়া নীলশিখা কই? প্রলয়ের বারিধারা?
অতলের তলে এখনো নামেনি 'আল্‌বুরুজে'র চূড়া,
সুলেমান আর হিন্দুকুশের পাঁজর হয়নি গুঁড়া!
আমি না শাহান্‌-শাহা!
কার ভয়ে বাজ আকাশে ফিরিবে এখনি?—বাহারে বাহা!

চলে' যাও ফিরে ইমাম জাফর! ডেকে দিও দুরাণীরে—
কাল প্রাতে যেন আফগান-সেনা দাঁড়ায় শহর ঘিরে'!
কাল, কোহিনুর-তাজ শিরে, আর তখ্‌ত-তাউসে চড়ি',
আর একবার খুন্‌-খুশ্‌রোজ্‌ খেলিব পরাণ ভরি'!
দিল্লীর শাহ রেখেছিল পা'য় উষ্ণীষ তরবার,
তাই নিয়ে যাও, পরে যেন কাল আব্‌দালি-সর্দ্দার।
আলির বংশধর!
মনে থাকে যেন ইমাম হোসেন, কারবালা-প্রান্তর!

স্বপন-পসারী

শেখ শিয়া সুফী দরবেশ যত—বাঁচে না যেনই কেহ,
কাটিয়া পাড়িবে সবার মুণ্ড, খণ্ড করিবে দেহ!
ওমরাহদের শ্মশ্রু-বাহারে পাকাও পলিতা-ধূপ!—
ভাঙা-মগজের চর্ব্বি-চেরাগে রোশ্‌নাই হবে খুব!
জাফর! তোমার কাফেরগুলাকে রাখিব না কাল প্রাতে,
'রোজ্‌ কেয়ামত' দেখো দাঁড়াইয়া জুম্মা-বাড়ীর ছাতে!
—কোনো কথা নয় আর!
যাও, চলে' যাও! এবার জবাব জেনো এই হাতিয়ার!

আঃ বাঁচা গেল! তবু মনে হয়, কে যেন রহিল পাছে!
না না, কেহ নয়,—আমারি ও ছায়া পর্দ্দায় পড়িয়াছে!
একি হ'ল, একি! বড় তাজ্জব!—ছায়া নয়, ও যে ছবি!
একবার সেই দেখেছিনু ও'রে, ভুলে গিয়েছিনু সবি!
দিল্লী-শহরে দুইপহরের মহামারী-চীৎকার,
একা বসেছিনু, মস্‌জেদ সেই রুক্‌নোদ্দৌলার,—
হঠাৎ দেয়ালে ছায়া!
ঠিক এইমত ঘুরে' গেল মাথা, হঠে' গেল চৌপায়া!

দূর দূর! আরে দেখ দেখ—যেন পাহাড়ী সাপের চোখ!
অবশ করিয়া বেহুঁস করিল, হরিল সকল রোখ্‌!
ওর পানে চেয়ে সেদিনের মত আজো জাগে আফ্‌সোস্‌,
মনে পড়ে যায় বালক-কালের দিনগুলি নির্দ্দোষ।

নাদির শাহের শেষ

দেখ, শয়তান মিলাইয়া যায় স্মরণে সে কথা আনি'—
চোখ দিয়ে বুকে বিষ ঢেলে' দিয়ে, মাথায় মুগুর হানি' !
—এ কি হ'ল, হায় হায় !
এ বুড়া-বয়সে সে দিনের মত আবার দাঁড়ান' যায় !

মাথা হ'তে যেন সকল রক্ত শুসে' নেয় নাভি-শিরা,
কি যেন বাঁধন বেঁধেছিল বুকে, খুলে যায় তার গিরা !
'হাশিশ্' খাওয়া'য়ে অজ্ঞান ক'রে রেখেছিল এতদিন—
'জম্‌জম্'-জলে ধুয়ে দিল মাথা দিল্‌দার কোন্ জিন !
রক্তের নেশা একেবারে যেন ছুটে' যায় লহমায়—
পরীর আঙুলে পরাইল চোখে স্তাম্বুলি সুর্ম্মায় !
—ডুবে' যাই গলে' যাই !
তাজ শম্‌শের ফেলে দিনু এই, কিছুতেই কাজ নাই।

নাদির ! এখনি ভুলে গেলে—তুমি দুনিয়ার দুষ্‌মন !—
বাতিল করেছ কায়কোবাদের ধর্ম্ম-সিংহাসন !
কোটী শবদেহে দেয়াল তুলিয়া আল্লার আশ্‌মান্
আঁধারিয়া, তুমি দিনের জলুস্ করিয়া দিয়াছ ম্লান !
পাথরে আছাড়ি' মারিয়াছ শিশু, জননীর কোল ছিঁড়ে !
ক্রোশ হ'তে ক্রোশ আগুন দিয়েছ মানুষের সুখ-নীড়ে !
আপন ছেলের চোখ—
নখে করি' ছিঁড়ি' উপাড়ি' ফেলেছ, কিছু কর নাই শোক !

স্বপন-পসারী

সে নহে নাদির, মানুষ নহে সে !—খোদারি সে কারসাজি !
শয়তান, সেও পারে কি এমন দেখাবারে ভোজবাজি ?
স্থির হও মন ! ভেবে দেখি আজ, কে করেছে সেই খেলা—
আমি ত' মানুষ সবারি মতন, কাদা ও মাটীর ঢেলা !
বুকে মারো ছুরি, গল্ গল্ করে' বাহিরিবে রাঙা জল,
এই দেখ—চোখে এখনি অশ্রু করিতেছে টল্‌টল্,
—এত কুদ্‌রৎ তার !
আল্লা তা'লা-আক্‌বর ! এ যে মতলব বোঝা' ভার !

বারুদের মত কালো-মেঘে বাজ তোপ দাগে—দেখ নাই !
আগুন ছুটিয়া পাহাড়ের মুখে—কত দেশ হ'ল ছাই !
সাগরের জল-স্তম্ভনে আর ভূমিকম্পনে যাঁর
হুকুম তামিল করে দেবদূত পৃথিবীতে বারবার—
ইসারায় তাঁরি জেগেছিল দূর ইরাণের সীমানায়
যুবা আফ্‌সারী, নাদির—এ নাম দিয়েছিল বাপ মা'য় !
মেষ-পালকের আজি
দুনিয়ার সেরা দুষ্‌মন্ নাম,—এ কাহার কারসাজি ?

সেই কথা মোর ছিল নাক' মনে, থাকে না বোধ হয় কা'রো ;
ভুলেছিনু, আমি মানুষ যে শুধু—ভেবেছিনু, বড় আরো !
লক্ষপরাণ হানিবার কালে ভুলেছিনু এক প্রাণ—
সে যে সেই মত করে ধুক্ ধুক্, তেমনি দয়ার দান !

তারি সাথে আজ মুখোমুখি করে' দিয়ে গেল মাঝরাতে—
দেখিতেছি তা'র আগাগোড়া ছুরি মারিয়াছি এই হাতে!
রহিমর্ রহমান্!
নাদির তোমার বান্দাই বটে, যত হোক্ বেইমান্!

নাদির! নাদির!—সাড়া নাহি দেয়, একেবারে মরিয়াছে!
অ রে শয়তান! শয়তানী তোর বেইমানী ধরিয়াছে!
সেই বাহু এই লোহার সমান, ওই সেই করবাল!
তুর্কি-শোণিত-মেহেদির রঙে নখ যে এখনো লাল!
বোখারা-বিজয়-উৎসব-দিনে নর-শির-পর্ব্বত
করে নাই খুশী, ক্ষীণ মনে হ'ল দরবার-নহবত!—
আজ তার হ'ল ভয়!
নাদির! নাদির! এতদিনে তোর এই হ'ল পরিচয়!

মরিয়াছি আমি! চলে' গেছি আজ সেই পাহাড়ের ধারে—
প্রেত হয়ে আজ সন্ধান করি, জীবনে ভুলেছি যা'রে!
জ্যোৎস্নার মত প্রভাত-রৌদ্র মিশে আছে কুয়াসায়,
ঝিক্-ঝিক্ করে' বহিছে নদীটি পাহাড়ের পা'য়-পা'য়,
দেবদারু-শাখে জড়ায়েছে লতা সোনালি-ঝুমুকাভরা,
আখরোট্-সারি ঝুরিছে শিশিরে, আপেল পাকিবে ত্বরা—
এই সেই গ্রামপথ,
এর ধূলা ছেড়ে চেয়েছিনু আমি বাদশাহী মস্‌নদ!

স্বপন-পসারী

নওরোজ্-বেলা হ'ল অবসান, আকাশে সুতালী চাঁদ—
তরুণী ইরাণী সারাদিন কত পাতিয়াছে ফুল-ফাঁদ!
কস্তুরী-কালো পশ্মিনা চুলে বিনায়ে 'লালা'র মালা
আজ গোলাপের অপমান কেন? গজল্ গাও নি বালা?
আঙুরের রস কোথা পেয়ালায়?—
তহ্মিনা! তহ্মিনা!—
চাও, কথা কও! কোথা' সুখ নাই নাদিরের তোমা বিনা!
আজ নওরোজ্-রাতে
আশেক এসেছে, যৌতুক দিতে দিল্ তার ওই হাতে!

কবেকার কথা! আমি ভুলেছিনু, তহ্মিনা ভুলিল না—
স্বপনেও তার চোখদুটি মোর মুখ'পরে তুলিল না!
সে নয়ন যেন তুষার-রশ্মি সন্ধ্যাতারার মত—
চাহিল বিঁধিতে বড় ঘৃণাভরে হৃদয়ের এই ক্ষত।
লুটাইনু পা'য়, বলিনু—বাঁচাও! তুমি জানো সেই পাতা
যার রসে এই যাতনা জুড়ায়, আর কেহ জানে না তা'।
তহ্মিনা চলে' যায়,
দূরে—দূরে, শেষে মিশে গেল ওই আকাশের তারকায়।

চাঁদ ডুবে গেল, নিবে' যায় ওই 'পারবিন্' 'মুশ্তারা'—
একি থম্-থম্ করে আশ্মান্ নীল ইস্পাত পারা।
মাঝখানে তার আগুনের চাকা ঘুরে' ঘুরে' উঠে নামে!
জ্বলন্ত-বালু পার হ'য়ে আসে মুর্দ্দারা তাঞ্জামে!

নাদির শাহের শেষ

ঘূর্ণি ঘুরিছে দক্ষিণে বামে—রক্তের দরিয়ায় !
দব্ দব্ করে বাতাস, যেন সে মার খেয়ে মুরছায় !
ঢাল যেন তলোয়ারে—
সারা ময়দান ঝন্ ঝন্ করে, ফেটে যায় হাহাকারে !

কি ঘোর পিপাসা ! জিহ্বা-তালু যেন ফুলে' যায় সবাকার,
কালো হয়ে গেল ওষ্ঠ-অধর, জল নাই ভিজাবার !
দূরে দেখা যায় ঝরণা ঝরিছে, কাছে গেলে আর নাই !
এ কি দিল্লগী আল্লা গাফুর ! মাফ চাই, মাফ চাই !—
আঃ বাঁচা গেল ! বোখার ছুটেছে !—কি যেন আওয়াজ হয় ?
বাহিরে বুঝি বা পাহারা-বদল ? নাঃ, ও কিছুই নয় !
খোদা যে মেহেরবান্—
ভয় নাই—ও যে স্বপনে দেখিনু 'হাশরে'র ময়দান।

কে পশিল ওই চোরের মতন ? কারা আসে পাছে পাছে ?
দুরাণীর লোক—হাঁ হাঁ বুঝিয়াছি—এস ভাই, এস কাছে।
কিরীচ খোলা যে ! আরে বেতমিজ্ বুজ্‌দেল্ কাপুরুষ !
নাদির দাঁড়ায়ে সমুখে তোদের, এখানো হয়নি হুঁস্ !
হা হা, হঠে' যায় !—মারিবে, তবুও স্বর শুনে' হঠে' যায় !
আয় চলে' আয়, ধর্ গর্দ্দান, কাজ নাই তামাসায় !
আফ্‌সারী সর্দ্দার !
তুমিও এসেছ !—বংশের কাঁটা ঘুচাইবে এইবার ?

ভয় নাই, এস—নাদির মরেছে! নহিলে এখনো তুমি
দাঁড়ায়ে রয়েছ মাথা না নোয়ায়ে—জানু পাতি', মাটী চুমি'!
ফেলিয়া দিয়াছি তাজ দেখ ওই, কাছে নাই হাতিয়ার—
তোমাদেরো আগে পেয়েছি সমন মৃত্যু-ফেরেস্তার।
এসেছিস বড় ওক্‌ত বুঝিয়া, তা' না হ'লে—কুক্কুর!
আর কিছু আগে বুঝিতাম তোরা কত বড় বাহাদুর!
নসীবের কেরামত!—
এতদিনে বুঝি শেষ হয়ে এল জাহান্নামের পথ!

তক্‌রার রেখে ধর্‌ তরবার! আহমদ্‌ আব্‌দালি
এখনি আসিবে, শিরগুলা কাটি' কুত্তারে দিবে ডালি'!
পিঠে কেন? আহা, ঘাড়ে মারে ফের! স্থির হ'য়ে মার্‌ বুকে—
বড় সে কঠিন!—খুব করে' ছুরি বসা'ও, মরিব সুখে।
আহাহা আল্লা! বহুৎ মেরেছি, মরিতেও জানি তবে!—
বিচারের কালে এ-কথা ধরিয়া, গুনা কিছু মাফ হ'বে?
শেষ হয়ে গেল—বাপ!—
ইরাণের ধ্বজা—ইরাণের গ্লানি--বিধাতার অভিশাপ!

মহামানব

জন্ম তোমার হয়েছিল কবে ঋষির মনে—
এই ভারতের মহামনীষার তপের ক্ষণে !
সর্ব্বমানবে অভেদ করিয়া দেখিল যারা—
তা'রাই তোমায় দেখেছে প্রথম, জেনেছে তা'রা !
তার পর তুমি যুগে-যুগে এলে মূরতি ধরি'—
অমৃত পিয়া'লে মৃত্যু-সাগর মথিত করি' !
কুরুক্ষেত্রে বাজিল শঙ্খ মাভৈঃ-রবে !
প্রথম-প্রেমিক শাক্যসিংহ উদিল ভবে !
পাপ-পশ্চিমে ভগবদ্-কৃপা দানিল ঈশা !
আরও একজন মরু-সন্তানে দেখা'ল দিশা !
সেই এক বাণী-মূর্ত্তি ধরিয়া আসিলে তুমি !
হে জীব-ব্রহ্ম-অভেদ ! তোমার চরণ চুমি।

হে প্রাণ-সাগর ! তোমাতে সকল প্রাণের নদী
পেয়েছে বিরাম, পথের প্লাবন-বিরোধ রোধি' !
হে মহামৌনি, গহন তোমার চেতন-তলে
মহাবুভুক্ষাবারণ তৃপ্তি-মন্ত্র জ্বলে !
ধন্বন্তরি ! মন্বন্তর-মন্থ-শেষ—
তব করে হেরি অমৃতভাণ্ড—অবিদ্বেষ !

স্বপন-পসারী

জগত-জনের বেদনা-সমিধ্ কুড়া'য়ে সবি—
সেই ইন্ধনে ঢালিলে আপন প্রাণের হবি !
পরিলে ললাটে মহাবেদনার ভস্ম-টীকা,
জীবন তোমার হোম-হুতাশন উর্দ্ধশিখা !
শঙ্কাহরণ আহিতাগ্নিক পুরোধা তুমি !
যজ্ঞ-জীবন দৈবত ! তব চরণ চুমি !

নিরাময় দেহে বহিছ সবার ব্যাধির ভার !
তুমি নমস্য, সবারে করিছ নমস্কার !
চিরতমিস্রাহরণ তোমার নয়ন-কূলে
অন্ধ-আঁখির অন্ধকারের অশ্রু দুলে !
অর্দ্ধ-অশন বিরলবসন হে সন্ন্যাসি,
তুমিই সত্য সংসারতলে দাঁড়া'লে আসি' !
আদিকাল হ'তে কতকাল তুমি এমনি রত—
হে মহাজাতক ! জাতক-চক্র ঘুরিবে কত ?
কতবার দিবে আপনারে বলি যাগের যূপে—
ছোট-'আমি'গুলি ভরিয়া তুলিবে তোমার রূপে !
চিনেছি তোমারে, যুগে যুগে অবতীর্ণ তুমি !
হে বোধিসত্ত্ব ! বুদ্ধ ! তোমার চরণ চুমি !

ধ্যানীর ধেয়ানে আসন তোমার চিরন্তন,
ইতিহাসে যবে ধরা দাও, সে যে পরম-ক্ষণ !
দেশে-দেশে তব শুভ-আগমন-বার্ত্তা রটে,
তোমার কাহিনী কীর্ত্তন হয় দেউলে মঠে !

ম হা মা ন ব

পরে যেই দিন তোমারে ভুলিয়া তোমার নাম
জপ করে সবে নিজেরি লাগিয়া অবিশ্রাম—
নরে ভুলে' গিয়ে শুধু 'নারায়ণ'-মন্ত্র পড়ে,
মনের মতন স্বার্থসাধন মূর্ত্তি গড়ে—
জগত-অন্ধ জগদানন্দে করিয়া হেলা
রতনে-ভূষণে সাজায় কেবলি মাটীর ঢেলা—
জগজ্জীবন-মূর্ত্তি ধরিয়া এস গো তুমি!
মানব-পুত্র! মৈত্রেয়! তব চরণ চুমি!

এস গো মহান্ অতীত-সাক্ষী হে তথাগত!
হের এ ধরণী মরণ-শাসনে মূর্চ্ছাহত!
কাঁটার মুকুট মাথায় পরিয়া, মানব-রাজ!
গাহ জয়, গাহ মানবের জয়, গাহ গো আজ!
মহাব্যাধি-ভার কর গো হরণ পরশি' কর—
ধন্য হউক নিজেরে নিরখি' নারী ও নর!
আর বার ডাক' ঘরে ঘরে, 'এস আমার পিছে,
ভয়ের সাগর হেঁটে পার হও, ভয় যে মিছে!'
মৃতজনে পুনঃ নাম ধরে' ডাক', মৃতক-নাথ!
প্রেতভূমে আজি একি হুলাহুলি রোদন সাথ!
সূতিকালয়ের শোভা ধরে যত শ্মশানভূমি—
মহাদেব নয়—মহামানবের চরণ চুমি'!

আবির্ভাব

আঁধার-রজনী বাঁধা প'ল যবে নিশীথের জিঞ্জিরে,
হোরা, পল—সব অচল হইল অস্ত-উদয়-তীরে।
গঙ্গা-কাবেরী-কৃষ্ণার কূলে কলহীন জলরাশি—
ক্ষত-দেহে শুধু ফুৎকার করি' কাঁদিছে শ্মশান-বাসী ;
গলিত শবের বসার মশালে নিবারিয়া নিশাচরে,
কোনোমতে তার প্রাণটি ধরিয়া রেখেছে দেহের ঘরে !

আকাশে কোথাও জ্বলে না প্রদীপ, উদাসীন দেবতারা !
প্রাচী-মালঞ্চ পুষ্পবিহীন, বায়ু সে শিশিরহারা !
রঞ্জনহীন বক্ষ-শোণিত উছলিয়া নাকে-মুখে,
হেথা-হোথা ঝরি' আমিষের লোভে ভুলাইছে জম্বুকে !
চীৎকার করি' উঠিছে কেহ বা ভাক্ত-সূর্য্য হেরি'—
নাচে উল্লাসে পাগলের মত মরণ-শয়ন ঘেরি' !

পশ্চিমে হোথা—আঁধার ছাড়ায়ে, জীবনের ঐ-পারে—
প্রলয়-রাত্রে দ্বাদশ সূর্য্য উদিয়াছে একেবারে !
আলো নাই, তার উত্তাপে গলে অনাদি সে হিমালয়—
অগ্নি-বাষ্প, তরল অনল ছুটিছে ভারতময় !
বিধাতার আদি-কীর্ত্তির এই সব-শেষ জঞ্জাল
এতদিনে বুঝি মুছিয়া ফেলিবে নির্ম্মম মহাকাল !

আ বি র্ভা ব

দশ-সহস্র-বর্ষের সেই অপূর্ব্ব অভিনয়
শেষ হ'য়ে গেছে—এখনো তবু যে শেষ হইবার নয় !
দেব-দানবের বিষম-বীর্য্যে মহাপারাবার মথি'
কালো-কালকূট কণ্ঠে ধরিয়া অমৃত মিলা'ল তথি !
পুরুষোত্তমে বরিল হেথায় বিশ্বের মনোরমা !
সত্য রাখিতে আপনা বেচিল—সুত, জায়া নিরুপমা !

আপনি করেনি স্বর্গ-কামনা, তবু সে স্বর্গ লাগি'
মহাতপস্বী দানিল অস্থি দেব-কল্যাণ মাগি'।
পিতার আদেশে মৃত্যু-সদনে সত্যের সন্ধানে
পশিল বালক-ব্রাহ্মণ সেই, চির-নির্ভয় প্রাণে !
রাজা আর ঋষি—দু'এর সন্ধি ঘটিল একের নামে !
গোলোক-নিবাসী রাজা হ'ল আসি', কমলারে ল'য়ে বামে !

এই মত কত পুরাণ-কাহিনী—কল্পনা সে ত' নয় !
প্রাণের মাঝারে অহরহ তার হেরিয়াছে অভিনয় !
ইতিকথা হেথা দেবতার লীলা, দেবলীলা ইতিহাস—
(মানব-মনের গহন-গুহায় নটনাথ করে বাস !)
সেই সে বিরাট নাট্যশালায় তুলিতেছে যবনিকা—
নাটকের শেষে চলে প্রহসন, নাম তার বিভীষিকা !

হেথায় ললাটে প্রথম ফুটিল তৃতীয়-নয়ন-তারা !
গঙ্গোত্তরী-ফেন-তরঙ্গে উথলিল হাসি-ধারা !

স্বপন-পসারী

মন্ত্রদ্রষ্টা মানবে শুনা'ল অমৃতের অধিকার—
আপনা ও পর, দ্যুলোক-ভূলোক আনন্দে একাকার!
শিব-সুন্দর-সত্য-স্বরূপ আপনারে চিনি' ল'য়ে
মুক্তি-সাধন শক্তি-মন্ত্র সাধিল অকুতোভয়ে!

দেবতাদমন মানব-মহিমা—এই তার পরিণাম!
অন্ধ-কারায় সভয়ে জপিছে প্রেত-পিশাচের নাম!
বুকে হেঁটে আর লালা-পাঁক ঘেঁটে কোনোমতে বেঁচে থাকা
মুখে মুখ দেয় পথের কুকুর—তা'ও যেন সুধামাখা!
আঁধারে হাতাড়ি'—হাত-ধরাধরি—টলিছে এ ও'র গা'য়!
পিপাসা মিটায় নয়নের জলে, তবু না মরিতে চায়!

এমন সময়ে কোথা হ'তে ওঠে তিমির-গগন ভেদি'
আবাহন-গান, স্তোত্র মহান্—'আবিরাবির্ম এধি!'
কাহার কণ্ঠে কুমারী-উষার বোধন-মন্ত্র-বাণী
বাণের মতন প্রাণ-কোদণ্ডে ভীম টঙ্কার হানি',
ধ্রুবলোকে পশি' ফিরিয়া আনিল আলোকের সন্ধান—
চেতন-দুয়ারে ভ্রান্তি-কবাট ভেঙে হ'ল খান্-খান্!

আড়ষ্ট-শির পঙ্গু-সমাজ বাড়া'য়ে শীর্ণ গ্রীবা,
স্পন্দবিহীন স্তিমিত নয়নে লভিল কি যেন বিভা!
উষার বাতাস ব'য়ে গেল যেন শিহরিয়া কলেবর—
ভয়ের স্বপন ছুটে যায় আজ শত-শতকের পর!

আ বি র্ভা ব

অমৃত-সায়রে গাহন করিয়া এ কোন্ গগন-চারী
নিবিড় নিশীথে নেমে এল হেথা, 'শিবোঽহং' উচ্চারি'।

অসিত আকাশ নীল হ'য়ে এল আত্মাহুতির শেষে,
ম্লান হ'য়ে এল মোহের দীপালি প্রভাতের উদ্দেশে !
নর-নারায়ণ-পদরজঃ মাখি', মাটিতে লুটায়ে শির,
বদ্ধ-জনেরে বক্ষে বাঁধিল আপনি-মুক্ত বীর !
শুষ্ক হৃদয়-তমসার তীরে অগ্নিহোত্র জ্বালি'
সাগর-পারের তীর্থ-সলিলে আঁখি দিল প্রক্ষালি'।

শিহরি' সভয়ে হেরিল তখন বিষ-কোটী নর-নারী—
হ'ল না প্রকাশ মুক্তি-বিভাত কোন্ বাধা অপসারি' !
উদয়-তোরণে অসাড়-শরীর পড়ে' আছে উষা-সতী—
দিব্যহাসিনী নির্ম্মলা উষা—পরমা সে বেদবতী !
লঙ্ঘিতে নারি' লাঞ্ছিতা সেই সত্যের ঘরণীরে
আঁধার-বিজয়ী অরুণের রথ বার-বার যায় ফিরে'।

কত-না দম্ভ করেছিল কত প্রাণহীন মতিমান্—
পিশাচ-সিদ্ধ, আঁধার-বিলাসী—মুক্তি করিবে দান !
কম্পিত করে পলিতার বাতি মলিন কামনা-ধূমে—
ধরিছে কখনো পরের সমুখে, আপনি ঢুলিছে ঘুমে !
তর্ক-কুটিল পাটোয়ারী-নীতি—মৃতজনে জীয়াইতে !
শকুনের সাথে রফা হয় শেষে শবদেহে ভাগ নিতে !

স্বপন-পসারী

কত-না মন্ত্র পড়িল আবেগে কত-না মনীষী ঋষি—
সুপ্তি-গভীরে ক্ষণিক চেতনা—স্বপনে যায় সে মিশি’!
কত-না সাধক বীর-বিক্রমে দুয়ারে হানিল কর—
এক-সে মন্ত্র পড়িল না মনে, লুটাইল ভূমি’পর!
কোন্ জাদু জানে এ নবপন্থী!—একি ভাব, একি ভাষা।
অনলদগ্ধ শুদ্ধ চরিত! উদ্দাম ধায় আশা!

জয়ভেরী তার বাজে কি বাজে না—সে ভাবনা নাই বটে!
লিখিল না কেহ নামটী তাহার উদ্ধত ধ্বজ-পটে!
কোন্ পথে সে যে কোন্ দিক দিয়ে হেথায় দাঁড়া’ল আসি’—
মৌসুমী-বায়ু সঙ্গে যেমন সুমেদুর মেঘরাশি—
সে কথা কেহই জানিবার আগে হঠাৎ দেখিল দেশ,
নব-শ্রাবস্তি—জেরুজালেমের—অপরূপ একি বেশ!

অধরে তাহার মৌন-মহিমা, ললাটে অমৃত-ভাতি!
নয়নে গভীর প্রসাদ-দীপ্তি, হেরিছে প্রভাত রাতি!
ক্ষীণ তনু, তবু বজ্রে রুখিতে—ঝড়েরে বাঁধিতে জানে!
উদ্যতফণা কালিয় তাহার বাঁশির শাসন মানে!
জন-সমুদ্রে কল্লোল ওঠে—‘অবতার! অবতার!’
রুদ্ধ-নিশাসে হেরিছে ভারত নব লীলা বিধাতার।

দেবেন্দ্রনাথের সনেট

হে দেবেন্দ্র, কি সুন্দর তোমার সনেট—
কাব্যলক্ষ্মী সাজে যেন বাসন্তী দুকূলে !
মদন-মোহিনী যেন প্রদানিল ভেট,
গোলাপের স্বপ্ন যেন হেমন্ত-মুকুলে !
একবাটী পূর্ণ যেন নারিঙ্গীর রস !
কবিতা-বিহগী যেন বসে ক্ষুদ্র ফুলে—
নুয়ে পড়ে বৃন্ত তার বেদনা-বিবশ !
গোলাপী আতর যেন !—একরাশ চুলে
এক ফোঁটা করি' দেয় সুরভি-মধুর !
দখিনা বাতাসে রাখি বাতায়ন খুলে'—
তবুও তেমনি বাস অলকে বধূর,
সারারাত্রি বিছানায় গন্ধ ভুর্-ভুর্ !
বঙ্গকবিভারতীর সিত-সিঁথিমূল
সনেট-সিন্দূরে কবি করেছ অতুল !

কবি করুণানিধানের প্রতি

['শান্তিজল' পাঠ করিয়া]

তোমার কবিতা নহে লীলা-পুষ্প, কুঙ্কুম কেলির—
অগুরু-গুগ্‌গুল-ধূমে মিশে গন্ধ চম্পা-চামেলির!
অমরী-মঞ্জীর-গুঞ্জ মিশে' যায় আরাত্রিক-গানে—
সৌন্দর্য্য-স্বপনে চিত্ত ডুবে' যায় মঙ্গলের ধ্যানে!
রূপ-পিপাসায় তব অরূপের তৃষা জেগে রয়,
প্রেম মহামহিমায় মরণে হাসিয়া করে জয়!
প্রেম যেথা ধরিয়াছে সুধা-শুভ্র বৈজয়ন্ত-বিভা,
যে-কবি ধরায় প্রেমে আনিয়াছে বৈকুণ্ঠের দিবা—
প্রেম-ধর্ম্মী ভারতের সেই দুই দুর্ল্লভ সম্পদ,
প্রেমযোগী চণ্ডীদাস, মমতাজ প্রেম-কোকনদ—
হিন্দুর সে ভাবমূর্ত্তি, মোস্‌লেমের গম্ভীর গম্বুজে
অর্পিয়াছ উপায়ন, ভক্তি-প্রেম-শতদল—অম্লান অম্বুজে!

রূপ-রসে টল্‌মল্—কবে তব হৃদিপাত্র ভরি'
উছলিল ভাবধারা? কোন্ স্বপ্ন দিবা-বিভাবরী
ভরিয়াছে আঁখি তব? সারদার শ্রীচরণমূলে
সর্ব্ব-সমর্পণ করি' আছ তুমি দুঃখ-সুখ ভুলে'!
কবে মাতা তুলি' নিলা অঙ্কে তোমা, চুমিলা নয়নে—
অধরে চুমিলা শেষে!—নেহারিলে ভুবনে-ভুবনে

কবি করুণানিধানের প্রতি

শতচন্দ্র আলোকিছে অপরূপ রূপ-বৃন্দাবন !—
বাজিল ও বাক্‌যন্ত্রে সুমধুর মুরলী-বাদন !
দিল কি অঞ্জলি ভরি' দেবীর সে মানস-মরাল
চয়নিয়া চঞ্চুপুটে পুণ্ডরীক ফুল্ল সমৃণাল !
তাই তব গীতি-পুষ্পে নিত্য হেন মধু-পরিমল !
তাই হেন সুবিশদ স্বচ্ছ ভাষা—পূর্ণস্ফুট, উজ্জ্বল, অমল !

সৌন্দর্য্যের জ্যোৎস্নাঙ্কিত একপদী লয়েছে তোমারে
বনভূমি-শেষে চিরসুন্দরের দেউল-দুয়ারে !
যেথায় মধুর মন্দ্রে মন্ত্রারতি হয় দেবতার—
বসিয়া পড়েছ সঁপি' আপনার নৈবেদ্য-সম্ভার !
চঞ্চল সে চন্দ্রদ্যুতি—সসীম সে সুষমার শেষে
পঁহুছিতে আকিঞ্চন কবি তব, শাশ্বতের দেশে !
রস-সাগরের কূলে উদিয়াছে একটি অরুণ—
সেই শোভা হেরিবারে কবি, তব ক্রন্দন করুণ !
জন্ম-মৃত্যু দুই দ্বারে করিবারে এক হরিদ্বার,
জীবাননে চন্দ্রানন হেরিবারে আকুতি তোমার !
তোমার বৈষ্ণবী গীতি, সুবিচিত্র বরগুঞ্জমালা
নবরঙ্গে নব বঙ্গ-বাণীকুঞ্জ চিরদিন করুক উজালা !

উচ্চৈঃশ্রবা

প্রাণপণে তার রশ্মি পাকড়ি' ধরিনু পক্ষিরাজে—
পেশীগুলা ফুলে' শিরায় ধরিল গিরা ;
অতি-দুর্দ্দম উন্মদ-বেগ রুদ্ধ করার কাজে
কুঞ্চিত ভাল, আঙুলেতে কালশিরা !

*　　*

ঐরাবতের মত উঠেছিল সাগর-ফেনার স্রোতে,
মহাতেজা সেই দিব্য তুরগবর !
আহার তাহার প্রতিদিন হয় অরুণের হাত হ'তে
তারার প্রাসাদে, আলোর থালার 'পর !

অতুলন গতি ! অমিত মহিমা !—কিছুতে মানে না বশ-
ক্রমাগত ধায় ঊর্দ্ধ-আকাশপানে !
গভীর-স্বনন হ্রেষারবে ভরি' প্রতিপলে দিক্-দশ,
গগনের নীল খিলানে সে খুর হানে !

এই অপরূপ অদ্ভুত প্রাণী—চড়িয়া তাহারি 'পরে,
সুরার পাত্র স্বর্গের দিকে ধরি',
তারার শিখায় মশাল জ্বালায়ে লইয়া যে যার করে—
কবিরা সবাই ছোটে বায়ু সন্তরি' !

তারি নিশ্বাসে বহে মৃত্যুগীতি, গরজয় মহাগান—
সে কি ভয়রাশি, বাসনার সন্তাপ।
পিধান হইতে ঝলসিয়া উঠে তরবারি দ্যুতিমান্—
নৃপতি-হৃদয়ে উলসয় মহাপাপ।

সৃষ্টির শেষ-ভবিষ্যতের প্রলয়ের নীল-রাতে,
মৃত্যু, নিরাশা—দুই দানবেরে বহি'
উধাও ছোটে সে, কালো ডানা মেলি' নিসাড় ঝঞ্ঝাবাতে-
চাঁদ নিবে যায় তাহারি আড়ালে রহি'।

অন্ধমুনির রোদনের রবে, ভীমের কঠিন পণে,
যেমন উচিত—নাসা-বিস্ফার হয়;
কবি যে-ছন্দে বিশ্বরূপের ধেয়ান গীতায় ভণে—
তারি তালে-তালে পড়িছে চরণচয়।

গলিত ফলের উপরে—দেখ, সে নোয়ায় তরুর শাখা,
জননী যেন সে—মৃত-সুত লয়ে কাঁদে।
তাহারি কারণে অশোক-কাননে আনন অশ্রুমাখা।
গান্ধারী তাই নয়নে বসন বাঁধে।

কল্পলোকের যাত্রী মহান্!—থামেনা অর্দ্ধ-পথে,
উড়িছে কেশর, সদাই ত্বরিত গতি।
অসম্ভবেরি অতল-পরশ নহিলে সে কোনমতে
অধীর-গমন-শাসনে করে না মতি।

স্বপন-পসারী

তড়িতের চেয়ে চকিত-গমনে ধেয়ে চলে দিশি-দিশি,
লোকালোক-গিরি-শিখরে সহসা বসে !
হেম-স্যন্দনে বাহন হয় সে, যখন সপ্তঋষি
প্রহরক্লান্ত, বিবশ তন্দ্রালসে !

মহানীল ব্যোমে বিহরে স্বাধীন উদাস অকুতোভয় !
একমুখে ধায় কভু সে মেরুর পানে !
রাশিমেখলার নাগর-দোলায় দোল খেতে সাধ হয়—
ভীম ঘূর্ণনে ভয় নাই তার প্রাণে !

করে সে প্রয়াণ উর্দ্ধ-আকাশে কুজ্ঝটি ভেদ করি',
উতরিতে চায় অসীম-পন্থ-শেষে—
অন্ধ-তমস ঘনমসীময় সঙ্কোচে যায় সরি'
হেরিয়া নবীন দিবালোক যেই দেশে !

অবাঙ্মনসগোচর তাহার সেই পথ হ'তে ফিরে',
অতি-অসহন দহন-দৃষ্টি দিয়া
নিরখি' বারেক ক্ষীণপ্রাণ এই মানুষ-কীটাণুটিরে,
হিম করি' দেয় ভয়-কম্পিত হিয়া !

অশান্ত বটে !—ধরি' তবু তা'য় চালায় আপন পথে,
বহুসাধনায়, কত কবি মতিমান্ !
মহাগহ্বর পার হ'য়ে যায় চড়ি' তায় কোনোমতে,
—জ্ঞানী নয় যেথা এক পা'ও আগুয়ান !

উ চ্চৈঃ শ্র বা

জগত-জনের প্রাণমন শুধু তাহারি শাসন মানে,
যম—সেও নয়ে, হইবারে নির্ভয় !
অরি প্রাঙ্গণ মার্জ্জন করি' সারাদিন-অবসানে
বিদুর নীরবে খুদ-কুঁড়া খুঁটি' লয় !

প্রাণ চমকিয়া যার পথে কভু দেখা দেয় একবার,
সেজন জীবনে পাবেনা সুখের লেশ !
তার দিবসের সকল প্রহরে গোধূলি-অন্ধকার—
প্রাণ জর্জ্জর, নিরাশার নাহি শেষ !

পিঠ থেকে পড়ে' অনেক সওয়ার বহুদূর পশ্চাতে
কোথায় হারায়—ধূলায় ধূসর দেহ !
ক্ষমা সে জানে না, দয়া নাই তার,—ফলে তাই হাতে হাতে
স্পর্দ্ধার ফল—আঁটিতে পারেনি কেহ !

আগুনের-ফুল-ঝলমল-করা বক্ষের দুই পাশ
স্ফুরিত গর্ব্বে, নিজ বিক্রমে ধায় !
বীর ভবভূতি, শেক্সপীয়র, কৌশলে ধরি' রাশ
দিয়েছিল বটে কবিতার বেড়ী পায় !

* * *

আমি তবু তা'র ঘুরাইয়া দিনু ভাবনা সে দিশাহারী—
স্বর্গ-নরক, রাজাদের ইতিহাস !
নিয়ে গেনু তারে—আঁধার-বিলাসী অসীম-আকাশচারী—
মাঠে-মাঠে যেথা ফুল ফোটে বারোমাস !

স্বপন-পসারী

নিয়ে গেনু ধরে' মাঠের মাঝারে সুরভি তৃণের পাশে,
যেথায় মধুর প্রভাতে পুলক-ভরা
ফুটিছে-টুটিছে রাখালিয়া-গীতি চুম্বনে কলহাসে,
অমরার শোভা পলকে ধরিছে ধরা !

নিকটে তাহার নদীতীর-ভূমি, সেখানে লইনু তারে—
যেথায় জনমে সুকোমল পদাবলী !
সুনীল সলিলে কণ্টক শোভে শ্লোকের কমল-হারে,
ত্রিদল-ত্রিপদী ফুটে' আছে গলাগলি !

অক্ষি-গোলকে বিদ্যুৎ হানি' তরঙ্গে তুরগবর,
বিদ্যুৎ সে যে খড়্গ-ফলক প্রায় !
সিন্ধুর বুকে ঝড়ের দাপটে গর্জ্জে যেমন স্বর—
সেইমত তার পঞ্জর উথলায় !

সে যে হাহা করে, ছুটে' যেত পুনঃ অজানার উদ্দেশে,
পৃথিবীর মায়া-বাঁধন কাটিতে চায় !
নীলশিখা সম নিশ্বাস তার ফুঁসিছে সর্ব্বনেশে,
চোখে তার তিন-ভুবনের জ্যোতি ভায় !

সুরার সাধক তান্ত্রিক যত নর-নারী অগণন
সেই সাথে সব চীৎকার করি' ওঠে !
সহসা আকাশে একসারি মুখ গম্ভীর-দরশন—
থির-কটাক্ষ নয়নের পাঁতি ফোটে !

উ চ্চৈঃ শ্র বা

তারকারা এবে জ্বলিতে জ্বলিতে গগনের গম্বুজে
শিহরি' কাঁপিল শুনি' সে আর্ত্তস্বর,
কাঁপে যথা দীপ, রমণী যখন তুলসীর বেদী পূজে,
—থরথরি' হাতে, সন্ধ্যাপবন 'পর !

যতবার রুষি' ঝাপটিল তার দু'পাখা আঁধার-কালো—
আঘাতি' অধীর পাংশু আকাশ-গায়,
ততবার তত তারকাপুঞ্জ নিবা'য়ে তাদের আলো,
গভীর আঁধারে অসীমায় ডুবে যায় !

* * *

আমি তবু তার কেশরের মুঠি ধরেছিনু দৃঢ় বলে,
দেখাইনু তারে স্বপনের ফুলবন—
প্রকৃতি যেথায় বিলাস-লীলায় মুনিদেরো মন ছলে,
জোনাকীরা জ্বলে শিলাগৃহে অগণন !

দেখাইনু তারে ছায়া-তরুদল সুদূর মাঠের শেষে,
আষাঢ়ের-ধারা-পরশে-রঙীন ঘাস—
নন্দন বলি' বাখানে যে ঠাঁই কবিগণ সবদেশে,
যার গানে তারা বাঁশিতে ভরিছে শ্বাস।

এ-হেন সময়ে দেখিলেন পথে কবিগুরু বাল্মীকি,
শুধালেন, 'বাছা, চলেছ এ কোন্ কাজে ?'
কহিলাম, 'তাত ! উচ্চৈঃশ্রবা—এ সেই পৌরাণিকী—
চরাইতে যাই স্বর্গ-তুরগরাজে !'

কলস-ভরা

ফাগুন-বেলা পড়ে' এল বুকটি জলে না জুড়া'তে—
কলস-ভরা শেষ হবে সই, মনের কথা না ফুরা'তে।
শাড়ীর রাঙা-পাড়ের রেখা
জলের তলে যায় যে দেখা,
এখনো যে ছায়ায় নাচে চোখের তারা ঢেউয়ের সাথে!
কালো নদী আলোয়-ভরা, মন যে আমার তাইতে মাতে!

থাকতে নারি জল্‌কে এসে চোখের উপর ঘোমটা বেঁধে,
একটুখানি সাঁতার-খেলায় বিউনি আমার নিইনি বেঁধে।
পদ্মটিরে ভাসিয়ে দিতে,
ভেজা এ-চুল নিংড়ে' নিতে—
একটু সবুর সইবে না তোর! প্রাণ যে আমার উঠছে কেঁদে!
সাঁঝ না হতেই কি হবে তোর আল্‌তা পরে' বিউনি বেঁধে?

এখনো দেখ্ অনেক বেলা—বনের মাথায় জ্বলছে আলো!
গানের তরী যায় যে ভেসে—সুদূর সে সুর শোনায় ভালো!
এম্‌নি কি তোর কাজের ত্বরা?—
সত্যি হ'ল কলস-ভরা!
হ'লই যদি, কাঁখের ও-জল নদীর জলে আবার ঢালো!
জলের কালোর চেয়ে ভালো ঘরের আলো!—বল্ না, হ্যাঁলো?

কলস-ভরা

ফিরব ঘরে অলসপ্রাণে মন্দপদে বন্ধ্যাপারা—
পশ্চিমে ওই ফুলবাগানে তুলবে গোলাপ সন্ধ্যাতারা!
ঘোম্‌টা টেনে লাজের ভানে,
চেয়ে আপন পায়ের পানে,
কলস ভরে' উঠব যখন, আকাশ তখন আলোক-হারা,
যাবার পথে প'ড়বে ঝরে' সিক্ত-দেহের কাঁদন-ধারা!

ঘরের বাঁধন

বেরিয়ে-পড়া এতই সোজা ?—বারে বারে তুই যে বলিস ?
কানুর-পিরীত-নেশায়-রঙীন্ অন্ধকারে তুই যে চলিস্ !
পাঁয়জোরে তোর ঝম্ঝমাঝম্
ছিট্‌কে পড়ে শঙ্কা-শরম !
কাল্-ফণী সে লুটায় ফণা, পায়ের তলায় যখন দলিস্ !
আল্‌তা পরায় পথ যে তোরে, গহন বনে যখন চলিস্
—কাঁটা দলিস্ !

তোমার মাতাল-দেহের দোলায় মূর্চ্ছা হানে বাঘের চোখে !
বাদল-রাতের নিবিড় কাজল গল্‌ছে অলখ্-চন্দ্রালোকে !
আকুল তোমার কেশের রাশে
জোনাক-পাঁতি যখন হাসে—
খুনীর ছুরী, বাঁধন-ডুরি—শিথিল যে হয় ঘুমের ঝোঁকে,
চাইতে নারে কেউ যে তোমার সাগর-নীল ঐ ডাগর চোখে
—পাগল-চোখে !

বেরিয়ে-পড়া নয় ত' সহজ !—সে কাজ শুধু তোরেই সাজে,
ফাগুন-ফুলের মালা গাঁথে যে-জন আগুন-খেলার মাঝে !

ঘরের বাঁধন

মধুবনের মঞ্জরী সে
ভর্‌ছে নিশাস মন্দ-বিষে,
কামনা যার মনের কোণেই গুম্‌রে মরে শতেক লাজে—
বেরিয়ে-পড়া তার কি সাজে নিশীথ-রাতে পথের মাঝে,
স্বপন-মাঝে !

শ্যাম যে আমার নামটি ধরে' ডাক দিল না, হায় অভাগী !
সারা জনম গোঁয়াই একা—মনে-মনেই শ্যাম-সোহাগী !
কুলকে আমি সাধে ডরাই ?
শক্ত করে' তারেই জড়াই !—
বাঁশীর ও-সুর বলছে না ত'—আমার তরেই সে বিবাগী !
নাম ধরে' ডাক ডাকল না ত'—এমন কপাল ! হায় অভাগী !
—ঘর-সোহাগী !

গজল্‌-গান

গুল্‌নার-বাগে ফুল বিল্‌কুল,
নাশ্‌পাতি
গালে গাল দিয়ে লালে-লাল হ'ল
বোস্‌তানে!
ঘাসের সবুজ সাটিনে নীলের
আব্‌ছায়া,
সরাইখানায় মেতেছে মাতাল
খোশ্‌-গানে!
কহিল সহেলি, 'আজ যে গানের
নওরোজা!
ফুল দলে' চল, কেন গো ফলের
বও বোঝা?'
সে কোন্‌ শরাবে করিলি বেহোঁশ্‌-
মস্তানা —
নার্গিসাক্ষি! কি কথা আমার
কো'স্‌ কানে!

বড় মিঠা মদ! ফের পেয়ালায় ভর্‌ সাকী!
হরদম্‌ দাও!—আজ বাদে কাল ভর্‌সা কি?

গজ্‌ল্‌-গান

তার সে ভুরুর একটুকু চাঁদ
আধ্‌-ঢাকা
'রোজা'র উপোস ভেঙে দিল যেন
'ইদ্‌'-রাতে !
রাত হ'ল দিন সেই আতশের
রোশ্‌না'য়ে—
দিন হ'ল রাত, নয়নে নামিল
নিদ্‌ প্রাতে !
ইয়ারা ! তোমার পিয়ালা শপথ—
সেই দিনই
শরাব-খানার পথটি প্রথম
নেই চিনি' !
পথে বাহিরিনু, পিরাহান মোর
মদ-মাখা—
সেই দিন হ'তে ঠাঁই নাই আর
'ঈদ্‌গা'-তে !

বড় মিঠা মদ ! ফের পেয়ালায় ভর্‌ সাকী !
হর্‌দম্‌ দাও !—আজ বাদে কাল ভর্‌সা কি ?

কালো-কস্তুরী—জুল্‌ফি যে তার
ঘা'ল্‌ করে—
বিছার মতন নড়ে সে গালের
গুল্‌বাগে !

স্বপন-পসারী

চিবুকের সেই তিলটি যে তার

দিল্-দাগা' ;—

এতদিনে মোর স্বস্তি-সুখের

ভুল ভাগে।

পিয়ারী! ও তোর ঠোঁটের দু'খানি

লাল চুনী

জুড়াবে দরদ,—আমি সে স্বপন-

জাল বুনি!

মজনুঁর গোরে এখনো যে তার

বুক জুড়ে'

লায়লী-অধর-'লালা'-ফুলটির

মূল জাগে!

বড় মিঠা মদ! ফের পেয়ালায় ভর্ সাকী!
হরদম্ দাও!—আজ বাদে কাল ভর্সা কি?

গোলাব গুলো যে লাল হয় লাজে—

মউ-ভরা

পিয়ালা কা'রেও পিলায়, এমন

দেখ্ছি নে!

পিয়াসী চামেলি বেলী যে মু'খানি

চুণ করে!

কতদূর হ'তে বুল্‌বুল্ আসে
দেশ চিনে'
শিরীন্ শরাব বড় যে রঙীন্ !—
কয় সাকী
যত নেশা হোক্, রাতটি ফুরালে,
রয় তা' কি ?
তোমার সুরত্-সুরায় যে জন
মস্তানা,
হুঁশ হবে তার 'আখেরি-জমানা'-
শেষদিনে !

বড় মিঠা মদ ! ফের্ পেয়ালায় ভর্ সাকী !
হর্‌দম্ দাও !—আজ বাদে কাল ভর্‌সা কি ?

হাফিজের অনুসরণে

আগর আঁ তুরকে শীরাজী
বেদস্ত্ আরদ দিলে মারা।
বখালে হিন্-দুয়শ্ বখ্শম্
সমরকন্দ ও বোখারারা॥

শীরাজের সেই তুরাণী রূপসী
বে-দরদী,
যদি কোনদিন দরদ্ বোঝে এ সুখ-হারার,
লাল সে গালের কালো তিল্‌টির বদলে গো,
দিয়ে দিতে পারি সমরকন্দ বোখারা আর!
যেটুক্ শরাব পড়ে' আছে শেষ—ঢালো সাকী!
বেহেশ্‌তেও সে জায়গা এমন আছে না কি?—
রোক্‌নাবাদের নীল নহরের
কিনারাটি,
গুল্-গলাগলি গলিটি এমন মুসল্লার?
বে-শরম এই ছুঁড়িগুলা সব চারিপাশে,
সারাটা শহর গুল্‌জার করে—ভারি হাসে!
ধৈরয মোর লুটে নেয় এরা—
করিব কি?
তাতার-দস্যু ভেঙে ফেলে যেন ঘর-দুয়ার!

হাফিজের অনুসরণে

পিয়ারা আমার বড় যে রূপসী !—চাহে না সে—
এমন গরীব-অভাজন তারে ভালোবাসে,
কাজ নাই তার সুর্ম্মা-মেহেদী,
জরী-ফিতা—
চায় না পরিতে টিপ্, পুঁতিমালা খোঁপায় তার !
চলুক শরাব, রবাবে ছড়িটি টানো, সাকী !
আঁধার-ধাঁধার জওয়াব মেলে না—জানো না কি ?
কেউ সে বোঝেনি, কেউ বুঝিবে না
কথাটা কি—
সারা দুনিয়ায় পাবে না খুঁজিয়া সমঝ্দার !
য়ুসুফের রূপ দিন দিন যে গো ফুটে' ওঠে,
কুমারী-ধরম শরম যে তার পায়ে লোটে !—
জুলায়্খার ঐ আব্রু এবার
গেল টুটে',
ইজ্জত্ রাখা ভার হ'ল সেই লজ্জিতার !
আখেরে যাদের ভালো হয়, সেই যুবারা যে
প্রাণের অধিক জ্ঞান করে এই ধরা-মাঝে—
বুড়াদের কথা, নীতির বচন !
তবে শোনো—
মন রে ! তোমার প্রাণের কথা সে চমৎকার !
গা'ল দিলে তুমি !—সেই যে আমার ভালো কথা !
বেঁচে থাকো তুমি, এমন সুহৃদ পাব কোথা ?
তবু মনে হয়, চিনি-গড়া ওই

চুনী চুটি

কেমনে ঢালে গো বিষ-কটু এই বচন-ধার!
গীত শেষ হ'ল—সারা হ'ল গাঁথা মোতিমালা।
এস গো হাফিজ! গাও দেখি হেন সুধা-ঢালা—
শুনিতে শুনিতে নিশীথিনী যেন
দিশাহারা,
খুলে' ফেলে দেয় তারার জড়োয়া-সিঁথিটি তার!

ইরাণী

যৌবনেরি মউ-বনে সে মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি,
দুপুর-বিজন ঝরণাতলায় একলা বসে চুল খুলি'।
পূর্ণিমারই ঢেউ উঠেছে রূপ-সায়রের মাঝখানে—
থির রহে না মোতির মালা, উঠ্‌ছে কানের দুল্ দুলি'!

ফুলের ফিতায় বিনায় বেণী ফাল্‌গুনেরি দিনটিতে,
দুষ্ট-অলক বশ মানে যে কঙ্কণেরি কিন্‌কি-তে!
হাত দু'খানি খোঁপার 'পরে, বাহুর বাঁকে জওসমের
ঝুম্‌কো দু'টি দুল্‌ছে, সে কি আলিঙ্গনের ইঙ্গিতে?

মখ্‌মলেরি বিছ্‌না'পরে ঘুমায় কোলে সারঙ্গী,
নীল্-রঙিলা কাচের থালায় আনার-আঙুর-নারঙ্গী—
একটি ছোট টুক্‌রা-ফালি টুকটুকে-লাল তরমুজের
রাঙা ঠোঁটে ঠেকায় শুধু, মুখে দেওয়া বারণ কি?

কালো-ডানার শ্বেত-মরালী!—স্নানের ঘরে হাম্মামে
ছড়িয়ে পড়ে চুলের পালক শুভ্র-তনুর ডান্-বামে!
গোলাবফুলের তাজটি মাথায়, জাফ্‌রাণী-রং পায়জামা—
যুবতী নয়, বালক-কিশোর বস্‌ল এসে তাঞ্জামে!

স্বপন-পসারী

রাতের বেলায় জ্বালিয়ে বাতি মুকুরে তার মুখ ছাখে,
কাঁচল খানি খুলেই আবার মুচ্‌কি হেসে বুক ঢাকে!
দর্পণে সে চুম দেবে তার গালের টোলে লাজ-রাঙা—
ঠোঁটেই পড়ে ঠোঁটের চুমা, তাই ত' প্রাণে দুখ থাকে!

বাসর-দোসর বরের বুকে অঘোরে ঘুম যায় না সে—
স্বপন ভেঙে হঠাৎ জেগে প্রিয়ের পানে চায় না সে;
সুর্ম্মা-ধোয়া দুখের শিশির গোলাব-গালে গড়ায় না—
ফুটলে হাসি বঁধুর মুখে, সুখের গজল্‌ গায় না সে!

আপন প্রেমেই আপ্‌নি বিভোর, পর-পিয়াসা পায় না যে!
রূপের ছায়া ধর্‌বে চোখে—পুরুষ শুধুই আয়না যে!
হাওয়ায়-ওড়া ওড়্‌না-আড়ে দৃষ্টি কি তার দুরন্ত!
গুরু উরুর গুমর-ভরা জোড়-পায়েলা পা'য় বাজে!

* * * *

জ্যোৎস্না-জরীন্‌ ঘাসের ফরাস—ছায়ারা সব কোণ খুঁজে'
'সরো'র সারির তলায় জোটে, নিঝুম রাতির মন বুঝে'।
তারার-চোখে আলোর ধাঁধা—ঠাউরে' না পায় কোন্‌ তিথি
বুঁদ হ'য়ে চাঁদ গড়িয়ে পড়ে বাদ্‌শা-বাড়ীর গম্বুজে!

'নিশি'র ডাকে তখন যে তার মন্‌-মহলের খিল খোলা!
সেতারখানায় কি সুর হানে! দুল্‌ছে নিশার নীল দোলা!
ঝাঁপ্‌টাখানা দুল্‌ছে মাথায়, ফণীর ফণায় মণির প্রায়!
শিরায় শিরায় গানের গমক—সুরের সুরায় দিল্‌-ভোলা!

গানের শেষে হাতটি ধরি, হেনায়-রাঙা তুল্‌-তুলে—
সকল বাঁধন শিথিল তখন, নিবস্তু চোখ ঢুল-ঢুলে!
সাহস-ভরে অধর 'পরে দিলাম চুপে দিল্‌-মোহর—
নুইয়ে প'ল গোলাব-শাখা, ঘুমিয়ে প'ল বুল্‌বুলে!

শেষ-শয্যায় নূরজাহান্

স্থান—লাহোর।

কাল—দিবাবসান।

[প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে রোগশয্যায় নূরজাহান্; পায়ের দিকে খোলা-জানালার ধারে প্রধানা সহচরী জোহরা বসিয়া আছে। ভিতরের দিকে বড় বড় খিলানময় জাফ্রি-দার অতিদীর্ঘ বারান্দা। প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানের একাংশে বিশেষ করিয়া সাইপ্রেস (সরো) গাছগুলি দেখা যাইতেছে। বাহিরে দূরে জাহাঙ্গীরের সমাধি শাহদারা]

জোহরা

সারারাত কা'ল ঘুমাওনি বুঝি ? সারাদিন আজ জাগিলে না যে !
বেলা পড়ে' এল, শাহী-নহবত, প্রহর-ঘণ্টা মহলে বাজে।
নট্‌কান্-রাঙা আলোটি পড়েছে মিনার-চূড়ায় শাহদারায়,
এমন সময়ে তুমি যে গো রোজ বসে' থাকো থির আঁখি-তারায়!
মুয়াজ্জেন্ ওই মস্‌জিদে ধরে সন্ধ্যা-আজান্ মগ্‌রবের,
পিলু-বারোয়াঁয় বাঁশিটি ফোঁপায়—কোথায় বিদায়-উৎসবের!
ফোয়ারায় জল ঢালিছে পাথরে—শোনা যায় যেন আরো সে কাছে!
টুক্‌টুকে-নখ নীলা কবুতর্ আলিসার 'পরে আর না নাচে!
ঘরের দেয়ালে দূর-বাগানের পাতা-ঝিল্‌মিল্ কাঁপিছে ছায়া,
দুধে'-পাথরের খিলানের গা'য় আকাশের লাল মেঘের মায়া!

শেষ-শয্যায় নূরজাহান

ওঠো একবার! নওরাতি আজ—শেষ-নওরোজ হয়ত এই!
এদিনের মত স্মরণ-বাসর তোমার নসীবে আর যে নেই!
পাদিশা-প্রেয়সী নূরজাহান্!

জেগে আছো মাগো—তাই ত'! দেখি যে চোখের কোণায় জল গড়ায়—
গোস্তাখি মাফ্ কর হজ্রত্! প্রাণ যে আমার ভুল করায়!
শুভদিনে আজ চোক চাহিলে না, ওক্ত যে সব বহিয়া যায়!
আজিকার দিনে খোদার দুয়ারে জানাবে না শেষ-প্রার্থনায়?
এইখানে তুমি বসিবে, গায়িব গজল্-ইলাহী—তোমারি গান,
আজ নওরাতি—জ্বালাবে না বাতি? সাজাবে না তাঁর গোলাব-দান?
ওকি হাসিমুখ!—চাহনি তোমার হঠাৎ হ'ল যে কেমনতর!
হঠাৎ অচেনা মনে হয় তোমা!—আজিকে কেন মা এমন কর'?

নূরজাহান্

কেন মিছে ভয় করিস্ জোহরা? তুই যে আমার ছোট বহিন্!
শাহ-বেগমের গরব কোথায়! তোরও চেয়ে আমি অধম হীন।
আজ নওরাতি?—জ্বালাস্নে বাতি মরণ-শিয়রে আমার ঘরে—
যত বাতি আছে জ্বালা'তে বলে' দে শাহান্-শাহার সমাধি 'পরে।
মোর তরে আর নামাজ নাহি রে, পাতিস্ নে আর মুসল্লায়,
বিশ্বপতির দরবারে মোর সকল আরজ্ আজ ফুরায়!
দেহের-মনের ঈদ্গাহে মোর—মেহেরাবে জ্বলে হাজার বাতি,
আজ থেকে তাই অনন্ত মোর চির-মিলনের সে নওরাতি!

স্বপন-পসারী

তুই জেগে থাক্ সেহেলি আমার—শেষ সহচরী!—মাথার পাশে,
বাদামের জলে আফিম্ মিশায়ে দিস্ বারে-বার—যাতনা নাশে!
আজ রাতে আর ঘুমা'ব না আমি, ঘুমেরি মাঝারে রহিব জেগে,
তুই চেয়ে দেখ্—কবরে কখন্ বাতি নিবে যায় বাতাস লেগে!

জোহরা

ঘুমাও ঘুমাও! আর জাগা'ব না, মেজাজ তোমার ভালো যে নাই—
সারাদেহে এ যে আগুনের জ্বালা! উঠিতে আজিকে পার নি তাই?
বক্সীরে আমি খবর করিগে, হাকিম আসেনি এ-বেলা কেন?
মরিয়ম আর সখিনা-বাঁদীরে বলে' দেই—থাকে হাজির যেন।

নূরজাহান্

এত করে' বলি, বুঝিস্ নে তুই! বোস্, কাছে আয়, হয়নি কিছু!
বুড়া হ'লি তবু বুদ্ধি হ'ল না, মিছে ঘুরে ম'লি আমার পিছু!
আজ যে আমার সব ঘুচে গেছে—সব শোক-দুখ, সব বালাই!
এ-বিশ বছর যার ধ্যান করি, কাল তার দেখা পেয়েছি ভাই!
মাফ্ পেয়েছি যে—ছুটি আজ থেকে, হুকুম মিলেছে খোদা-তা'লার,
সকল যাতনা জুড়াইয়া গেছে, অবসান আজ সব জ্বালার!
সারারাত কাল স্বপন পেয়েছি, দিনে তা' জপেছি ঘুমের ভানে,
মগ্‌রব্-বেলা ডাকিলি যখন, শান্তি নেমেছে সারাটি প্রাণে।
আর বেশীখন নয় রে জোহরা, রাতটাও বুঝি হয় না ভোর—
মিছে শোক তুই কেন বা করিস্, আজ শেষ—আজ ছুটি যে মোর!
কাঁদিস্‌নে তুই—এত সুখে তবু কান্না দেখিলে কান্না আসে!
স্নেহমমতার সব শেষ, তবু দুঃখের নেশা ঘুচিল না সে।

জোহরা

কি যে বল তুমি আলি-হজ্‌রত্‌! এত-বড় শোক মানুষে পায়!
কি হ'য়ে, কি বেশে, ধরা হ'তে আজ চুপে-চুপে তুমি নাও বিদায়!
সুখ কোথা রাণি?—মহারাণী মোর! হিন্দ-রাজের শাহ-বেগম!
চেয়ে দেখ, ওই তাঁহারো শিয়রে আলো যেন আজ জ্বলিছে কম!
অগাধ আকাশে ওই যে হোথায় টুক্‌রা যেন সে জরীন্‌ ফিতা—
ওরি মত হাসি তুমিও হেসো না, ভুলে গেলে তুমি আছিলে কি তা'!
আমি যে দেখেছি ওই চুলরাশ রুমাল খুলিয়া পড়িত খসে'—
একাকার হ'ত ঝিনুক-বসানো আব্‌লুসে-গড়া তখ্‌তপোষে!
চোখের পাতার রেশ্‌মী ঝালরে হামামে দাঁড়া'ত জলের ফোঁটা!
সুর্ম্মা আঁকিতে হ'ত না কখনো, হাসিতে ঝরিত মুক্তা গোটা!
ওই হাতে ধরি' হাতিয়ার, ফের আঙলে বুনেছ ফুলের ছবি!
ওই পায়ে তুমি পায়েলা পরিয়া বীর দলিয়াছ!—ভুলেছ সবি?
মরণ-ডঙ্কা কণ্ঠে বেজেছে, বেজেছে সাহানা—পরীর সুর!
চাহনি তোমার শের-মোগলের শরাবের নেশা করেছে দূর!
সেই-চোখে আজ আঁধার নামিছে, সেই-মুখে আজ স্বপন-হাসি—
এত দুখ তব সুখ হ'ল আজ! সেইগুলা ছিল দুঃখরাশি?
কারে ভুলাইছ?—কার কাছে তুমি হাসিয়া রুধিছ চোখের জল?
কায়-মনে আমি সেবিনু তোমায়, আমারে ভুলাতে কেন এ ছল?
ওই হাসি তুমি পোরো না ও মুখে, বাঁধিও না ওই চোখের বাঁধ,
পায়ে মাথা রেখে কেঁদে নিই আজ, মিটাইয়া মোর মনের সাধ!

মরেছে বটে সে ভাইঝি তোমার—আরজমন্দ ভাগ্যবতী,
অমন তখ্‌ত-তাউসে বসিয়া কাঁদে তার লাগি' দুনিয়াপতি!
ষোলটি-বছরে-জমানো অশ্রু জমাট্‌-পাথরে হ'তেছে গাঁথা,
প্রেয়সীর শেষ-শয়ন বিছা'তে মাটিতে বেহেশ্‌ত্‌ তুলেছে মাথা!
দীন্‌-দুনিয়ার মালিক যে জন তাঁর নাকি বড় ন্যায়-বিচার!—
মমতাজ পায় তাজের শিরোপা, নূরজাহানের কাফন সার!

নূরজাহান্‌

চুপ চুপ! ওরে অবোধ ভিখারী! বলিস্‌ নে আর অমন কথা!
আমারি মনের শেষ মলাটুকু তোরও প্রাণে দেখি জাগায় ব্যথা!
যা' ছিল আমার সব ভালো ছিল—খোদার শ্রেষ্ঠ দো'য়ার্‌ দান!
যা' ঘটেছে মোর সারাটি জীবনে, গোড়া থেকে শেষ—সব সমান!
এক তিল তার দেখিনা যে তিত!—সবই যে শিরীন্‌!—করিনা শোক,
সব পাপ-তাপ, দম্ভ-বিলাস—কামনার পথে অমৃতলোক!
জন্ম যাহার পথের মরুতে, মেটেনি প্রথম স্তনের তৃষা—
তনুটি তাহার অনলের শিখা, মনটি যে তার হারায় দিশা!
আগুনের লোভ করেছে যে-জন, আপনি সে-জন ভস্মশেষ!
মন খানি বুঝে' মাতাল যে-জন—পরা'য়েছে সেই রাণীর বেশ!
আমার পিপাসা সেই নিয়েছিল—আপন পাত্র গরলে ভরি'!
ভুলা'য়ে রাখিল হীরার মুকুটে, নিজে তখ্‌তের পায়াটি ধরি'!
কোনো জ্ঞান মোর ছিলনা তখন—কোথায় চলেছি কিসের খোঁজে,
চিনেছিল শুধু একজন সেই, প্রেম যার আছে সেই যে বোঝে!

শেষ-শয্যায় নূরজাহান

রংমহলের হুর্-পরী-দলে নামটি দিল সে—নূরমহল !
ষোড়শীর রূপে মজেছিল সে কি ? যৌবন শেষ—তবু চপল !
আমার মাথায় তাজ দেখিছিলি—দুর্-মর্জান্-মোতি-বাহার ?
তারি শোকে তোর ধারা বয় চোকে ! বেইমান্, দাও দোষ খোদার !
তোর দোষ নেই, আমিও বুঝিনি, দেখিনি তখন এমন ক'রে'—
শাহ-বেগমের নকল খেলায় আসলের নেশা গেছিল ধরে' !
মমতাজ !—আহা, রুহ্ যেন তার খোশ্হালে রয় আল্লা তা'লা !
গগন-সমান গম্বুজ গড়ি' খুরম্ সাজায় অশ্রু-ডালা !
মরণের পরে শোকের নিশানা অমর যে জন করিতে চায়—
আপনারে তার দেয় নি বিলা'য়ে—প্রেমেও গর্ব্ব ! হায়রে হায় !
আমারে যেজন ভালোবেসেছিল, নিজের মাথার মুকুট খুলে'—
হিন্দুর মত প্রতিমায় তার—অর্পিল সব, আপনা ভুলে' !
মহলের নূর ছিল যেই তার' তাহারে করিল নূরজাহান্ !
জীবনেই তারে জয়মালা দিল, ফিরায়ে নিল না আর সে দান !
আল্লারে মোর হাজার শোকর্—চলে' গেল আগে আমায় রেখে—
সেই দিন হ'তে বুঝেছি জোহরা, বুঝি নাই যাহা নিকটে থেকে !
যে-বাতাস তোর নাকের নিশাস তার চেয়ে বড় দখিনে-হাওয়া !—
মরিয়া যেদিন বুঝাইয়া দিল, ছেড়ে দিনু সব দাবী ও দাওয়া।
রূপের গর্ব্বে ধিক্কার হ'ল—মরিল যেদিন শের আফ্কন্,
'নার্' গেল, 'নূর'—সেও ঘুচে' গেল, নির্ব্বিষ হ'ল এ দেহ-মন !
তার পর হ'তে এ বিশ বছর একে একে সব গিয়েছে ধুয়ে,
জীবনের যত সুখ-দুখ-ফুল ফল হ'য়ে আজ পড়িছে নুয়ে !

বোস্তান্ আর গুলেস্তানের রূপটি ধরেছে সব হায়াত্—
সাপ-শয়তান বুল্‌বুল্ হ'য়ে গায়িছে সারাটি জ্যোৎস্নারাত!
যত শোভা,—সে যে বাসনারি রূপ! রূপের জগৎ কী সুন্দর।
বাসনায় বাঁশী বেজে উঠে যায়, ঘুচে যায় তার ইহ ও পর!
আগুনে যেমন সব বিষ যায়, প্রেমেও তেমনি সকলই শুচি—
কামনার কালি তাহার পরশে জ্বল্-জ্বল্ করে—হীরার কুচি!
তবু একটুকু আছিল আমার কলিজার তলে ব্যথার দাগ,
কোনোমতে তারে মুছিতে পারিনি—সেইটুকু ঘোর রক্তরাগ!

জোহরা

আম্মা-বেগম, কহিও না আর—ভয় ভয় করে এসব শুনে'।
এ যেন তোমার জ্বরের খেয়াল, এত জোর পাও কিসের গুণে?
আরে একি হ'ল! দেখ, দেখ!—যেন আগুন লেগেছে শাহদারায়!
এত আলো হোথা কিসে হ'ল আজ? এত বাতি আজ কারা পোড়ায়?
আহা, তুমি কেন?—উঠো না, উঠো না!—আহা-হা, আবার ঘুরিল মাথা!
কি যে চাও তুমি আমারে বল' না। কেন এতখন বকিলে যা'-তা'?
শরবৎ দিব?—ঘুমের আরক?—শামাদান্ তবে শিয়রে দিই?
ও-দেহে তোমার আছে আর কিবা! চোখদুটি এই মুছায়ে নিই।

নূরজাহান্

আমার কাহিনী তুই বুঝিবি না, বুঝেছে সে কথা আর একজন;
দুনিয়ার মাঝে দরদী যেথায়, করিবে অশ্রু বিসর্জ্জন।
যেদিন চেয়েছি কবরে তাঁহার ব্যথায় গুমরি' গভীর রাতে,
অমনি আলো সে জ্বলেছে দ্বিগুণ—আগুনের মত ঝঞ্ঝাবাতে!

একটু সে দাগ কিছুতে মোছে নি—তখ্‌তে বসিয়া ভুলিনি তবু!
তা'ও মুছে গেছে এপারে থাকিতে—স্বপনে সে আশা করিনি কভু!
জানিস্ জোহরা! দর্শন দিতে বসেছি যখন দেওয়ানি-খাসে,
ঝরোকার তলে প্রজারা দাঁড়ায়—সেও দেখি আছে দাঁড়ায়ে পাশে!
সেই আলিকুলী শের-আফ্‌কন্—দৃপ্ত-সহাস, অমন বীর!
বক্ষকবাট যেমন বিশাল তেমনি ললাট, উচ্চশির!—
ম্লানমুখে সে যে রয়েছে দাঁড়ায়ে, ধূলায়-রক্তে ভরেছে বেশ!
বুক-ফাটা সে কি নীরব চাহনি!—কি যেন আরজ্ করিছে পেশ!
মূর্চ্ছার বশে টলিতে টলিতে ঘরে ফিরে' গেছি পাণ্ডাশ মুখে,
চীৎকার যেন গলায় চাপিয়া লাইলীরে মোর টেনেছি বুকে!
কতকাল হল, আর ত' দেখি নি! তবু ভুলি নাই—ভোলা কি যায়!
মরণ-ধূসর মূরতি তাহার মনের মাঝারে মূর্চ্ছা পায়!
সব দুখ যবে সুখ হয়ে গেল, সব সুখ হ'ল মুক্তি-সেতু,
মরণে যখন লভিব বিরাম—সেই হ'ল শেষ দুঃখ-হেতু!
তাঁর সাথে মোর মিলনের পথে মরণেও বাদ সাধিল সেই!
এ কি এ বিষম গজব্ তোমার—প্রেমময়! প্রেমে মাফ্ কি নেই?
কাল রাত্রে তার জবাব পেয়েছি, হুকুম মিলেছে খোদা-তা'লার!
সকল যাতনা জুড়াইয়া গেছে, অবসান আজ সব জ্বালার!
চোক যদি থাকে দেখে নে জোহরা, আজিকার এই সুখের হাসি—
শিশিরে-ধোয়া সে গুল্‌শন্ নয়?—নওশার লাগি' ফুলের ফাঁসি?
আলিকুলী আর আসিবে না ফিরে, আসিলেও আর চিনিবে না সে;
জরা-যৌবন এক যার কাছে—সেই বাঁধি' ল'বে বাহুর পাশে।
এই শাদা-চুলে সিঁথির সীমায় চুমা দিবে সে যে অশেষ স্নেহে—

চিরযৌবন-রৌশন্ রূপ ফুটিবে আমার জীর্ণ দেহে !
জোহরা ! জোহরা !—

জোহরা

কি বলিবে বল, চুপ কর কেন আম্মাজান্ ?

নূরজাহান্

ওই শোন্—ওই !

জোহরা

এশার ওক্ত—মস্‌জিদে ও যে দেয় আজান !

নূরজাহান

না না, ও যে দূর বাঁশীর আওয়াজ !—শোন্ দেখি তুই কানটি পেতে—
মাঝে মাঝে আমি কেবলই শুনি যে—শুনি ওই সুর দিনে ও রেতে !
জ্যোৎস্নায় যেন জুড়াইয়া দেয়—ক্লান্ত নয়ন মুদিয়া আসে,
কখনো গভীর আঁধার-নিশীথ, দুই চোকে দেখি শিশির ভাসে !
না, না—কাজ নেই, সেই ভালো—আমি একাই ঘুমা'ব !—সে যদি কাঁদে
কোথায় !—কোথায় ! দূর—বহুদূর ! মাটির বাঁধনে তা'রে কি বাঁধে ?

জোহরা

আর কথা নয়—চোক জলে ভাসে ! কপালে তোমার হাত বুলাই—
ঘুমাও দেখি মা একটু এখন, আমি বসে' হেথা পাখা ঢুলাই।

নূরজাহান্

তবু, দেহখান—যেখানে সে থাক্—তাঁর দেহ থেকে রবে না দূরে,
দেখিস্ তাঁহার কবরের ছায়া পড়িবে আমার বুকটি জুড়ে’!
ওরা যে বোঝে না, ভাবে—কত পাপ!—কত সে পিপাসা প্রেমের নামে!
শা’জাহান্ তাই বিচারে বসেছে, দিবে না আমারে শুইতে বামে।
আমি ত’ চাহি নি’ মর্ম্মর-বাস—শাদা-ধব্‌ধবে পাথরে-গাঁথা!
ধূলামাটী, সে যে জীবের জননী!—আর কার কোলে রাখিব মাথা?
এই ধরণীর দুলালী আমি যে, ধূলায়-কাদায় ভরি’ আঁচল
ঢেলা ভেঙে আমি বুনেছি ফসল—রাঙা হৃদি-ফুল, অশ্রু-ফল!
শুধু পাশটিতে, একটু সে কাছে,—তা’ও সহিল না শাহজাহান্!
মমতাজ বুঝি দিব্য দিয়েছে? তাজের মহিমা হইবে ম্লান?

জোহরা

ওই দেখ দেখি, ব্যথা নাকি নেই? সব মুছে গেছে—সকল জ্বালা?
বুকের ভিতরে সব চাপা আছে, কপালে বিঁধিছে কাঁটার মালা!
আমি যে তোমার মন ভাল জানি, কেঁদেছি কত যে ও-মুখ চেয়ে—
চোক ফেটে জল দেখেছি গড়ায় আপনি তোমার গণ্ড বেয়ে!
শেষ সাধটুকু, তা’ও পূরিবে না? মানুষের বুক এত পাষাণ!—
পাথরের রূপে মজিয়া করেছে কঠিন আপন কলিজাখান!

নূরজাহান

খসে’-পড়া বড় তারার মতন এতটা আকাশ আসিলে বেয়ে—
লাল হ’য়ে গেল পাণ্ডুর রাতি তোমার দেহের আলোক পেয়ে!

স্বপন-পসারী

চেনাবের তীর—পিপাসা-অথির কেঁদে কেঁদে বয় পাহাড়ে নদী,
তোমার-আমার চেনা সে চেনার—এই গাছ-তলে বস'গো যদি !
বন্-গোলাপেরা চেয়ে আছে দেখ, হাসিমুখে নাই ভাবনাটুক্,
সুন্দরী ওরা, রূপের পসরা !—তবু কোনো দিন পায়নি দুখ !
অশ্রু-শিশিরে আতরের বাস, ঝরা-পাপড়িও কেমন চায় !—
ফুলের মতন হওয়া কি বারণ ?—রূপ র'বে বিনা দুখের দায় !
কি এনেছ ভরি' স্ফটিক-সুরাহি ?—কওসর হ'তে আবে-হায়াত্ ?
তুমি আগে পিও, তোমার আননে এখনো ঘোচেনি কালিমাপাত !
স্বর্গের সুরা এই সে তহুরা !—আনিয়াছ ভরি' আমারি তরে ?
চুমুকে-চুমুকে সব ব্যথা যাবে !   সব স্মৃতি নাকি উদাস করে ?
তুমি চাও না সে !—কোনো দুখ নেই ?—এখনো নয়নে নেশার ঘোর !
কোন্ মদ পিয়ে মাতোয়ারা তুমি—এত অচেতন, হে প্রিয় মোর ?
আমি যে পারি না সহিতে সকল, দাও দাও মোর কণ্ঠে ঢালি'—
শুধু দুখ নয় !—সুখ, সেও যাবে ?—সব বুকখান করিয়া খালি !
শুধু যাবে না সে নূরজাহানের শাহী-দরবার—শের-আফ্কন্ ?
যাবে তারি সাথে কুমারী-মেহের—শাহজাদা—আর সে-চুম্বন ?
নিষ্ঠুর তুমি !—টলিছে না হাত !—মিশা'লে না ফোঁটা আঁখির জল !
ব্যথা নাই তবে, সুখও নাই বুঝি ? তবে কেন এলে—কেন এ ছল ?
'ভালোবাসিয়াছি তোমারে পিয়ারী, তার বেশী মোর চাহি না সুখ,
'কওসর্-বারি তহুরা-শরাব তুমি পান কর, জুড়াও বুক !
'আমার বলিয়া কিছুই নাহি যে—আমার পুণ্য, আমার পাপ—
'যা' করেছি ফের করিতে যে পারি, কিসের দুঃখ, কি পরিতাপ ?

'তুমি পান কর, ভুলে যাও সব, কাঁদিও না আর সে সব স্মরি'—
'মাগিয়া এনেছি তোমারি লাগিয়া এ-পানি খোদার আরশ ধরি'।
'দুখ যদি সুখ না হয় সাধনে, প্রেম—সে যে শুধু পিয়াস-জ্বালা!
'কর পান কর, সব ভুলে যাও! নামাইয়া দাও ব্যথার ডালা।'
আর বলিও না!! বুঝিয়াছি সব—ওরে অভাগিনী অবোধ নারী!
আজ শেষ! আজ সকল গর্ব্ব-অভিমান দিনু চরণে ডারি'!
আমারে কুড়া'য়ে নাও ধূলি হ'তে, গেঁথে নাও বুকে মোতির সাথে—
কণ্ঠে দুলিব, ধুয়ে গেছি আজ তব নয়নের আলোক-পাতে!
মিটিয়াছে ক্ষুধা, চাহি না ও সুধা!—ফিরাইয়া দিও দয়ার দান!
আর জাগিবে না, কাঁদিবে না আর জাহাঙ্গীরের নূরজাহান্!
আজ নওরাতি!—জ্বেলে দেরে বাতি, হেনা দিয়ে দিস্ দুখানি হাতে—
সুর্ম্মায় চোক ডাগর করে' দে—চুমিবে সে মোর নয়নপাতে!

জোহরা

আম্মাবেগম, বাতি নিবে যায়,—জ্বালাইয়া ফের দিব কি তবে?
আকাশে দেখি যে বাদল নেমেছে!—বাতাস উঠেছে—ওমা কি হবে!
ঘুমাইলে বুঝি? ঘুমাও ঘুমাও! কাজ নাই মিছা জাগিয়া আর—
ওই-যা!—হেথায় আলো নিবে গেল! কবর আঁধার শাহদারার!

বেদুঈন

এই দুনিয়ায় ডরি না কাহারে, আম্‌রাই প্রজা আম্‌রা রাজা !
আমাদের গ্লানি হিংসা যে করে—আমাদের হাতে পাবেই সাজা !
তাঁবু আমাদের পশ্চিমে পূবে কালো করে' আছে সফেদ বালি,
শাদা হাতে যেন উল্কির দাগ—পোড়া-হাঁড়ি আর চুলার কালি !
কোমরে-বাঁধা সে ভারী তলোয়ার আধা-সিধা আর আধেক-বাঁকা,
হাতে জল-তোলা দড়ির মতন দীঘল বর্শা রক্ত-মাখা।
বকর্‌-জোসম্‌-মা'দের গোষ্ঠী—জানে তারা খুবই মোদের কিরা—
শত্রু-নিপাত না করে' আমরা ভিজাই না চুল, খুলি না গিরা !
হেজাজ্‌ বংশে ভেজাবে না মুখ ঘোলা কাদা-মাখা 'দেদা'র জলে,
আমাদের উট—দুধে-ভরা-বাঁট, চরে না শুক্‌না কাঁটার দলে !
এই দুনিয়ায় ডরি না কাহারে, আম্‌রাই প্রজা আম্‌রা রাজা !
আমাদের সাধে বাদ সাধে যেই, আমাদের হাতে পাবেই সাজা !

ভোরের তারাটী ওঠে নি যখনো—পাহাড়ের তলে শিকলে-বাঁধা,
হাওয়ারা সবাই ঘুম থেকে জেগে সবে ফের সুরু করেছে কাঁদা ;
বুড়ারা ঘুমায়, জোয়ানেরা জেগে খিম্‌খিম্‌-দানা খাওয়ায় উটে,
পরে পেয়ালায় ঘোড়ারই দুধের শরাব সদ্য ফেনায়ে উঠে।
ভোরের পেয়ালা কানা-ভোর ভরি' হাতে-হাতে দেয় হাসিনা-সাকী,
চোক্‌ জ্ব'লে ওঠে, আকাশেরো কোলে জ্বলে' ওঠে লাল পূবের চাকী !

বেদুঈন

মস্‌লা-বাটা সে পাথরের মত, চক্‌চকে-তেলা ঘোড়ার পিঠে—
মালেক, কায়েস্‌, আমি—তিন জন লাফাইয়া ঠুকি পায়ের গিঁঠে।
ছোট-করে'-ছাঁটা চুলগুলি তার, গলাটী যেন সে তালের কোঁড়া—
পালক-লাগানো তীরের মতন ছুটে' যায় মোর আরব-ঘোড়া।
সাম্‌নে বালুতে দড়ি বুনে' দেয় ঝির-ঝির ধীর ভোরের হাওয়া,
পিছনে কিছু না—সব মুছে যায়, ধূলা-কুয়াশায় যায়না চাওয়া।
ডাহিনে মিলায় মোগেমির-গিরি, সিতাব্‌-কাতান-তবির্‌-চূড়া,
'কানাবেল্‌'-বনে দাঁড়ায় সাথীরা, ধুয়ে লয় মুখে বালির গুঁড়া।
আমার ঘোড়া সে ছোটে পূরা দম—টগ্‌ বগ্‌ সেই আওয়াজ বা কি!
বন্‌ বন্‌ বেগে উড়ে যায়, যেন ছেলেদের হাতে ঘুরণ-চাকী!

মাজেল্‌-পাহাড় ওই দেখা যায়,—হোথা কেহ নাই, কেহই নাই।
ওইখানে ছিল তব্‌রেজ্‌-দলে দুধে-ধোয়া এক চমরী-গাই।
দড়ি-দড়া-খুঁটি উপাড়ি' তুলিয়া চলে' গেছে কোন্‌ ভোরের রাতে,
রুটি সেঁকিবার পাথরের টালি ফেলে গেছে শুধু তাঁবুর খাতে।
নীল শিরা যেন ডেরার নিশানা লেগে আছে ওই বালির গায়,
থমামের পাতা ঝরে' গেছে সব, মুড়া তালগাছ—হায় রে হায়।
ওগো সুন্দরী সোখাম্‌-কুমারী—নবারা! আমার নয়ন-তারা!
কোন্‌ বালিয়াড়ি-গিরির আড়ালে, সব্‌জির বাগে হইলে হারা?
উটের দোলনে দুলে' দুলে' কেঁদে, হুম্‌ড়িয়া ভেঙে বালির ঢেউ,
কোন্‌ দূর কালো রাত্রির দেশে চ'লে গেছ তুমি—জানে না কেউ!
নিঝুম মরুর কোথা সাড়া নেই, শব্দ মিলায় পায়ের তলে—
তোমারি গোঙানি-ফোঁপানির তালে ঘুন্টি বাজে সে উটের গলে!

স্বপন-পসারী

বুঝি বা সে-দিন আকাশের জিন্ তুলেছিল নীল-তাঁবুর সারি—
পর্দ্দার ফাঁকে হাত-ছানি দেয় দশ আঙুলের ঝিলিক্ মারি'।
হঠাৎ তাদের তলা থেকে যেন আগুনের ধোঁয়া এগিয়ে আসে,
মাথার উপরে মেঘ-শকুনেরা ডানা মেলে যেন হাওয়ায় ভাসে!
মুখখানি গুঁজে' প'ড়েছিলে গিয়ে কোন্ সে কঠিন পাহাড়-পায়—
কত কি যে লেখা ভীষণ আঁখরে রাজাদের নাম তাহার গা'য়!
সেইখানে বুঝি ফুরিয়েছে সব, শত্রুর হাত এড়া'তে গিয়ে—
চলে' গেলে তুমি রাত্রির দেশে ঐ আকাশের কিনারা দিয়ে!

দূরে দেখা যায় ওই যে দেয়াল, মিনার উঠেছে কুয়াসা ফুঁড়ে'—
খাপ-খোলা যেন খাড়া তলোয়ার—আলোটা ঝলিছে তাহার চূড়ে!-
হিন্দার বেটা অম্‌রু হোথায় পেতেছে শহর—গোলাম-খানা,
ওইখান থেকে—বাচ্ছা বাঁদীর!—আমাদের 'পরে দেয় সে হানা!
মাটির বুরুজ, পাথরের টালি, দুয়ারে শিকল, লোহার বেড়া—
ফাটকে-আটক বাস করে হোথা হাজার হাজার মানুষ-ভেড়া!
ঘরে-ঘরে করে দুষ্‌মনী ওরা, পিঠে মারে ছুরী পিছন থেকে!
বুকে বল্লম বেঁধেনি কখনো—লড়াই-এর কথা কাগজে লেখে!
কমজাত্ যত!—রক্ত রেখেছে ঠাণ্ডা দেহের পিপেয় ভরে'—
এক শরা তার্ করেনি খরচ, বুড়ো হ'য়ে শেষ শুকিয়ে মরে'!
রং-বেরঙের সাজ করে ওরা, শাদা-চোখে হয় সুর্ম্মা-টানা!
মজলিসে বসে' মিঠে মদ খায়, পিঠে ঠেস দিয়ে তাকিয়াখানা!
রেশম পশম মুক্তার মালা ঘরে বসে' ওরা সওদা করে,
খুনের বদলে সোনার টাকায় ভোলায় ইমন্-সওদাগরে!

বেদুঈন

ভোর হ'তে সাঁঝ, সাঁঝ হ'তে ভোর, ভন্-ভন্ করে মাছির পারা,
দিল-তোলপাড় জান্-আন্‌চান খুনের সোয়াদ পায় নি তারা!
বান্দামহলে সর্দ্দারী করে হিন্দার বেটা অম্রু-রাজা—
আমাদের পায়ে জিঞ্জির দেবে!—শির-দাঁড়া দেখি বেজায় তাজা!
একবার পাই!—দাঁতে টুঁটি কেটে খাল খানা তার ফেলাই ফেড়ে!
হাড়-মাস করি পাখীর খোরাক, মুণ্ডুটা ফেলি বালিতে গেড়ে!

খুনে জ্বলে' ওঠে বাজারে আগুন, সাপটিয়া ধরি ঝড়ের ঝুঁটি।—
আশ্‌মান-জোড়া পেয়ালায় মোরা রৌদ্র-শরাব দুপুরে লুটি।
বালির পাথার-কিনারায় ওঠে ঢেউ সে—মোদের তাঁবুর সারি,
পলকে মিলায়, কোথা ভেসে যায়!—দেখেছে এমন দুনিয়াদারী?
মাটির বাঁধনে বাঁধে না মোদের, পথহারা মরু-পান্থ মোরা?
বালির মালিক!—বুনিয়াদ কোথা? কোনোখানে নেই স্মৃতির ডোরা!
ঘর-বাঁধা আর মন-বাঁধা আর জান-বাঁধা-রাখা কাহারো কাছে?—
ধিক্ ধিক্ ওরে হিন্দার বেটা!—মোর হাতে তোর মৃত্যু আছে!
শম্‌শের?—সে ত' মেয়েদের হাতে পাক-দেওয়া ফিতা রেশ্‌মী দড়ি!
ঝক্‌ঝকে-মুখ বল্লম?—সে ত' ছেলেদের হাতে খেলার ছড়ি!
মরণের ভয় নেই আমাদের, মুর্দ্দার তরে কে শোক করে?
বড় ঘৃণা হয়—মরদ কেহই মরে' উঠে' লড়ে' ফের না মরে!
'নূর' কাজ নেই! 'নার' চাই মোরা—জীবনের সার উত্তেজনা,
ফুঁসে-ওঠা শুধু জ্বল্-জ্বল্-চোখ—একদম-খাড়া সাপের ফণা!
একটী নিমেষে শেষ ক'রে দেওয়া, বোমার মতন কলিজা-ফাটা!
এক চীৎকারে দম ছুটে' যাক্!—এক লাফে শেষ রাস্তা-হাঁটা!

স্বপন-পসারী

চুপ ক'রে থাকা মাটি পানে চেয়ে, একঘেয়ে বাঁচা দিনের দিন—
'আয়লা'র মাঠে সোঁতার মতন শুষে' যায়, শেষে থাকে না চিন্!
বুজ্‌দেল্ যত কমবক্তেরা!—চোরের মতন বাঁচিবি কি রে!
এই হাতে আয় গর্দ্দান নিই, এই ছোরা আয় বসাই শিরে!
বান্দার দল! গর্ব্ব কিসের? আমাদের চেয়ে তোরা না বড়!
বুকের রক্ত মাথায় ওঠেনা, শিরাও ফোলে না—কাঁদনে দড়!
পাঁজরে বিঁধিলে বর্শার ফলা—ভেঙ্গে যায় যবে হাড়ের পাশে,
দাঁতে ঠোঁট চেপে রক্ত গড়ায়, তবুও মোদের কান্না আসে?
জোয়ান যে-জন শত্রু জিনিয়া বেঁধে নাহি আনে দু'দশ বাঁদী,
রমণী তাহার ধিক্কার দেয়, তাঁবুর দরজা রাখে সে বাঁধি'!
হারিয়া যে-জন পলাইয়া আসে, লুঠের বখ্‌রা ফেলিয়া দিয়া—
সন্তানে তার আছাড়িয়া মারে, স্তন মুখ হ'তে কাড়িয়া নিয়া!
চোখের ভিতরে কুটার মতন শত্রুর রিষ বুকেতে পোষে—
আপনার হাত ছুরিতে কাটিয়া খুন দেখে লয় অধীর রোষে!
রাত্রে যখন পুরুষেরা ফিরে' মদের পেয়ালা ভরিয়া তোলে,
বীরের জবান শুনিয়া তাদের মাতালের মত দেহটা দোলে!
দুনিয়ার সেরা আওরাত এরা—রমণী মোদের, কন্যা, মাতা—
এদের কণ্ঠে শিকলি পরা'বে? অম্‌রু, তোমার কয়টা মাথা?

ওই দেখা যায়, চলিয়াছে কা'রা 'ওগারা'-বনের পথটা ধরে'—
উটের বহর দুলে' দুলে' চলে, বালির উপরে ছায়াটা করে'!
নামাল জমির পা'ড় বেয়ে চলে, কখনো আড়াল, কখনো নীচু—
মালেক, কায়েস্ ওই যে হোথায়!—আরও তিন জন নিয়েছে পিছু!

বেদুঈন

এই ত' আগুন-খেলিবার বেলা, খুনের ওক্ত বাতাসে বাজে—
চরাচরময় তলোয়ার যেন আকাশে ঘুরায়ে কে ওই ভাঁজে!
খুনে-রোদ্দুর দু'চোখে আমার ঠিকরিয়া হানে আলোর ধাঁধা,
ঠেলা দেয় বুকে আগল ভাঙিতে—পাগল রক্ত মানে না বাধা!
ঝিম্-ঝিম্ করে আকাশ-কিনারে অলখ-সেতার আগুন-গানে!
মায়াবী-মরুর ইবলিশ ওই আর না কাহারো শাসন মানে!—
দিকে দিকে নাচে তা-থেই তা-থেই, বালু-দেহ ধরি', দু'বাহু তুলি',
এক পায়ে শুধু আঙুলে দাঁড়ায়ে শিস্ দেয় দেখ ডাহিনে দুলি'।
তখনি আবার লুটাইয়া পড়ে, কিছুখন রহি' পারিল না যে—
সারাটা আকাশ একখানা যেন ঝাঁঝরের মত ঝিমিকি বাজে।

'হুর্ হুর্-হু-উ—' ডাকে দূরে ওই সাথীরা আমায় বর্শা তুলি',
রক্তে আমার তুফান তুলেছে, বক্ষ আমার উঠিছে ফুলি'।
আগুনের কণা দু'দিকে ছিটায়ে বাতাস ফুঁড়িয়া ছুটেছে ঘোড়া,
মাথার উপরে চাকা ঘুরে' যায়, বোঁও-বোঁও করে কানের গোড়া।
ওরা আসে ওই।—ওই যে হোথায় দাঁড়াইল নামি' বালুর 'পরে,
মেয়েরা র'য়েছে উটের উপরে পর্দ্দায়-ঘেরা হাওদা-ঘরে।
'হিরা'য় চলেছে?—নোমানের প্রজা? গিয়েছিল কোথা বাঁদীর হাটে—
রূপ-জহরতে বোঝাই নিয়েছে, সোনা বেশী আর নেই ক' গাঁটে।
চট্‌পট্ সেরে নাও এই বেলা—আকাশে দেখি যে আঁধির ঘটা!
—হয়রান্ করে আরে বদ্‌জাত্! ছিঁড়ে ফেলে দিই মুণ্ড ক'টা।
কেয়াবাত! আরে সাব্বাস্ ভাই!—লড়াই? বাহবা!—এই ত' চাই!
খুন্-পিচ্‌কিরী চোখে মুখে দাও—জান দাও, জান নাও রে ভাই!

স্বপন-পসারী

খাঁ-খাঁ চারিদিক,ঝাঁ-ঝাঁ ঝিমি-ঝিমি—আওয়াজ যেন সে আলোয় বাজে,
চিঁহিঁ-হিঁহিঁ-হিঁহিঁ—চীৎকার, আর হুঙ্কার ঘন তাহারি মাঝে !
আরে এই বার—বাস্ !—বল্লম ঢুকে গেছে কেটে মাথার খুলি—
কাঠের হাতল শিহরিয়া ওঠে, শিড়-শিড় করে আঙুলগুলি।
ফাঁক হ'য়ে গেল মাথার খিলান, চক্ষু-কোটর রক্তে ভরে—
মুঠা-মুঠা যেন নার্গিস-ফুল কুটি-কুটি হ'য়ে তু'ধারে ঝরে।
পর্দ্দার ফাঁকে একখানা মুখ পলকে বাড়া'য়ে লুকা'ল ফের—
চোখে জল তার, হাসিমুখ তবু !—এমন তামাসা দেখেছি ঢের।
ছাঁৎ ক'রে তবু খুনের আগুন নিবে' গেল যেন নিমেষ তরে—
চোখ-জ্বালা-করা লাল কুয়াসায় ফিকে জাফরান-রংটী ধরে !
বাহবা !—অম্নি মেরেছে পাঁজরে দুষ্‌মন ওই জোর্‌সে ছুরী।—
ভেঙ্গে গেল সে ত কাঁটার মতন—লাথি খেয়ে নিজে পড়িল ঘুরি'।
ঝুঁটি ধরে' তার মাথাটা নামা'য়ে লইল মালেক একটা ঘা'য়ে—
ধড়ফড় করে ধড়টা শুধুই, ঠোকাঠুকি করে তুইটা পায়ে।
সব শেষ ! আর একটা মরদ খাড়া নেই, সব ভির্মি গেছে ;
নাও দেখে নাও, জেবে ও থলিতে, ছালার ভিতরে কি সব আছে।
মদের মোশক, চামড়ার শিশি, ডোর-কাটা ওই ঘাগ্‌রিগুলা।—
ওরে আর নয় ! আঁধির পাহাড় দেখা যায়—ওই উড়েছে ধূলা।
সব পয়মাল—লোকসান ভাই ! দিন যে নিবায় তুপুর-রাতে —
লক্ষ ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে আসে কারা ওই চাবুক হাতে।
শুধু ওরি হাতে নিস্তার নেই,জিন-সর্দ্দার পাগলা ও যে,
ওর সাড়া পেয়ে আশ্‌মানে ওই দিনের মালিকও আড়াল খোঁজে !

বেদুঈন

থাক্ প'ড়ে থাক্ উটের বোঝাই, সারি সারি ওই গোলাব-দানি—
পেয়ালা ভরিতে ঘাগ্‌রি ঘোরাতে বড় মজবুত—খুব সে জানি।
তবু ফেলে চল্—দেখ না দখিনে ডাকাতের দল গর্জ্জে' আসে,
দাপটে তাদের আলোর ফোয়ারা কালো হ'য়ে যায় ধোঁয়ার রাশে—
ছেড়ে দাও ঘোড়া, রাশ ফেলে দাও, ছুটে' যাক্ ওর যেথায় খুশী—
আরে বেল্লিক ! কি হবে এখন হাওয়ার উপরে বৃথায় রুষি' !
কথা না বলিতে ছুট দিল দেখ !—জানোয়ার নয়—এরা যে পরী,
বাতাসেরও আগে আগাইয়া যায়, বিপদের পানে পিছন করি'।
গলাটী বাড়ানো—সিধা একরোখা, রক্ত-চক্ষু ঠেলিয়া ওঠে,
চার-পায়ে বাজে একটী আওয়াজ, যেন সে মাটীতে ঠেকে না মোটে !
এইবার এল !—দমকি' দমকি' বালির ধাক্কা ধমক মারে,
একখানি কালো কাফনে ঢাকিল দুনিয়ার মুখ অন্ধকারে।
বাপ, একি জ্বলে ! চোখে-মুখে লাগে বালির কণা যে আগুন-দানা !
তারি মাঝে তবু ছোটে দিশাহারা, বাহাদুর দেখ—মানে না মানা।
কোন্ পথে যায় কিছু বুঝি না যে, যায়—শুধু এই সাড়াটী আছে,
আর সবাকার হাল কি যে হ'ল !—কত দূরে তারা রহিল পাছে !
আঁধির জোয়ার থেমে গিয়ে শেষে একাকার হ'ল রাত্রি-দিবা—
আকাশের কানা ছাপায়ে এখন থির হ'য়ে দেখ রয়েছে কিবা !

থেমে যায় কেন হঠাৎ এখানে ? দম হারাল কি ?—লুটাবে ভূঁয়ে ?
ঘাড়-বুক এ যে ফেনায় ভ'রেছে ! এখনি সটান পড়ে বা শুয়ে !
জিতা রও বেটা !—মেরি জান্ ওহো !—বুক রাখ্ তুই আমার বুকে-
আর কোথা নয়, এক পা'ও নয় !—নহিলে আবার পড়িবি ধুঁকে' !

স্বপন-পসারী

ঘোর কেটে যায়, আঁখিও ফুরায়—এইবার বুঝি ফর্সা হয় ?
সর্-সর্ করে' পাতার উপরে বাতাস যেন না হোথায় বয় ?
শুক্‌নো ডালের খড়্ খড়্, আর পাখীর পাখার শব্দ ও যে !
—ওরে শয়তান ! সারা ময়দান ছুটেছিলি বটে ইহারি খোঁজে !
ওই দেখা যায় ওশারের সারি, খেজুরের বন ওই যে হোথা—
এ যে দেখি সেই ওগারা-বাগান !—এমন ছায়াটী নেই যে কোথা !
কালো-পশমের বোর্‌কা ছিঁড়িয়া দেখা দিল মোর সব্‌জা-হুরী—
নাকে-মুখে মোর পিয়ালা পিয়ায়, পুরাণো সে গান হাওয়ার পুরি'।
আয়, দুইজনে মুখ দেই জলে, পান করি ওই পিয়াস-পানি—
ঝর্ণা-ঝরা ও 'দারাত-জুলে'র খুব চিনি নীল আয়না খানি।
এইখানে এলে ঘুম্-ঘুম করে—দেহখানা যেন এলিয়ে যায়,
আগেকার কথা সব মনে পড়ে, কে যেন কোথায় লুকিয়ে চায়।
না না, মনে হয়—এখনি ছুটিয়া ফের বুকে কা'রো বসাই ছুরি !
ছায়া-শরবৎ লাগে না যে মিঠা, গন্ধটুকুন্ গিয়েছে চুরি।
সেই মুখ, আর সেই চোক, আর চাউনি সে তার ভুল্‌ব না যে—
বাচ্ছার পানে হরিণীর মত ফিরে-ফিরে চাওয়া পথের মাঝে।
এই বনে, ঠিক ওই খানটীতে—জলের কিনারে প্রথম দেখা,
হয়রাণ হ'য়ে কেড়ে নিয়ে শেষে কত দূর ছুটে গেছিনু একা !
বুক ছিঁড়ে ফের কেড়ে নিয়ে গেল দুষ্‌মন্—তা'র তালাস করি,
এই ছোরা তার ছাতিতে বসা'ব,—শান দিই দশ বছর ধরি' !
বুড়া হই—তবু মরিবার আগে একবার যদি ভাগ্যে জুটে,
সারাটা জোয়ান-বয়স আমার ছুরীর মুঠাতে আসিবে ছুটে'।

বে দু ঈ ন

অনেক দেখেছি, অনেক খেলেছি—আওরাত নিয়ে দিলের খেলা,
বর্শার চেয়ে ফর্সা-হারাণো চোট পেয়েছিনু তাহারি বেলা।
তারি মুখখানি মনে করে' আমি গান বেঁধেছিনু দিওয়ানা হ'য়ে—
তেমন ব্যথা যে পাইনি কোথাও,—ছুরি-ছোরা? সে ত' গেছেই স'য়ে!
বড় ঘুম পায়, সেই গান গেয়ে ঘুমাই খানিক ঠাণ্ডা ঘাসে—
'দারাত্‌-জুলে'র নামে গাঁথা সেই সুরটী পরাণ ছাইয়া আসে।

গান

ঠোঁটের কুঁড়ি সিরিঙ্গা-ফুল, চোখের দুকোণ রাঙা,
দড়ির মতন মিহিন মাজা, হাসি ডালিম-ভাঙা।
রংটী যে তার খেজুর-মেতি চাইতে চমৎকার—
তাঁবুর-ডেরায়-আগুন-দেওয়া রূপের জলুস্ তার।
চম্‌কে ফিরে চাইলে পরে
রাতের আলো দিনেই ঝরে!
মুখের হাওয়ায় সুবাস হারায় ইরাক্-দেশের গুল্!
চুমার সোয়াদ—হায়রে, সে যে তুহার জলের তুল!—
দিল্-দরদী নীল-দরিয়া দারাত-জুল্-জুল্।

উটপাখী তার ডিম-জোড়া কি লুকায়েছে ঐ বুকে?
নাচতে গেলে পলার মালা দুই দিকে যায় ঠুকে'।

স্বপন-পসারী

কাঁধ বেয়ে সে খেজুর-কাঁদি—মেহেদি-রং চুল—
কোমর-বাঁধন পেরিয়ে যে যায়—পিয়াসে আকুল !
ধ'রলে কাঁকাল মুখ সে ফেরায়,
বাপের চেয়ে ভাইকে ডরায়,
কইতে কথা থম্‌কে' থামে বোল-বলা বুল্‌-বুল্‌,
গলার আওয়াজ ঠিক যেন সে তোমারি কুল্‌-কুল্‌ !—
দিল্‌-দরদী নীল-দরিয়া দারাত-জুল্‌-জুল্‌।

গাল দু'খানি টুক্‌-টুকে হয় যখন শরাব পিয়ে,
বড় নরম নজর যখন আধেক বুঁজে' গিয়ে—
জায়েদ্‌ তখন খেয়াল হারায়, দব্‌দবিয়ে রগ
নেশায় আগুন ভেল্কি লাগায়—দিল্‌ করে ভগ্‌মগ্‌।
সবার মাঝে লাফিয়ে পড়ে'
ছিনিয়ে নে' যাই ঘোড়ায় চড়ে'—
পিঠে যখন বর্শা হানে—বুকে জড়াই ফুল !
তুহার পানেও চাইনে ফিরে', এম্‌নি সে হয় ভুল !—
দিল্‌-দরদী নীল-দরিয়া দারাত-জুল্‌-জুল্‌।

* * * *

ঘুম ভেঙে যায়, ওকি ও হোথায় ?—আঁধারে কে দেয় মশাল জ্বালি' !
রূপালি জলের ঝাপটায় ধুয়ে সাজায় আকাশে তারার ডালি।
রাত হয়ে গেছে, হাওয়ারা আবার থেকে থেকে সব ঘুমিয়ে পড়ে,
ধূ ধূ চারিধার। শাদায়-কালোয় ঢেউ তুলে' যেন বাতাসে নড়ে।

বেদুঈন

কালি-ঝুল-ভরা খেজুরের ডাল, পিছনে সোনার মদের বাটী—
নীল শামিয়ানা উপরে দুলিছে, নীচে বালি-মোড়া দরাজ পাটী!
পরীদের রাণী ঘুম থেকে উঠে' খোলা পেশোয়াজ পরে না আর—
আশ্‌মান-গাঙে সিধা ঝাঁপ দেয়, দেখ না কেমন হ'তেছে পার!
স্বপনের মত শরাবের নেশা বিলাইছে দেখ আলোর সাকী।
সারা দুনিয়াটা গুল্‌জার করে, বুঁদ হ'য়ে যায় বনের পাখী।
এত আলো, তবু চোখে বেশী লাগে ছায়াটী—কেমন প'ড়েছে ঘাসে!
এত ঘন, আর এত কালো—সে যে দোসরের মত র'য়েছে পাশে।
দূরে মাঝে মাঝে ঢালু বালুচর চক্‌-চক্ করে জলের মত—
পিপাসায় ভুলে' ঘুরে' উ'ড়ে যায়, ডানা ঝেড়ে' ওই পাখীরা কত।
এত রাতে আর কাজ নেই মিছে কত দূর সেই তাঁবুতে ফিরে',
ঘোড়া হুঁশিয়ার—কান খাড়া রেখে চরিবে হেথায় আমারে ঘিরে'।

রাতের চেরাগ নিবে' গেলে হ'বে এই ময়দানে আরেক খেলা—
তুফানী হাওয়ায় সওয়ার হ'য়ে ছুটিবে কাহারা নিশীথ-বেলা!
মরে' গিয়ে তবু গোরের আঁধারে ঘুম নাহি যায়—বেড়ায় রুখে',
দীঘল বর্শা আকাশে হানিয়া রক্ত ছুটায় তারার মুখে।
হুস্‌-হাস্ করে' কালো কালো ছায়া পলক ফেলিতে নিরুদ্দেশ—
জীবনে যাহারা বাঁচিতে জানেনি, মরাও তাদের হয়নি শেষ!
সাঁচ্চা জবান, জোয়ানের বাহু, বল্লম আর ঘোড়ার রাশ,
দুষ্‌মন-লোহু, দোস্তি-শরাব, আর খুলে-রাখা থলির ফাঁস—

এই সব নিয়ে খোশ্‌নাম যার রটেনি কখনো আপন দলে,
বুজ্‌দেল আর কম্‌জোরী হয়ে লুটিল না কিছু আকাশ-তলে—
হাল দেখ তার—হাওয়ায়-ছায়ায় হায়-হায় করে, ঘুম যে নাই।
মরদ্‌ না হয়ে, মুর্দ্দা হয়ে সে সারা ময়দান ঘুরিছে তাই।

পূর্ণিমা-স্বপ্ন

মন্দ পবন বহিছে হেথায়,
সন্ধ্যা-তপন ওই ডুবে' যায়
সোনালি মাখা'য়ে মেঘে,
ফুলেরা উঠেছে জেগে।
রজনীগন্ধা-হেনার সুবাস
বিবাহের স্মৃতি—সুখ-অধিবাস
জাগাইছে আজ মনে,
পরশিছে মুখে বাতাসের শ্বাস
বহুবিধ চুম্বনে।

পশ্চিমে ওই বরণ-বিথার—
যেন নহবত-গীতি-উৎসার
অস্তাচলের বুকে ;
নয়ন আমার করে তাহা পান
মধুর স্বপন-আসব সমান।
সেই গানে টুটে বকুলের প্রাণ,
সেই সুরে ছোটে আবীরের বান
সন্ধ্যামণির মুখে।
লাল হ'য়ে উঠে গোলাপ-আনন,
ফুটি'-ফুটি' করে শেফালির মন
সোনার বোঁটায় সুখে ;

স্বপন-পসারী

চলে' গেছি আমি স্বপনের পুরে—
জাগর-জীবন হ'তে বহুদূরে,
জগৎ-সীমার শেষে ;
নীল-ফুলে-ভরা কুঞ্জ-বিতানে
চেয়ে আছি আমি কার মুখপানে—
হ'য়ে গেছি ভোর রূপসুধাপানে,
চেয়ে আছি অনিমেষে

থির-বিজুরীর জ্যোতির বিভাস !
মাণিক ঠিকরে—অনুপম হাস,
কথা নাহি কিছু তা'য়—
নিখিল-মর্ম্ম-নীরব-আভাস
ভাসে আর ডুবে' যায় !
যে কথা বলিতে কথা না জুয়ায়,
মুখর কণ্ঠ মূক হয়ে যায়,
নাহি শ্রবণের অধিকার যা'য়,
নয়ন শুনায়, নয়ন বুঝায়—
সুন্দর সেই বাণী,
—তাহারি আভাস খানি
ও-রূপ মাঝারে যেন চমকায়,
স্বপন ধন্য মানি।

পূর্ণিমা-স্বপ্ন

রূপের প্রভায় ঝলসে নয়ন—

সীমা নাই, সীমা নাই।

এক-এক করে' করিয়া চয়ন

দেখাবার নহে তাই।

সে ত' নহে শুধু দেহ-বিভঙ্গ,

কালো-আঁখি আর কেশ-তরঙ্গ,

বিম্ব-অধরে মুকুতা-সঙ্গ,

সে যে সবই রূপ!—সে যে অনঙ্গ—

দিব্য আলোক-বিভা!

শেষ-দিগন্তে পূর্ণ-প্রকাশ দিবা!

স্বপন মিলা'য়ে যায়,

জাগিতেছি পুনরায়;

নীলফুলে-ভরা কুঞ্জ-বিতানে

চেয়ে নাই আর রূপসীর পানে,

ধীরে উদিয়াছে ওই যে ওখানে,

আলোকিয়া নীলিমায়-

পূর্ণিমা চাঁদ! স্বপন মিলা'য়ে যায়।

কল্পনা

কবি যারে কাব্যে লেখে, পোটো যারে পটে—
কল্পনা সে নয় শুধু, জগতেরও বটে !
দুই জনই দেখিয়াছে চোখ দিয়ে তারে—
বিস্ময়ে ব্যাকুল তাই, তাই বারে-বারে
ছন্দ আর রূপ আর সঙ্গীত-কলায়,
কতবার কতরূপে ধরিবারে চায়।
সেই সত্য, সেই রূপ এত সীমাহীন—
জীবনের উষা হ'তে সন্ধ্যা, সারাদিন,
কত সুরে কত রঙে নারিল ফুটাতে,
কল্পনাও হার মানি' রহিল লুটাতে !
সেই সত্য এতবড়,—ক্ষুদ্র হয়ে গেল
কবির কল্পনা, তুলি শীর্ণ হ'য়ে এল !
কবি সে কাঁদিয়া মরে, শিল্পী উনমনা ;
মোরা বলি' এ'ও বেশী—এ শুধু কল্পনা।

প্রেম ও সতীধর্ম্ম

তোমায় স্মরিলে লাজে মরি যে, পাঞ্চালি !
পঞ্চস্বামী-গর্ব্ব যার সে কি আর সতী !
সবা'পরে সমচিত্ত—সকলেই পতি,
নির্ব্বিকার, সমভাব—সতীত্বের ডালি !
তাই সে ভারত-কাব্যে পৌরুষ প্রজ্বালি'
উদ্বোধিলে বীরবৃন্দে নায়িকা-মূরতি।
নহ—নারী, প্রেম তোমা করেছে প্রণতি
দূর হ'তে—তুমি তারে তর্জ্জনী সঞ্চালি'
করেছ বিদায়।   বীরের সহধর্ম্মিণী
তুমি শুধু—নারী-ধর্ম্ম প্রেম সে কোথায় ?
তা' হ'লে পারিতে কভু হে বরবর্ণিনি,
লভিতে সতীত্ব-খ্যাতি—কুখ্যাতির প্রায় ?
কা'রেও বাস নি ভালো, হে পঞ্চরঞ্জিনী,
তোমার সতীত্ব—সে যে কেবলি বৃথায়।

তবু কবি—সত্যদর্শী ঋষি-সুত যিনি,
ব্যাস সে বিশালবুদ্ধি, প্রণমি তাঁহায়—
একটু কলঙ্ক ঢালি' সতীত্ব-প্রভায়
করিলা তোমারে তবে মানস-মোহিনী-

স্বপন-পসারী

বেদনাকামনাময়ী মানব-গেহিনী।
অর্জ্জুনেরে ভালোবাসা—পাপ-পসরায়
টানিতে চরণ টলে স্বরগ-সীমায়—
সেইটুকু সত্য তব জীবন-কাহিনী।
পার্থ ফিরে' চেয়েছিল বক্ষে তুলিবারে—
মৃত্যুশরাহত সেও, মমতা-দুর্ব্বল!
কৃষ্ণসখা! গীতা-মন্ত্র ভুলি' একেবারে
লভিলে একি এ গতি?—সকলি বিফল!
এ কি চিত্র—ধন্য কবি! স্বর্গের দুয়ারে
দেবতা মুছিল অশ্রু!—মানব বিহ্বল।

কর্ম্মফল

কর্ম্মফলে ভিন্ন গতি তোমার আমার—
হবে না মিলন বুঝি জন্মান্তে আবার ?
আমারে ত্যজিবে তুমি, উচ্চতর কুলে
লভিবে জনম, প্রিয়া, সব যাবে ভুলে'।
এই যে আমারে চেয়ে অনিমিখ-আঁখি,
ঘুমাইলে পাছে ভোলো—নহ যে একাকী,
তাই নিদ্রা নাহি যাও পারো যতক্ষণ,
নিদ্রিত আমার বক্ষে রাত্রি-জাগরণ !—
সেই তুমি পরজন্মে গৃহ-বাতায়নে—
আমি ক্লান্ত পান্থ এক পড়িব নয়নে ;
সহসা সদয় হ'য়ে অতিথি-সৎকার
করিবে কি যেন ভেবে—কিবা চমৎকার।
বৃদ্ধ বিধি ভুলে' গেছে প্রেমের নিয়ম ;
কর্ম্ম-বন্ধ ? এ যে ঘোর অকর্ম্ম বিষম !

মুক্তি

তোমারে বেসেছি ভালো, সেই ভালোবাসা
কত জন্ম কত যুগ করিব সাধন ;
কত ব্যথা, বিরহের অশ্রু অকারণ—
কত পাপ, কত তাপ, আশা ও নিরাশা !
তিল তিল করি' সেই প্রেম স্বার্থনাশা—
ঘুচা'বে সকল দ্বন্দ্ব, টুটিবে বাঁধন ;
ভবজন্ম-কল্পবৃক্ষে শ্রীহরিচন্দন
ফুটিবে, সার্থক করি' অমৃত-পিপাসা !
আমি যবে তুমি হ'ব—সাধনার শেষ—
সেইবার হ'ব শুদ্ধ বুদ্ধ-অবতার,
ঘুচিবে প্রেমের তবে পাত্র-কাল-দেশ,
ঘুচিবে বিরহ-মোহ, বৃথা অহঙ্কার।
লভিব নির্ব্বাণ-মুক্তি ভাঙি' দীপাধার—
র'বে আলো, নাহি র'বে অনলের লেশ।

লীলা

তুমি একদিন শুভদ-শারদ প্রাতে
মালতী-শেফালি তুলে' দিলে মোর হাতে—
দু'মুঠি চাপিয়া বুকে
না দেখে হাসিনু সুখে,
—কি আলো চুমিল নিমীল-নয়ন-পাতে !

তুমি একদিন ফাগুন-দিনের শেষে
লালে-লাল হোরি খেলিলে আপনি হেসে !
আমি ধরিলাম ডালা,
অশোক-চাঁপার মালা,
হৃদয়ে কি জানি পুষিনু সর্ব্বনেশে !

লুকাইলে সখা, দু'খানি আঁখির আড়ে—
তা' হেরি' আমার হিয়ার আরতি বাড়ে !
পিপাসা-পানীয়-তলে
কি গুঁড়া মিশালে ছলে—
পিয়ে পিয়ে তবু সে ঘোর নেশা কি ছাড়ে !

স্বপন-পসারী

তুমি একদিন গভীর বরষা-রাতে
টুটাইলে ঘোর, বজ্র-ঝঞ্ঝাবাতে—
বিষ্ণুচক্র সম,
প্রিয়া-দেহ নিরুপম
কাটি' উড়াইলে মৃত্যু-কুঠারাঘাতে!

আজ সখা, তুমি চির-তুহিনের দেশে
বসায়েছ মোরে জরতী-লীলার বেশে!
তুষার-মরুর আলো—
তা'ও যে লাগিছে ভালো।
আঁধারে তবুও 'অরোরা' উঠিছে হেসে!

* * * *

তবু ভাবি সখা, একি এ তোমার রীতি!
ভাবি, কেন হেন চুরি-ছল নিতি-নিতি?
একেবারে যদি বলে' ফেল'—'ভালবাসি',
আছে তায় হানি? তাই ভেবে আমি হাসি!
এমন পাগল কভু হেরি নাই, ওরে!
এমন চপল হইলে কেমন করে'?
দাঁড়া'লে না কেন স্বরূপ-অরূপ-বেশে—
একেবারে মোর প্রাণের দুয়ারে হেসে'?
আবীরে ও ফুলে, নারীর নয়নে ঢুলে',
কত খেলা তুমি খেলিলে ধরম ভুলে'!

লীলা

লাজে মরে' যাই তোমার চরিত স্মরি'—
লোভে পড়ে' ভালবাসিব তোমারে, হরি ?
তুমি করে' দিলে মদের দারুণ নেশা,
তা' লাগি' ধরিলে আপনি শুঁড়ির পেশা !
রচিলে পেয়ালা কত না মশলাদার !
তার পর ভেঙে করে' দিলে চুর্‌মার !
তারপর যবে বিষের পিপাসা ঘোর
হুতাশে দহিল এ দেহ জনম-ভোর—
তখন গোপনে আঁধারের অভিসারে
বাঁধিলে আমারে তোমার বাহুর হারে !
সঁপিলে অধরে অমৃত-শিশির চুমা,
বুকেতে বাঁধিয়া কহিলে, 'ঘুমা রে ঘুমা' !
তার পর বুঝি জেগে র'বে সারারাত ?—
এ-রূপ হেরিতে হবে না নিমেষপাত !
মরি মরি সখা, বলিহারি প্রেম তোর !
তবু হাসি আমি, হে শঠ-কপট-চোর !

ভ্রান্তি-বিলাস

তোমারে বাসিব ভাল, তাই বার-বার
এত ব্যথা-দাগা-দেওয়া—এত লুকাচুরি!
তোমারে যে বাসি ভালো—স্বভাব আমার!—
আপনা-হারাণো সে যে ব্যথার মাধুরী!

তুমি স্থির নও কভু!—বার বার ফিরে'
শুনিতে বাসনা—আমি ভালবাসি কি না;
বিশ্বাস শোধন কর মোর আঁখিনীরে!
তুমি ভালবাস ফিরে'—আমি ত' চাহি না!

হায় সখা! সতী আমি,—কোন্ ভ্রমবশে
তুলে দিলে শিরে মোর কলঙ্ক-পসরা?
তাই যুগ-যুগ ধরি' কি মোহ-রভসে
রচিলে মায়ার সৃষ্টি—জন্ম-মৃত্যু-জরা!

আপনার প্রেম তুমি দিলে মোর বুকে,
আপনি হইলে নিঃস্ব ভিক্ষাসুখ লাগি'!
কাঞ্চনবরণী রাধা!—তুমি কালামুখে
দ্বারে তার দাঁড়াইলে প্রেমকণা মাগি'!

ভ্রা ন্তি - বি লা স

সব প্রেম তারে দিয়ে শেষে অবিশ্বাস !
—সে যে তোমা করিয়াছে সর্ব্ব-সমর্পণ !
অগ্নি-পরীক্ষারও পরে তবু বনবাস !—
বারে বারে তাই তার এ হেন দহন !

সৃষ্টি হ'তে এতকাল এই যে পীড়ন—
এত কালি, এত ধূলা, এত পাপ তাপে,
তবু কি মরেছি আমি ? নবীন জীবন
জন্মে জন্মে লভিয়াছি প্রেমের প্রতাপে !

লোকে বলে, লীলা এই !—আমি সে মানি না !
তোমার বুকের' পরে রেখেছি এ মাথা,
চেয়েছি ঘুমন্ত মুখে !—আমি কি জানি না,
তোমার মনের মনে জাগে কোন্ ব্যথা ?

তোমার নিশ্বাসে শ্বসি' দ্যুলোক-ভূলোক
মর্ম্মরিছে মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন
অশ্রু, আর যবাঙ্কুর-পাণ্ডুর আলোক
ব্যেপে' আছে দিক্-দেশ—অসীম বন্ধন !

আমারে সংহরি' লও আপনার মাঝে,
রেখো না পৃথক করে' বৃন্দাকুঞ্জবনে !
বিরহের ছল করি' নটবর-সাজে
হতে মিলন-মধু—মজিলে স্বপনে !

স্বপন-পসারী

একে-দুই কাজ নাই, দু'য়ে-এক ভালো,

—তুমি-আমি বাঁধা র'ব নিত্য-আলিঙ্গনে !

নিবে যাক্ রাধিকার নয়নের আলো—

রাধার মরণ হোক্ তোমার জীবনে !

ঘুচে' যাক্ চিরতরে এ ভ্রান্তি-বিলাস—

মুক্ত হও, পূর্ণ হও, তৃপ্ত হও, স্বামি !

আমি-প্রেম, তুমি-প্রাণ—বারি ও পিয়াস

একপাত্রে রহে যেন,—দ্বন্দ্ব যাক্ থামি' !

বিদায়-বাদল

সারা পথ মোরা কহিনি একটি কথা ;

সাঁজের আকাশে ছিল না ক' তারা,

বাদলের হাওয়া যেন পথহারা,—

ভিজা-চুল সম চোখে মুখে লাগে

তাহারি সে সজলতা !

সারাপথ মোরা কহিনি একটি কথা ।

আঁধারে আলোকে পথ চেনা গেল তবু ;

ঘুরে' গেনু কত নদীতট ধরি',

জলভারে সে যে উঠিছে গুমরি'—

বুক ফুলে ওঠে, তবু করিল না

কলমর্ম্মর কভু !

ভাঙনের ধার, পথ চেনা গেল তবু ।

ফোঁটা ফোঁটা জল—তেমনি খোঁপার ফুল

পথের কাদায় পড়িল ঝরিয়া ;

পাছে পায়ে ঠ্যাকে গেলাম সরিয়া,

ফিরিয়া চাহিতে হল না সাহস—

যদি হ'য়ে যায় ভুল !

কুড়ায়ে রাখিনি তার সে খোঁপার ফুল ।

স্বপন-পসারী

একবার শুধু থমকি দাঁড়ানু দোঁহে ;
অধরের কোণে মৃদু হাসি-রেখা—
আকাশেও দেখি ক্ষীণ শশিলেখা।
জানি না কেন যে সহসা এমন
ক্ষণিক স্বপন-মোহে
মুখোমুখি করি' থমকি' দাঁড়ানু দোঁহে।

কোমল তৃণ সে বাজিল কাঁটার মত।
আবার নামিল নয়নে আঁধার,
বিজুলী ধাঁধিল এধার-ওধার।—
মরম বিঁধিল শাণিত ফলকে,
শোণিতে ভরিল ক্ষত,
আঁখির চাহনি বাজিল বাজের মত!

ভোরের বেলায় বাদল নামিল যবে,
আঁখির ঝরণা দেখিল না কেহ—
ধারা বরিষণে তিতিল যে দেহ,
শেষ-ক্রন্দন-ধ্বনিও তখন
ডুবিল মেঘের রবে,
দুই পথে দোঁহে ছাড়াছাড়ি হ'নু যবে।

পরাজয়

এত যে দুঃখ দিলে তুমি মোরে—
করিনি তোমার নাম,
উল্কার মত জ্বলিল অক্ষি, তবু নাহি কাঁদিলাম।
কে চিনে তোমারে ? কিসের করুণা ?—বলি নাই, 'দয়া কর',
তব রোষ-ভয়ে করি নাই কভু নাম-জপ অবিরাম।

দুঃখের দিনে কে চাহে তোমারে ?
আমি তোমা' চাহি নাই ;—
ব্যর্থ-আশার গভীর আঁধারে সান্ত্বনা নাহি পাই।
হারায়েছি যাহা সে কি ফিরে'-দেওয়া তুমিও পারিতে কভু ?
কিসের যাচনা ? কাচের বদলে কাঞ্চন ?—নাহি চাই!

আঁধারের 'পরে আঁধার নেমেছে,
অতল গহ্বরতলে
নামিয়াছি আমি, ক্ষীণ জানু মোর যতদূর টেনে চলে!
পদযোড়ে শেষে গড়ায়েছি, তবু করি নাই করযোড়,—
ভ্রূকুটি তোমার করে নাই বশ—লোকে 'নাস্তিক' বলে!

তাই ভাবি, একি! আজ একি হ'ল—
নিমেষে করিলে জয়!
একটু হরষ-পরশ মাত্রে রোমাঞ্চ সমুদয়!
ব্যথা-বেদনায় করি নাই সাথী, মানি নাই প্রয়োজন—
সুখ সঁপিবারে আজি এ পরাণ তোমারি শরণ লয়!

জন্মান্তরে

আবার ত' দেখা হ'ল ! ওগো, এতদিন
কোথা একা সহিয়াছ অদৃষ্ট-লাঞ্ছনা ?
বারে বারে খরস্রোতা মৃত্যুতটিনীর
পারাপার করিতে কি টলে না চরণ !
কেবা দেখাইল পথ ?—কোথা পেলে আলো ?
মৃত্যু পারিল না চোখে ধূলামুঠি দিতে !

এস, কাছে এস ; কি দেখিছ, স্মেরাননা !—
আঁখিকোণে অশ্রু আর কটাক্ষ-কৌতুক ?
আমি কি চিনিতে পারি ? আমি উল্কাসম—
আপনার অগ্নিবেগে ছুটে যাই সদা
গ্রহ-গ্রহান্তরে ; শুধু ওই হাসিখানি—
মনোহর মমতার ওই উষালোক
জুড়ায় প্রাণের দাহ ; জন্ম-জন্মান্তর
জাগে মনে—আপনারে আপনি যে চিনি ;
সেই মুখ, সেই হাসি !—আমি চিনিব না !

কবে শেষ হয়েছিল দেখা ? মনে আছে—
চির-বিরহের মূঢ়-আশঙ্কায় যবে

জ ন্মা ন্ত রে

মুকুলিত আঁখি দুটি করিনু চুম্বন,
শুষ্ক মৃণালের মত দুই বাহু দিয়ে
জড়াইলে মহাভয়ে, অন্তিম কাকুতি
পাণ্ডুর অধর ভরি' উঠেছিল কেঁপে—
নীরব চাহনি, আর আঁখিকোণে সেই
দুই-বিন্দু বারি ! তোমার দিবস-শেষে
তুমি গেলে চলি', বিলম্বিল মোর দিবা।
তার পর একদিন আমারো নয়নে
নামিল আঁধার ঘোর, হিম হ'ল তনু—
পড়িনু ঘুমায়ে। এ নিশান্তে আজি পুনঃ
উদিয়াছে পূর্ব্বাকাশে সেই শুকতারা !

কহ সখি, গত জনমের যত কথা—
হয় কি স্মরণ ? যদি মনে নাহি পড়ে,
বস' হেথা অলিন্দের পরে, চেয়ে দেখ
ওই দূর দিগন্ত-সীমায়। শুনিছ না
ঝিল্লীর ঝঙ্কার ? অদূর নদীর স্রোতে
মৃদু কলগীতি ?—আরো কত অভিজ্ঞান !
এইবার চাও দেখি নয়নে-নয়নে—
আকুলি' উঠে না বক্ষ ? আঁখির উপরে
কাঁপিছে না কবেকার ছবি একখানি ?
দেখ চেয়ে, কি সুন্দর শারদী যামিনী !

স্ব প ন - প সা রী

কাননের তরুশাখাগুলি মর্ম্মরিছে
আধ'-অন্ধকারে ; দ্রৌপদীর শাড়ী যেন—
উর্দ্ধে হের, অফুরন্ত আলোক-নীলিমা !
প্রান্তরের প্রান্ত হ'তে—কান পাতি' শোন-
ভেসে আসে কিবা এক মৃদুল গুঞ্জন !
মনে হয়, পরলোক-বেলাভূমি 'পরে
দোলে উর্ম্মি—স্বপ্নাতুর, সঙ্গীত-মন্থর !
এখনি জাগিছে তাই অন্তর-অন্তরে—
শ্যামল বিটপীশাখে বিহঙ্গের মত
মোরা দুটি প্রাণী ; একটু আলোক-স্নান
নীলাকাশ তলে, দুটি গান গাওয়া শুধু
একটি প্রভাত ধরি'—তার বেশি নয় !
তারি মাঝে গাই মোরা অমৃতের গান—
শিয়রে মৃত্যুর ছায়া, চক্ষে ভাসে তবু
নন্দনের চিরন্তন আনন্দ-স্বপন !
একদিন কবে কোন্ শিশির-সন্ধ্যায়
আবার যে ঘুমাইব শেষ-গান গাহি'—
জানি, মৃত্যু তারি নাম ; মনে আছে তবু,
পান-শেষে চুর্ণ হয় শুধু পাত্রখানি ;
প্রেম যে আত্মার আয়ু !—ক্ষয় নাহি তার ;
জন্মে জন্মে তাই মোরা একই বধূ-বর !

জ ন্মা ন্ত রে

মৃত্যু আসি' আর বার কহিবে যখন—
সন্ধ্যা হ'য়ে আসিতেছে এপারের কূলে,
কে আসিবে মোর নায়ে, এস ত্বরা করি',-
নিয়ে যাব শীত হ'তে বসন্তের দেশে।
তখন বাহুতে বাঁধি' ওই বাহু তব,
নিঃশঙ্কে দাঁড়াব আসি' বৈতরণী কূলে ;
পড়িবে দু'খানি ছায়া নদী-সিকতায়
ম্লান চন্দ্রালোকে ; শীতে শিহরিয়া
ঢাকিব দোঁহারে দোঁহে—গ্রন্থি বাঁধি' দিব
চঞ্চল অঞ্চল আর উত্তরীয়-বাসে।
এপারের যত জ্যোৎস্না, যত রবিকর—
নিশিশেষে শয্যাতলে পুষ্পমালা সম
পড়িয়া রহিবে হেথা, সাথে যাবে শুধু
একখানি স্মৃতি-মেঘ প্রেমধনু-আঁকা !
তারি ছায়া নিরখিবে তুমি নদীজলে,
হেলিয়া তরণী হ'তে, ওগো স্মৃতিময়ী !
ঘুমায়ে পড়িব আমি, তুমি জেগে রবে—
স্থিরদীপ্ত ধ্রুবতারা—পার হ'তে পারে,
তার পর কি আলোকে কোথা জাগরণ !

কেতকী

সাপের ডেরায় কাঁটার পাহারা—মঞ্জুল বঞ্জুলে
ঢাকা যার তট—সেই তটিনীর কর্দ্দমময় কূলে
তোমারে কেতকী দেখেছিনু—আমি অনেক দিনের কথা,
আজও যেন তাই বুঝিতে পারি সে তোমার মর্ম্মব্যথা।

প্রাবৃট-আঁধারে বিদ্যুৎ যবে বিদারিয়া নভ-তল
ঘোর গর্জ্জনে শিহরিয়া তোলে নিম্নে জলস্থল—
তুমি বন্দিনী রবি-বিরহিনী তাপসিনী ফুলবালা
সবুজ বাকলে ঢাকি' তনুখানি পর' যে কাঁটার মালা!

ফণী-ফণিনীরা ফুঁসিয়া উঠিছে সৌরভ-সংবাদে,
তাই সে তরুণী সারা তনুখানি নিবিড় নিচোলে বাঁধে;
গরল-শ্বাসে মেলিতে পারে না আপন দীর্ঘ-দল—
গোরোচনা-গোরী পাণ্ডুর হ'ল—যৌবন নিষ্ফল!

* * * *

আর্দ্র শীতল শ্রাবণ-সন্ধ্যা, চলিয়াছি গলি-পথে---
সহসা নাসায় সুরভি-নিশাস লাগে কেন হেন মতে!
শুনিনু অদূরে হাঁকে ফিরিওলা—'চাই কেয়াফুল, চাই।'
মাথার ঝুড়িতে ফলের মতন ফুল সে পেয়েছে ঠাঁই।

কে ত কী

বাদল-তিমিরে বেদনার মত গন্ধের আবেদন
সারা প্রাণ-মন নিমেষে হরিল, হয়ে গেনু অচেতন।
তবু বুকে করি' নিয়ে গেনু ফুল—পাইনু কি সন্ধান ?
জনমে জনমে খুঁজে ফিরি' যারে এ তারি অভিজ্ঞান ?

তাই বটে, এ যে তাহারি লিখন—সবুজ মলাটে-মোড়া
পুঁথি একখানি, এ যেন শুভ্র সুরভি শ্লোকের তোড়া !
কেশরে-পরাগে পড়িনু সে বাণী—চুম্বনে আঘ্রাণে,
প্রাণের রাগিণী বাজিতে লাগিল বাদল-রাতের গানে।

আঁধারের লেখা

আঁধারে আঁখর চিনিতে নারিনু, কি লিখিনু নাহি জানি—
আঁখির সমুখে ধরি নাই তারে জ্বালা'য়ে প্রদীপখানি।
আঁধারের কালি কালির লিখন একাকার করি' দিল,
ধরা পড়িল না—মনের আঁধারে যে কথা লুকা'য়ে ছিল।

আমার পরাণ গাহে যেই গান, কে দিবে তাহাতে সুর?
যমজ হৃদয় কোথা' পাব খুঁজে'?—সবই যে পৃথক দূর!
আলোকে সবার চোখের উপরে লিখিতে নারিনু তাই,
আঁধারে লুকা'য়ে কি কথা লিখিনু—সরমে মরিয়া যাই!

থাক্, পড়ে' থাক্ এ লিপি-লিখন, কাজ নাই ঠিকানায়;
আলোক জ্বালিয়া কি হবে পড়িয়া আঁধারের রচনায়?
কি কথা লিখিনু—অর্থ তাহার পড়িবে না কভু ধরা,
যাক্ উড়ে' যাক্ পথের পাথরে, বাতাসের মুখে ত্বরা!

* * *

যদি কোনোদিন পহুঁছিতে পারে কাহারো সে ফুলবনে,
পুঁথি' মুদি' রাখি আলসে চাহিয়া বসে কেহ বাতায়নে—
ঘরের প্রদীপ বাতাসে নিবেছে, আকাশে আসে নি শশী,
শুধু সে মধুর আঁধার-মদিরা পিয়িছে একেলা বসি;

আঁধারের লেখা

নহে সে যোজন—যুগ-যুগান্ত—দূর নিকষের পাতে
আলোক-আলোক-আঁখরের পাঁতি ফুটিতেছে কার হাতে।
চেয়ে তারি পানে, অমৃতের ধ্যানে অপলক আঁখিদুটি—
প্রাণের পিপাসা-পাবক তাহাতে অচপল রহে ফুটি'।

নিম্নে নিবিড় আঁধারে লুকা'য়ে ফুটিয়াছে যেই ফুল—
দখিন-সমীরে সৌরভ তার আলোড়িছে প্রাণমূল!
প্রভাতে—না হয়, দুই দিনে—যার ঝরিবে কেশর-দল,
সে কেন এমন সোহাগ জানা'য়ে প্রাণ করে চঞ্চল!

ক্রমে ঢুলে' আসে বাতায়নপাশে চাহনি-ক্লান্ত আঁখি,
শিশির-স্নিগ্ধ তপ্ত-ললাট করতলে দেয় রাখি'।
স্বপনের রসে ডুবিল অবশে পিপাসা-আতুর হিয়া,
চেতন-গহনে ফুল-মধু সনে দুখ গেল মিলাইয়া!

টুকটুকে লাল, কেহ বা গোলাপী, কেহ বা শুভ্রদল—
মদির-রভসে ওই পতঙ্গ জড়াইয়া পদতল
ঢুলিয়া পড়িছে অহিফেন-ফুলে, জোড় করি' দুই পাখা—
কত রং তা'য়—আমারি মনের বাসনার মত আঁকা!

গোলাপের মধু রহিল পড়িয়া—হ'ল না সে পান করা,
শুধু সৌরভ, রূপ তার যে গো সকল পিপাসাহরা!
কামিনী হোথায় ঝরে' যায়-যায়, ঝরাই যে তার শোভা!
মরণের ব্যথা কত সে সুরভি—মরণই যে মনোলোভা!

স্বপন-পসারী

আকাশের তারা বকুলের মত ঝরিছে তরুর মূলে,
পুঁথির লিখন কণ্টকী-লতা—তা'ও ভরে' গেছে ফুলে!
মধু-সৌরভ—সৌরভ-মধু! মধু, আর শুধু মধু!
আপনারি প্রাণ দুইখান হ'য়ে হ'ল বর, হ'ল বধূ!

একখানি তার ফুলের মতন ছড়াইল চারিদিকে,
আর একখানি প্রজাপতি হ'য়ে বুক দিল ফুলটিকে!
পাপ্ড়ি, কি পাখা—চেনা নাহি যায়, কার মধু—কার মুখ!
নাহি গুঞ্জন, শুধু ভুঞ্জন! সুধাপান—শুধু সুখ!

* * *

এমনি স্বপন দেখিয়াছে রাতে—প্রভাতে তাহারি পথে
ছেঁড়া-পাতাখানি বাতাসে উলটি' পড়িবে না কোনমতে?
কৌতুকভরে উৎসুক-আঁখি বুলাইবে হেথা-হোথা—
আঁধারের লিপি এমন আলোকে পড়িবে কি কেহ কোথা?

কামনা

সবুজ বোঁটায় সব দলগুলি তুলাইব থরে থরে,
মধু-পিপাসায় রঙের নেশায় ভুলাইব মধুকরে ;
সার্থক হবে ক্ষণ-সৌরভ অসীম অর্থভরা,
মনোবীজরাশি ছড়াইব আমি নব-নবীনের তরে।

মাটীর পৃথ্বী বিদারণ করি শত মুখে শত রস
স্নায়ুতে-শোণিতে শুষিয়া লইব, হোক তায় অপযশ !
হৃদয়ে আমার যত সাধ আছে ফুটাইব শতদলে,
জীবন-সায়রে ফুটিয়া উঠিব অপরূপ তামরস !

আকাশের তারা যেমন জ্বলিছে—জ্বলুক অসীম রাতি,
ওর পানে চেয়ে ভয়ে মরে যাই, চাহি না অমৃত-ভাতি !
ধরার কুসুম বার বার হাসে, বার বার কেঁদে যায়—
আঁধারে-আলোকে শিশিরে-কিরণে আমি হব তার সাথী